উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

জীবন তাকে ছাড়া ভাবাই যায় না। বর্ষায় তো বটেই, প্রখর গরমে বা স্রেফ ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হয়ে সে আমাদের সঙ্গী। নামভারে সে আমাদের জীবনের অন্যতম অবলম্বনও। এবারের প্রচ্ছদে ছাতা।

ছাতা

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

র-এর নয়া প্রধান 'সুপার স্লুথ' পরাগ

ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং' (র)-এর নতুন প্রধান হচ্ছেন পরাগ জৈন। ১৯৮৯ ব্যাচের এই পঞ্জাব ক্যাডারের অফিসার আগামী ১ জুলাই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ১০

চলে গেলেন 'কাঁটা লাগা গার্ল'

মাত্র ৪২ বছরেই জীবনের সব হিসেব চুকিয়ে দিলেন 'কাঁটা লাগা গার্ল' শেফালি জরিওয়ালা। শুক্রবার রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৪°	৩৩°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৭°	২৭°	২৫°

ফের জঙ্গিঘাঁটি গড়ছে পাকিস্তান

অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি স্থানে একাধিক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওই জঙ্গিঘাঁটি এবং প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি ফের গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। ৯

১৪ আষাঢ় ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 29 June 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 42

কসবার কলেজে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন তরুণী। ঘটনায় যাঁরা অভিযুক্ত, তাঁরা প্রত্যেকেই আদতে বহিরাগত। কসবার কলেজের ছায়াটা উত্তরবঙ্গেও প্রকট। কারণ অধিকাংশ কলেজে এখনও দাদাগিরি চালান 'বুড়ো' ছাত্র নেতারা। এমন ঘটনা যদি এখানেও ঘটে, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

দাদাগিরি !

গণধর্ষণের প্রতিবাদে সরব বিজেপি কর্মীকে আটক করছে পুলিশ।

ছাত্রীর দেহে আঁচড়, যৌনাঙ্গে আঘাত

রিমি শীল

কলকাতা, ২৮ জুন : দক্ষিণ কলকাতার আইন কলেজে গণধর্ষণের তদন্তে সিট গঠন করল লালবাজার। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (দক্ষিণ শহরতলি) প্রদীপকুমার ঘোষালের নেতৃত্বে ওই দলে পাঁচজন আছেন। অন্যদিকে, তিন তৃণমূল কর্মীর পর ওই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওইদিন কলেজটিতে কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এতে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল চার।

শনিবার আলিপুর আদালতে গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয় নির্যাতিতার। পুলিশি তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ ও উদ্ধার করা নমুনা পরীক্ষা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। সেজন্য ধৃতদের মোবাইল পরীক্ষা করা হচ্ছে। একজনের মোবাইলে যৌন নির্যাতনের ভিডিও পাওয়া গিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন।

ঘটনাটির জল গড়িয়েছে হাইকোর্টেও। স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়ে প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়েছেন কয়েকজন আইনজীবী। অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে তিনদিনের

গণধর্ষণের তদন্তে সিট

মধ্যে রিপোর্ট চেয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। কমিশনের চেয়ারপার্সন নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছেন। তিনদিনের মধ্যে মেডিকেল টেস্টের রিপোর্ট পাঠাতেও বলেছেন।

অন্যদিকে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এই ঘটনায় যে দলীয় তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বহিরাগতদের বেআইনি শাসন

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৮ জুন : ২০১৭ সালের পর রাজ্যে কলেজগুলিতে ছাত্র নির্বাচন হয়নি। ফলে আইনত কোথাও ছাত্রছাত্রী সংসদের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু গত আট বছরে কলেজে কলেজে সংসদ অফিসের দখল চলে গিয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের হাতে। বকলমে সেই 'ইউনিয়ন রুম' থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে কলেজের ভর্তি থেকে সোশ্যাল বা নবীনবরণ থেকে বার্ষিক ক্রীড়া সবকিছুই। কসবার আইন কলেজের ম্যাঙ্গো'র মতো উত্তরবঙ্গের কলেজগুলিতেও দাদাগিরি চালাচ্ছেন মার্ডার বা ডিস্কো'র মতো টিএমসিপি নেতারা। কারও পাঁচ বছর আগে, কারও সাত বছর আগে ছাত্রজীবনে ইতি পড়েছে। তবুও কলেজের মধুর ভাণ্ডারের লোভ ছাড়তে পারেনি কেউই। কসবা কাণ্ডের পর কলেজে কলেজে প্রাক্তনদের দাদাগিরি আদৌ বন্ধ হবে কি না তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

টিএমসিপি'র রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর কথা, 'আমাদের সংগঠনের ছেলেরা কলেজে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থেই কাজ করে। কোথাও সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে কেউ ব্যক্তিগত স্তরে অপকর্ম করলে তার দায় সংগঠনের নয়।' তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, 'কেউ অন্যায় করলে আইন অনুসারে তার বিচার হবে। দল কোনও অন্যায়ের পাশে দাঁড়াবে না।' তৃণমূল নেতারা বলছেন ঠিকই, তবে একের পর এক ঘটনায় তাঁদের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

অবৈধ সংসদ

- ভোট না হলেও ছাত্র সংসদের দায়িত্বে তৃণমূল নেতারা
- পাঁচ বছর বা দশ বছর আগে কলেজ ছেড়েছেন, এমন তরুণরাই মূল মাথা
- রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ক্যান্টিনে বসে ইউনিয়ন চালান এক প্রাক্তন ছাত্র
- শিলিগুড়িতে প্রতিটি কলেজই নিয়ন্ত্রণ করছে বহিরাগতরা
- দিনহাটাতেও বহিরাগতদের 'অত্যাচার' চলছে

তাঁদের ডাকা মিছিলে যেতে না চাওয়ার অপরাধে ১৩ জন ছাত্রীকে গার্লস কমনরুমের শৌচাগারে আটকে রেখে শাস্তি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল দিনহাটা কলেজের টিএমসিপি দাদাদের বিরুদ্ধে। ২০২৪ সালের ৩০ অগাস্টের সেই ঘটনার পরও কলেজে দাদাগিরি কমেনি টিএমসিপি'র। গত এক বছরে কলেজে বহিরাগতদের দৌরাত্ম্য ক্রমেই বেড়েছে। টিএমসিপি'র দুই গোষ্ঠীর কোন্দলেও বারেবারে রক্তাক্ত হয়েছে ক্যাম্পাস। পরীক্ষায় নকল সরবরাহে বাধা দেওয়ায় হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছে শিক্ষকদের। বহিরাগতদের 'অত্যাচার' এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, খোদ কলেজের অধ্যক্ষের নেতৃত্বে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হন কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা। দিনহাটা কলেজের পরিচালন কমিটির সভাপতি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

মহাশূন্য থেকে বার্তালাপ

মহাকাশ থেকেই ভালো বোঝা যায়, আমাদের দেশ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে...। -শুভাংশু শুক্লা

শুনলাম, আপনি নাকি সঙ্গে করে গাজরের হালুয়া নিয়ে গিয়েছেন। তো সেগুলো কি সঙ্গীদের খাওয়ালেন? -নরেন্দ্র মোদি

পরিবার নিয়ে বিপাকে প্রৌঢ়

ডাইন অপবাদে ঘরছাড়া

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৮ জুন : ডাইন অপবাদে মারধর করে গ্রামছাড়া করা হয় বছর তিপান্নর এক প্রৌঢ়কে। এমনকি বাড়িতে লুটপাটও চালানো হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রাণভয়ে স্ত্রী, ছেলে ও পুত্রবধূকে নিয়ে তিন সপ্তাহ ধরে অন্য জেলায় আত্মগোপন করে রয়েছেন ওই প্রৌঢ়। তবে তাঁদের গ্রামে ফেরানোর উদ্যোগ এখনও নেওয়া হয়নি কেন, তা নিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ঘটনা ঘিরে শোরগোল ছড়িয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে। নিরাপত্তা চেয়ে ওই ব্যক্তি শুক্রবার বিকেলে কুমারগঞ্জ থানায় গ্রামের ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। গ্রামে ফিরলে খুন হয়ে যেতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন ওই প্রৌঢ়। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেছেন, মারধর, অপমান, জিনিসপত্র লুট এবং প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে গ্রামছাড়া করা হয়েছে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে।

কুমারগঞ্জ থানার একটি গ্রামে পুরোনো একটি বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রায় তিন সপ্তাহ আগে একটি সালিশি সভায় ওই ব্যক্তিকে ডেকে আনা হয় বলে অভিযোগ। সেসময়ে তাঁকে ডাইন বলে অপবাদ দেওয়া হয়। এমনকি, ক্যামেরার সামনে নিজেকে ডাইন বলে কবুল করার জন্য চাপ দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। অভিযোগ, সেই সভায় কয়েকজন গ্রামবাসী তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। এরপরই তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে গ্রাম থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়। অভিযোগে ওই প্রৌঢ় জানিয়েছেন, গ্রামেরই জনাকয়েক লোক তাঁদের বাড়িতে হানা দিয়ে একটি বাক্স থেকে রুপোর গয়না ও টাকাপয়সা লুঠ করে চম্পট দেয়।

আক্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রী ফোনে জানান, 'আমার স্বামীকে খুব মারধর করেছে ওরা। আমাদের পুরো পরিবারকে ঘরছাড়া করে দিয়েছে। আমাদের এখন মাথার উপর ছাদ পর্যন্ত নেই। কোথায় যাব, কিছু বুঝতে পারছি না। বলেছে আমার স্বামী ডাইন। গ্রামে ঢুকলেই মেরে ফেলবে।' এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'মামলা হয়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমেছে। আক্রান্ত পরিবারকে ফেরাতে ও নিরাপত্তা দিতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' যদিও এখনও কেন সেই ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ, তার উত্তর পাওয়া যায়নি। বিমল হাঁসদা, সাহেব মার্ডি, বাবুলাল হেমরম সহ ১১ জনের বিরুদ্ধে কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কেনই বা এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে এখনও সমাজে ডাইন অপবাদের মতো কুসংস্কার যে কতটা গভীরে রয়েছে, এই ঘটনা তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। পরিবার নিয়ে প্রবল আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ওই প্রৌঢ়।

ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়ে মাসিরবাড়ি গুণ্ডিচা মন্দিরে পৌঁছোতেই পারেনি জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার রথ। দ্বিতীয় দিনে ফের টান পড়ে রথের দড়িতে। পুরীতে শনিবার। -পিটিআই

পাক কনভয়ে হামলা, হত ১৬ জওয়ান

ইসলামাবাদ, ২৮ জুন : আত্মঘাতী বিস্ফোরণ পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার উত্তর ওয়াজিরিস্তানে। জঙ্গিদের নিশানায় ছিল পাক সেনার কনভয়। শনিবারের ওই বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১৬ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। সেনা ও সাধারণ মানুষ সহ আহতের সংখ্যা ২২। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

হামলার দায় স্বীকার করেছে পাক তালিবান নেতা হাফিজ গুল বাহাদুরের গোষ্ঠী। ২০২১-এ কাবুলে পালাবদলের পর পাক-আফগান সীমান্ত এলাকায় নাশকতা বহুগুণ বেড়েছে। হামলার জন্য আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন তালিবানদের দায়ী করেছে পাকিস্তান। সপ্তাহকয়েক আগে

দায় স্বীকার তালিবানের

আফগানিস্তানে বিমান হামলা চালিয়েছিল পাক সেনা। তালিবান তার জবাব দিল বলে মনে করা হচ্ছে।

উত্তর ওয়াজিরিস্তান জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিস্ফোরকবোঝাই গাড়ি নিয়ে একজন জঙ্গি সেনা কনভয়ে ঢুকে বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, কনভয়ের একাধিক গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। ধসে পড়েছে রাস্তার পাশের ২টি বাড়ির ছাদও। আহত হয়েছে ৬ শিশু। আঘাত লেগেছে ২ জন পথচারীর। গুরুতর আহত আরও ১৪ জন জওয়ানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রহমতুল্লা নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, প্রচণ্ড শব্দে গ্রাম কেঁপে উঠেছিল। ২টি বাড়ি পুরোপুরি ধসে পড়েছে। অনেক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। কনভয়ের সামনে থাকা বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী যান এবং একটি ট্রাক ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই ১৩ জন সেনাকর্মীর মৃত্যু হয়েছিল। হাসপাতালে মারা গিয়েছেন আরও ৩ জন। বিস্ফোরণের পর গোটা গ্রাম ঘিরে তল্লাশি করছে পাক সেনাবাহিনী।

পাকিস্তানের মাটিতে সম্প্রতি সক্রিয়তা বাড়িয়েছে পাক তালিবান গোষ্ঠীগুলি। শনিবারের হামলা সেই সক্রিয়তার পরিণতি বলে মনে করা হচ্ছে। এই হামলার নিন্দা করেছেন খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী আলি আমিন গোন্ডাপুর। অপর একটি ঘটনায় শনিবারই উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মীর আলি শহরে কার্ফিউ চলাকালীন সেনাবাহিনীর টহলদারি দল বিস্ফোরণের কবলে পড়ে। ওই ঘটনায় ১০ জওয়ান এবং ১৪ জন সাধারণ মানুষ আহত হয়েছেন।

যদিও কোনও জঙ্গিগোষ্ঠী ওই হামলার দায় স্বীকার করেনি। এই নিয়ে চলতি বছরে খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বালোচিস্তানে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির হামলায় ২৯০ জন পাক সেনা ও পুলিশকর্মী নিহত হলেন।

বাংলাদেশি সন্দেহে দিল্লিতে আটক ৭

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৮ জুন : মহারাষ্ট্র, রাজস্থানের পর এবার দিল্লি। ভিনরাজ্যে আবারও হেনস্তার শিকার বাঙালিরা। বাংলা বলায় 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে রাজধানীতে পুলিশের হাতে আটক হন দিনহাটার আট বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে একজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও বাকি এক মহিলা ও তিন শিশু সহ মোট সাতজন দিল্লির শালিমার বাগ থানায় আটক রয়েছেন বলে পরিবারের দাবি। এঁরা প্রত্যেকেই সাবেক ছিটমহলের ভারতীয় নাগরিক।

দিনহাটার বলরামপুর রোডের হিমঘর সংলগ্ন এলাকাতেই এখন থাকেন সাবেক ছিটের বাসিন্দারা। শনিবার সেখানে ঢুঁ মেরে দেখা গেল, যাঁরা দিল্লিতে আটক হয়েছেন তাঁদের পরিবারের লোকেরা বিষণ্ণ মনে বসে রয়েছেন। তাঁরাই জানালেন, এখানকার সামসুল হক, রেজাউল হক, রবিউল হক, রাশিদা বেগম, মহম্মদ রুমানা হক, রাইহান হক ও রুমানা খাতুন এখন পুলিশের জালে। তাঁদের অপরাধ নাকি একটাই, বাংলা ভাষায় কথা বলেছেন। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন পরিবারের লোকেরা এখন বুঝে পাচ্ছেন না কী করবেন। কয়েকজন অবশ্য এদিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর সঙ্গে দেখা করে পুরো বিষয়টি জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে যাঁরা আটক হয়েছেন, তাঁদের ভারতীয় পরিচয়পত্র সহ অন্য নথি জমা করেছেন দিনহাটা থানায়। দিনহাটার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র জানিয়েছেন, তাঁরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। তবে এনিয়ে দিল্লি পুলিশের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

দিনহাটার আবাসনে নিজেদের পরিচয়পত্র হাতে আটকদের পরিজনরা।

উদ্বিগ্ন পরিবার

- দিনহাটার বলরামপুর রোডে আবাসনে থাকেন সাবেক ছিটের বাসিন্দারা
- তাঁদের অনেকে দিল্লিতে ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করেন
- গত ২৫ জুন এখানকার ৭ বাসিন্দাকে আটক করে শালিমারবাগ থানার পুলিশ
- অভিযোগ, বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদেরকে আটক করা হয়েছে

চলতি সপ্তাহেই রাজস্থানে আটকে রাখা হয়েছিল ইটাহারের প্রায় ২৫০ শ্রমিককে। ঘটনায় চরম উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন তাঁর নিশানায় ছিল বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার। এদিন কার্যত একই ঢংয়ে বিজেপিকে বিঁধেছেন উদয়ন। তাঁর কথায়, 'বাংলার বাইরে যদি কেউ বাংলা ভাষায় কথা বলেন, বিশেষ করে তিনি যদি মুসলিম হন তাহলে তাঁকে বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে। সব পরিচয়পত্র থাকার পরও তাঁদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এটা আসলে বিজেপির চক্রান্ত। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে বিধানসভায় এ নিয়ে সরব হয়েছেন। আমরাও প্রয়োজনে রাস্তায় নামব।'

উদয়নের কটাক্ষকে অবশ্য পাত্তাই দিচ্ছে না বিজেপি। দলের কোচবিহার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলছেন, 'উদয়ন সবকিছুতেই বিজেপির জুজু দেখেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

প্রেমিকাকে পতিতালয়ে বিক্রি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৮ জুন : প্রেমে এমন ধোঁকা খেলে সেই হিন্দি গানের কলিটাই হয়তো গুনগুন করে বাজে প্রেমিকার বুকে- 'আচ্ছা সিলা দিয়া তুনে মেরে পেয়ার কা'। প্রথমে ফেসবুকে পরিচয়। তারপর পরকীয়ায় মজে প্রেমিকের হাত ধরে, 'চল পলায়ে যাই'। কথামতো প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে পঞ্জাবে পাড়ি। কিন্তু সেখানেই ঘটে গেল 'ক্লাইম্যাক্স'। পঞ্জাবের একটি পতিতালয়ে ওই প্রেমিকাকে লাখ টাকায় বিক্রি করে পালিয়ে যায় প্রেমিক। পরে প্রতারণার শিকার হয়েছেন বুঝতে পেরে ছলেবলে-কৌশলে পতিতালয় থেকে পালিয়ে বাঁচলেন এক মহিলা। বাড়ি ফিরেই শনিবার ওই প্রতারক প্রেমিকের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দুই সন্তানের মা ওই মহিলা।

রায়গঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা ওই মহিলার বিয়ে হয়েছিল রায়গঞ্জেরই অন্য একটি গ্রামে। অভিযোগ, দুই সন্তানের জন্মের পর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ছোট সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করেন তিনি। তাঁর বাপের বাড়িও রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে। মাস কয়েক আগে পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক তরুণের সঙ্গে ফেসবুকে পরিচয় হয় ওই গৃহবধূর। বন্ধুত্ব থেকেই গড়ে ওঠে প্রেমের সম্পর্ক।

পরকীয়ার পরিণতি

ছবি : এআই

ওই তরুণ তাঁকে বিয়েও করেন। এরপরেই নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্নে যুগলে পাড়ি দেয় পঞ্জাবে। মহিলার দাবি, প্রেমিক তরুণ পঞ্জাবে একটি নির্মাণ সংস্থায় কাজ করে। সেখানে একসঙ্গে থাকবে বলেই তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। মহিলার অভিযোগ, পঞ্জাবের বাকপুরে একটি ভাড়াঘরে মাসখানেক থাকার পর তাঁকে ওই তরুণ অন্য একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে একটি পতিতালয়ে ১ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে পালিয়ে যায়। পালানোর আগে একপ্রস্থ নাটক করে ওই তরুণ মহিলার সোনার কিছু অলংকারও হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। মহিলা বলেন, 'আমি যখন বুঝতে পারি, ওই বাড়িটি আসলে একটি পতিতালয়, তখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করি। কিন্তু বাড়ির মালিক আমাকে আটকে দিয়ে জানান, সেখান থেকে আসতে হলে তাঁকে ১ লক্ষ টাকা দিতে হবে। কারণ তিনি নাকি আমাকে ওই পরিমাণ টাকা

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সপ্তাহের মাঝে পারিবারিক কারণে শান্তি নষ্ট হবে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। দাম্পত্যের বিগতদিনের সমস্যার সমাধান হবে। অকারণে অর্থের পেছনে ছুটে কিন্তু লাভ নেই। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ করবেন। কর্মক্ষেত্রে বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও সপ্তাহের শেষভাগে তা দূর হতে পারে।

বৃষ : অসংযত জীবনযাপন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় এ সপ্তাহে সফল হবেন। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। তবে আবেগের বশে মাত্রাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণে যাবেন না। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা আপনার পক্ষে আসতে পারে। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে মানসিক তৃপ্তিলাভ। ভাইয়ের দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটে যাবে। রাজনীতির ব্যক্তিরা যে কোনও সিদ্ধান্তই সহকর্মীদের মতামতে ভিত্তিতেই নেবেন।

মিথুন : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। চিকিৎসায় ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায় সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। কোনও সিদ্ধান্ত অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে গিয়ে বিপত্তি। কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্তার সুনজরে পদোন্নতির সম্ভাবনা।

কর্কট : স্বাধীনভাবে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণে সাফল্য। মায়ের পরামর্শে সংসারের সংকট কাটবে। অবিবাহিতদের বিবাহের কথাবার্তা স্থির হতে পারে। অধ্যাপক, প্রযুক্তিবিদগণের বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছাপূরণ হবে। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে স্বস্তি লাভ। পথে কোনওরকম বিতর্কে জড়াবেন না।

সিংহ : আর্থিক সঞ্চয়ে আগ্রহ বাড়বে। অকারণেই আবেগের বশে কোনও মূল্যবান দ্রব্য ক্রয় করে, পরিশেষে অনুশোচনা। নিজের বুদ্ধির ভুলে কোনও সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা। কোনও অনুষ্ঠানে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেলে সমস্যায় পড়তে পারেন। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ।

কন্যা : স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে। প্রয়োজনে চিকিৎসক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্মে সাফল্য আসবে। কোনও প্রিয়জনের বিচ্ছেদে শোকাভিভূত হবেন। নতুন বন্ধুপ্রাপ্তিতে আনন্দ। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর মায়ের সুস্থতায় স্বস্তি। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। উদাসীনতার কারণে ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা।

তুলা : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দলাভ। ব্যবসায় অর্থাগম চললেও কর্মচারী সমস্যায় চিন্তা থাকবে। সংসারের কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে অর্থব্যয় হবে। আপনার উদার মানসিকতা ব্যবহার করে কেউ কেউ লাভবান হতে চাইবে। পদোন্নতির সংবাদ পেতে পারেন। বিদেশে বাসরত প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে খুশি হবেন। পৈতৃক সূত্রে লাভবান হবেন।

বৃশ্চিক : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণের অনুমোদন মিলবে। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন সমাগমে আনন্দ। সারা সপ্তাহ ধরে নিজের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে আটকে থাকা ব্যবসার অগ্রগতি হবে। দাম্পত্যে সময় না দিলে সমস্যা হবে।

ধনু : অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণে সমস্যা হতে পারে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ অবিবাহিত কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। যে কোনও বিবাদ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পাওনা টাকা আদায়ে জোরাজুরি করা ঠিক হবে না। সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। এ সপ্তাহে আপনার বুদ্ধিমত্তার জয় হবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। প্রেমে মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

মকর : সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে সম্পূর্ণ হয়ে আসা কাজ নষ্ট করে ফেলবেন। আটকে থাকা যোগাযোগ শুরু হবে। ব্যবসার কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। দীর্ঘকালীন আর্থিক বিনিয়োগে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অধ্যাপক, শিক্ষক ও চিকিৎসকগণ তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারবেন। রাজনীতির ব্যক্তিগণ তড়িঘড়ি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ভুল করবেন। ভ্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হতে পারে। পেটের রোগে সমস্যা বাড়বে।

কুম্ভ : অংশীদারি ব্যবসায় লাভ বাড়বে। কর্মপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে নতুন চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্ট হবে। হঠাৎ কোনও সম্পদ পেতে পারেন। দাম্পত্যের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশে শান্তি নষ্ট হতে পারে। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। কর্মক্ষেত্রে কর্তাব্যক্তির প্রশংসা লাভ।

মীন : সামান্যে সন্তুষ্ট হলেই ভালো থাকবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিশ্বাস করে অযথা মনোমালিন্য। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলির সংবাদ পেতে পারেন। কোনও নিকট আত্মীয়ের কূট চালে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন।। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে শান্তি পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৮ আষাঢ়, ২৯ জুন ২০২৫, ১৪ আহার, সংবৎ ৪ আষাঢ় সুদি, ৩ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।২৪। রবিবার, চতুর্থী দিবা ১১।৫৪। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ৯।৪৩। বজ্রযোগ রাত্রি ৯।৩৮। বিষ্টিকরণ দিবা ১১।৫৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১১।৫৪ গতে বালবকরণ। জন্মে-কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৯।৪৩ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-নৈর্ঋতে, দিবা ১১।৫৪ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ১০।০ গতে ১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ১।০ গতে ২।১৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দিবা ১১।৫৪ গতে দীক্ষা, দিবা ১।২২ গতে অব্যূঢ়ান্ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট এবং পঞ্চমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৫০ গতে ৯।২৮ মধ্যেও ১২।৯ গতে ২। ৪৯মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২। ৪৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, কর্মকার, B.Tech. (Agri.), Food Tech. (M.Sc.), 28/5'-4", ফর্সা, সুশ্রী, মালদা নিবাসী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9064463729. (C/117235)

■ নমশূদ্র, 25/5'-1", M.A., B.Ed., পিতা চা-বাগানে কর্মরত, মা সরকারি স্কুল শিক্ষিকা, একমাত্র কন্যার সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুপাত্র কাম্য। (M) 9647748106. (S/C)

■ কায়স্থ, 21/5'-3", সুশ্রী, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠরতা, পিতা ইঞ্জিনিয়ার, একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি উচ্চপদস্থ, অনূর্ধ্ব 30 পাত্র কাম্য। (M) 9875482215. (C/115987)

■ বারুজীবী, 27+/5'-2", M.A. Geography, Ho., B.Ed., পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Ph. 9434412823. (B/S)

■ কায়স্থ, 23/5'-2", স্নাতক, শ্যামবর্ণ, বেসঃ চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সঃ চাকরিরত/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8637015139. (C/117230)

■ পাল, 28/5'-3", B.Sc., B.Ed., কম্পিউটার, গিটার, Yoga Diploma, পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী কাম্য। (M) 7031442709. (C/117236)

■ কায়স্থ, সুশ্রী, ঘরোয়া, বিএ, ৩৮+, দেবারিগণ, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ির দেবারিগণ পাত্র চাই। (M) 9434027098. (C/116644)

■ বৈশ্য সাহা, 42+, রাজ্য সঃ চাকরিরতা পাত্রীর 48 মধ্যে জলপাইগুড়িবাসী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। SC বাদে। (M) 9474510576. (C/116645)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৭, সরকারি ব্যাংক চাকরিরতা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত কনিষ্ঠ কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/116853)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/116853)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., স্টেট গভঃ-এর পঞ্চায়েত বিভাগে কর্মরতা। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/116853)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৯, সরকারি চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/116853)

■ ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী। বয়স ৩৬, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা মৃত ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/116853)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৭, Gov. হাসপাতাল-এর নার্সিং স্টাফ। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 8597728234. (C/116853)

■ মালদা নিবাসী, ২৭, এমএসসি পাশ, ভালো গান জানে, পিতা সরকারি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী যোগ্য পাত্র চাই। (M) 8172049789. (C/116853)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩ বছর বয়সি, M.Sc. পাশ, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ ঘরোয়া কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116853)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর বয়সি, B.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116853)

■ সাহা, 28/5'-4", সুন্দরী, M.A. English 1st Class, কর্মরতা, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। Caste no bar. 9635924555. (C/116853)

■ সম্ভ্রান্ত পরিবার, স্থায়ী চাকরি, MBBS ডাক্তার, সুশ্রী, স্লিম, ফর্সা, 39/5'-4", ভদ্র, বিনম্র পাত্রীর জন্য সুদর্শন, 40-45'এর মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, পরিশ্রমী, উপার্জনশীল, সৎ ও নেশাহীন, General Caste যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9734423527. (C/116853)

পাত্র চাই

■ Gen., 29/5'-3", সরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী, পরিবারের পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/ব্যবসায়ী পরিবারের সুপাত্র কাম্য। 9733066658. (C/116853)

■ রাজবংশী, 23, B.Sc. Pass, ঘরোয়া, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। 9593965652. (C/116853)

■ M.Sc., J.N.U. (Delhi), 28/5', প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। 5 lakh/PA. উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9002459348. (C/116853)

■ 40, ডিভোর্সি, সরকারি হাসপাতালে নার্স, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-9332480855. (K)

■ রাজবংশী, বয়স 30, রেলওয়েতে কর্মরতা, পিতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। ফোন : 6289645809. (K)

■ বয়স 50, নিঃসন্তান, সরকারি ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6289645809. (K)

■ 53, জলপাইগুড়ি নিবাসী, অবিবাহিতা, M.A., B.Ed., সংগীতে পারদর্শী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9330107427. (K)

■ বয়স 28, ডিভোর্সি, নিঃসন্তান, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6297679754. (K)

■ 34 বছর বয়সি, অবিবাহিতা, পোস্ট অফিসে কর্মরতা, পিতা মৃত। পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6296009923. (K)

■ বয়স 25, ঘরোয়া, M.A. পাশ, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6296019989. (K)

■ কায়স্থ, 24/5'-3", B.A. Pass, ঘরোয়া, মধ্যবিত্ত ঘরের কাজ জানা ভদ্র পরিবারের সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9432076030. (C/116853)

■ ব্রাহ্মণ, 28+/4'-11", M.Sc., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ/ভালো বেঃ সঃ চাকুরে/প্রঃ ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্র কাম্য। (M) 9957378239. (C/117010)

■ প্রাথমিক শিক্ষিকা, 35y./5'-3", সুশ্রী, কায়স্থ। উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9475895979, 7076195015. (C/117012)

■ EB, শিলিগুড়ি, কায়স্থ, 30/5'-3", Ph.D., দেবারিগণ, ফর্সা, সুন্দরী, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। 8967117963. (C/116856)

■ মালবাজার নিবাসী, 27+/5'-2", কায়স্থ, গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী, একমাত্র কন্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত সুপাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8250448826. (B/B)

পাত্র চাই

■ Gen., 24/5'-3", M.Sc. Pass, সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 8116521874. (C/116855)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 26, গুরুগ্রামে চাকরিরতা, কুম্ভকার, BBA (Hospital Mgmt.), পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। পিতা Retired LIC Officer. 7908505741. (C/117240)

■ পাত্রী EB, SC, 29+/5'-4", সুদর্শনা, দেবারি, সিংহ রাশি, B.Tech., MBA, TCS Kolkata-তে কর্মরতা পাত্র চাই। 6289429033. (C/117208)

■ বারুজীবী, BBA, LLB (Eng.) Advocate, 35, শ্যামবর্ণা, উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 8584805723. (C/117215)

■ বাঙালি, ব্রাহ্মণ, ৫'-৪", শিক্ষিতা, ২৭+, পাত্রীর জন্য ঢাকা বা ফরিদপুরের লম্বা, শিক্ষিত, ৩২ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে অসম বা উত্তরবঙ্গের বাঙালি রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, দাবিহীন পাত্র চাই। ম্যাট্রিমনি বা ঘটকদের যোগাযোগ অবাঞ্ছিত। মোবাইল : 9954440850. (C/117203)

■ সাহা, 28/5'-2", B.Tech., বেঃ সঃ (Kol.) চাকরিরতা পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র চাই। (M) 8536082488. (U/D)

■ কর্মকার পাত্রী, 26/5'-3", (Eng. Hons.), M.A. পাঠরতা, উজ্জ্বলবর্ণা। উপযুক্ত চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। উঃ বঃ নিবাসী। 9002433906, 9933872420. (S/N)

■ নমশূদ্র, 20+/5', শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, 2nd সেমিস্টার (B.A.), পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-7 P.M., (M) 9641796810. (C/116991)

■ কায়স্থ, 31/5', M.A., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8101402365. (C/117213)

■ ব্রাহ্মণ, ফর্সা, সুশ্রী, 29/5', M.Tech. (FT) এবং Comp. Sc. Dip., বর্তমানে Pvt. Institute-এ Computer ও Spoken English Teacher. এইরূপ পাত্রীর জন্য নেশাহীন, প্রতিষ্ঠিত (Govt./MNC), ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (M) 8787489778, 9436042118, সরাসরি। (C/117221)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/116080)

■ ব্রাহ্মণ, শিলিগুড়ি, সুন্দরী, 50, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক সঃ চাকরি/ভালো ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 9064788254. (C/116985)

পাত্রী চাই

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, 31/5'-3", কায়স্থ, ICSE B.Tech., MNC-তে কর্মরত। একমাত্র সন্তান, পিতা রিটায়ার্ড (কেঃ সঃ)। সুশ্রী, কর্মরতা, অনূর্ধ্ব 29, যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 7866979937. (C/116641)

■ পাত্র হাইস্কুল শিক্ষক, SSC PG, Eng. (2012), 37+/5'-7", সরকারি চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি শহর অগ্রগণ্য। যোগাযোগ-7699936016. (C/116646)

■ কায়স্থ, 30+/5'-7", M.Sc., MNC IT পুনেতে কর্মরত। শিলিগুড়ি নিজস্ব বাড়ি। পাত্রের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 7001185440. (C/113531)

■ ব্রাহ্মণ, 39+/5'-7", WBCS Officer (Revenue) পাত্রের জন্য 30-32 বছরের মধ্যে রুচিশীল, সুন্দরী পাত্রী চাই, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9733095190. (C/117229)

■ কায়স্থ, দাস, 33/5'-4", B.Com., প্রাইভেট চাকরিজীবী, নকশালবাড়ি নিবাসী, একমাত্র পুত্র। পাত্রের জন্য 28 বছরের মধ্যে ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9933342664. (C/116854)

■ সাহা, ৩২/৫'-৮", বিহার গভঃ হাইস্কুল শিক্ষক (Purnia posted), উত্তরবঙ্গ নিবাসী, একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, শিক্ষিত, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রী কাম্য। Mob : 7679938085. (C/117227)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ পরিবার, একমাত্র পুত্র, বয়স-34, প্রাইভেট ফার্মে কর্মরত। মধ্যবিত্ত পরিবার-এর গৃহকর্ম জানা, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী চাই, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Ph : 9434700938. (C/116857)

■ গুহ, 31, M.A., B.Ed., 5'-7", রাজ্য সরকারি চুক্তিভিত্তিক কর্মী, সুদর্শন, একমাত্র পুত্রের ন্যূনতম স্নাতক, সুশ্রী (25-29) পাত্রী চাই। (M) 9635611782 (বিকেল 4-9)। (S/C)

■ 33/5'-6", কায়স্থ, MBA, HDFC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন সুপাত্রী কাম্য। মো পেনশনভোগী। 8597519854. (B/S)

■ ব্রাহ্মণ, ৩২/৫'-১০", কলিকাতা নিবাসী, পঃ বঃ সরকার Gr-A (গেজেটেড) অফিসার, বর্তমান পোস্টিং মেখলিগঞ্জ (কোচবিহার), ২৮ অনূর্ধ্ব, সুন্দরী, ফর্সা, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য (কর্মরতা চলিবে না)। (M) 8617298115.

■ কুলীন কায়স্থ, মিত্র, 33+, B.Com., 5'-8", ব্যবসায়ী, মালবাজার নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। WhatsApp No.-এ ছবি সহ যোগাযোগ কাম্য। WhatsApp No. 9749056661. (C/116852)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, সাবর্ণ, একমাত্র পুত্র, 37/5'-9", পিএইচডি (এগ্রোনমি), নিজস্ব চা বাগিচায় ব্যবসারত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, 28 থেকে 30 বছরের মধ্যে পাত্রী চাই। 7908359322, 8777877546, যোগাযোগের সময় : বিকেল 5টা থেকে রাত 10টা। (C/116852)

■ সাহা, শিলিগুড়ি, ৩১/৫'-৯", শিক্ষিত, বেসরকারি চাকরিরত পাত্রের জন্য ফর্সা সুপাত্রী চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। মোবাইল : 6296355104. (C/116852)

■ পাত্র বয়স ২৫, উচ্চতা ৫'-8", B.A. পাশ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজ বাড়ি (ত্রিতল), একমাত্র পুত্র। সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। (M) 8944882488. (S/N)

■ ব্রাহ্মণ, সুদর্শন, ৩১+/৫'-১১", এমএ (1st class), বিএড, ইংলিশ-মিডিঃ স্কুলে শিক্ষক এবং বাড়িতে কোচিং স্কুল আছে, দাবিহীন, একমাত্র পুত্রের জন্য ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। 7908045408. (C/116643)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/116853)

■ কায়স্থ, 32/5'-7", উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। 8653532785. (C/116853)

■ Gen., 33/5'-7", M.Sc., FCI অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিত, ভদ্র পাত্রী কাম্য। 9635575795. (C/116853)

■ জন্ম ১৯৯২, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া)। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/116853)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, M.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরত। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116853)

■ বাঙালি, নিঃসন্তান, বিপত্নীক, জন্ম ১৯৮২, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। আলোচনাসাপেক্ষে সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/116853)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৫, স্টেট গভঃ চাকরিরত। পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/116853)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 31/5'-8", M.Tech., ভারতীয় রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, দাবিহীন পাত্রের যোগ্য পাত্রী চাই। 8653224276. (C/116853)

■ 31/5'-8", Ph.D., Govt. College-এর Assistant Professor পাত্রের জন্য ভদ্র ফ্যামিলির শিক্ষিত পাত্রী চাই। 8653243203. (C/116853)

■ SC, 32/5'-8", B.Tech., Central Govt.-এ কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 9593704442. (C/116853)

■ পাত্র জলপাইগুড়ি, কায়স্থ, ৩০, MBBS, সঃ ডাক্তার, MO, প্রকৃত সুন্দরী/সুচাকুরে/ডাক্তার পাত্রী চাই। (M) 9083527580. (C/116647)

■ পাত্র (জন্ম 29.07.1990), 5'-7.5", ব্রাহ্মণ, সুদর্শন, মাইক্রোবায়োলজি (H), জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার (M.Sc.), (IT trained), IT-তে কর্মরত (work from home), শিলিগুড়ি নিবাসী, বাড়ি, গাড়ি সহ সচ্ছল পরিবারের একমাত্র পুত্র। দাবিহীন, মাঙ্গলিক পাত্রের জন্য সুশ্রী, ফর্সা পাত্রী কাম্য। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বৈদ্য বা কায়স্থ চলিবে। Phone : 8535874459. (C/117231)

■ কায়স্থ, 32/5'-7", একমাত্র পুত্র, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, ফর্সা পাত্রী কাম্য। (M) 9064806223. (C/117011)

■ পাত্র 32/5'-9", M.A., শিলিগুড়ি, বেসরকারি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে উচ্চপদে কর্মরত, দাবিহীন, গরিব পরিবারের সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9434330236. (C/116856)

■Gen., 28/5'-9", W.B.Govt. Officer, পিতা Rtd. সরকারি কর্মী। শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া (22-25) পাত্রী কাম্য। (M) 9474028408. (C/116856)

■ 37, ডিভোর্স, 5'-7", রাজ্য সরকারি গ্রুপ-সি পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9641139653. (C/117225)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/116853)

■ কায়স্থ, ৩০+/৫'-৭", বিটেক, স্বাস্থ্য দপ্তরে SAE (কনট্রাকচুয়াল) চাকুরে। সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6296869955, 9002204533. (C/116853)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, সরকারি চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116853)

■ শিলিগুড়ি, ব্রাহ্মণ, একমাত্র পুত্র, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, B.Com., 40+/5'-7", পাত্রের জন্য ঘরোয়া, ফর্সা, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 8617837871. (C/117202)

■ গ্র্যাজুয়েট, ৩২+/৫'-৩", ব্যবসায়ী, নেশাহীন পাত্রের জন্য প্রকৃত ঘরোয়া, সংসারী, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ পাত্রী চাই। 7407576864, 8 P.M. (C/117206)

■ পাত্র কায়স্থ ঘোষ, 31+/5'-11", ফর্সা, ইংরেজি-মাধ্যমে B.Tech., MBA পাশ, হায়দ্রাবাদে কর্মরত, বাড়ি হইতে ডিউটি, স্ববর্ণ, ফর্সা, সুন্দরী, বয়স অনূর্ধ্ব ২৬, পাত্রী কাম্য। (M) 9679489540. (M/M)

পাত্রী চাই

■ Wanted a beautiful Bengali sunni religious well educated and cultured Muslim bride from a reputed family for a well established self employed smart young 28 yrs., 5 ft. 8 inch., B.Sc.(H), B.Ed., MBA, only son of a +2 retired Head Master. Contact No. 9635733702. (C/117204)

■ দক্ষিণ দিনাজপুর নিবাসী, 32/5'-6", Ph.D., কলেজের অধ্যাপক, Govt., একমাত্র সন্তান। এইরূপ পাত্রের জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্রী চাই। (M) 7501607175. (C/117205)

■ ব্রাহ্মণ, ৩১, উঃ মাঃ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ/কুলীন কায়স্থ/বৈদ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9832052447. (A/K)

■ ব্রাহ্মণ, 49+, সরকারি স্কুল শিক্ষক। মালদা ও কলকাতায় বাড়ি। পিতা-মাতা বিগত। 34 মধ্যে সুন্দরী পাত্রী চাই। দরিদ্র কিন্তু ভালো ঘরের মেয়ে অগ্রগণ্য। (M) 8337838014. (C/117209)

■ কায়স্থ, 30/5'-6", শিলিগুড়িতে সানফার্মা কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, ২৫ মধ্যে পাত্রী চাই। (M) 9091052603. (C/117008)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স-31, উচ্চতা-6 ফুট, ব্যবসায়ী, মাহিষ্য, জাতিবন্ধন নেই। নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পিতা রিটায়ার্ড ব্যাংক অফিসার। মোবাইল-8759528813. (C/117233)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, ডিভোর্সি, ৩৬, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, গভঃ ব্যাংক-এ উচ্চপদে কর্মরত। পিতা মৃত, মা পেনশনার। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 8597728234. (C/116853)

■ পাত্র কায়স্থ, জন্ম-1994/5'-5", কোচবিহার নিবাসী, শিক্ষাগত যোগ্যতা-BCA, Software Tester, US কোম্পানিতে কর্মরত (Work from home), একমাত্র সন্তান, নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি আছে। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। M.No. 8617656298 (ঘটক নিষ্প্রয়োজন)। (C/115985)

■ কায়স্থ, 34/5'-6", আলিপুরদুয়ার নিবাসী, প্রাইভেট কোম্পানিতে উচ্চপদস্থ কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 9064681249. (C/117009)

■ কায়স্থ, 32/5'-5", B.A.Pass, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা, স্ববর্ণ পাত্রী চাই। (M) 9434825694.

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বারুজীবী, M.A., B.Ed., 33+/5'-7", পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9679269053. (U/D)

■ পাল, আলিম্মান, 33+/5'-5", H.S., ইলেক্ট্রিক্যাল সেলস অ্যান্ড সার্ভিস, মালবাজার, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9641288775. (B/B)

■ পাত্র B.Com.(H), 42/5'-6", কোচবিহারে দ্বিতল বাড়ি, ভাড়া হতে আয়, মা পেনশনার, 25-41'এর মধ্যে অবিবাহিত/ডিভোর্সি পাত্রী চাই। Ph./WtsApp : 8961245381. (C/117214)

■ পঃ বঃ বৈশ্য সাহা, MBA, 37/5'-9", মকর, গঃ নর, কর্মরত, একমাত্র সন্তান, পাত্রী চাই শিক্ষিত, সুন্দরী, 28-32, দেবারি, মাঙ্গলিক বাদে, দাবিহীন পাত্রীপক্ষ ছাড়া ফোন করবেন না। (M) 8436141003. (M/115410)

■পাত্রপ্রাঃ টিচার/৩৬, ৫'-৬'' একমাত্র পুত্র নেশাহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী ভদ্র পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ M : 8932047832/8918436307.

পাত্রী চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 37/5'-9", রাজ্য সরকারের গ্রুপ-B কর্মী। শিক্ষিতা (মাস্টার্স/B.Sc.), কমপক্ষে 5'-3", সুন্দরী, স্লিম, শান্তস্বভাবের, অনূর্ধ্ব 33, জলপাইগুড়ি নিবাসী/জলপাইগুড়ি সংলগ্ন, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। ঘটক বাদে। ফোন : 7583976634 (2 P.M. - 5 P.M. বাদে)। (C/117217)

■ ৩৫, গভঃ কর্মরত, দাবিহীন সুপাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9903319516. (K)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, মকর রাশি, নরগণ, ৩৩ বছর, ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, সুশ্রী, ঘরোয়া, ২৬-৩০ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। উত্তর দিনাজপুর/দক্ষিণ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। যোগাযোগ-৯৬০৯৭৮৭৫১০. (K)

■ ৪০, সেন্ট্রাল গভঃ কর্মরত, দাবিহীন সুপাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 8420340516. (K)

■ ঘোষ, COB, 34+/5'-11", সঃ স্কুলের শিক্ষক (আপার প্রাইমারি), নিজস্ব দোকান, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিতা/B.Ed. (কর্মরতা অগ্রগণ্য)। সুশ্রী, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। 8016327466. (C/117220)

■ Gen., 32/5'-8", M.Tech., Income Tax Officer পদে কর্মরত পাত্রের জন্য নেশাহীন, ভদ্র পরিবারের পাত্রী কাম্য। 9734488572. (C/116853)

■ ডিভোর্সি, কায়স্থ, 50, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একাধিক সম্পত্তি মালিকানা পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 7003763286. (C/116853)

■ 32+/5'-2", LDA Train, ব্যবসা, শহরে পাকা বাড়ি, আয় ৩০/৩৫ হাজার টাকা মাসিক। উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। (M) 9593640030. (C/116853)

■ সরকারি ব্যাংকের অফিসার, বয়স 37+, উচ্চতা 5'-7", ডিভোর্সি, নিঃসন্তান পাত্রের জন্য 28-32, 5'-2"- 5'4", জেনারেল কাস্ট, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। মোঃ 7001910501. (K)

■ সাহা, সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিজ নিবাস, অধিকারী পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া, সুশ্রী, স্নাতক পাশ পাত্রী চাই। (M) 8918872992. (C/117224)

■ পাত্র ঘোষ, উচ্চতা ৫'-৭"/৩৮ বছর, M.A., BP.Ed., ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে চাকরিরত, পাত্রী চাই, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 8900092836. (C/117237)

■ নাথ (যোগী), 30/5'-7", কোচবিহার নিবাসী, ডাক্তার, MS (Obstetrics & Gynecology) পাত্রের জন্য MBBS/MD/MS/DNB অবিবাহিতা, নম্র ও ভদ্র বাঙালি পাত্রী চাই। WhatsApp No. 9800460953.

■ কুলীন ঘোষ, APD, 30/5'-6", মাধ্যমিক পাশ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 9932920861. (U/D)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৭", B.Com., বেসরকারি চাকরি, দাবিহীন। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। বিবাহ প্রতিষ্ঠান, ঘটক নহে। 9475394644. (C/116762)

■ কায়স্থ দাস, দেবারি, 31/5'-4", B.Sc., Agri., আলিপুরদুয়ার নিবাসী, শিলচরে IFFCO-তে অফিসার পদে কর্মরত, উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9434631836. (C/113525)

■ কায়স্থ, 41/5'-5", উঃ মাধ্যমিক, নিজস্ব ফ্ল্যাট (আলিপুরদুয়ার), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 7001951793. (C/117006)

■ মালদা নিবাসী, মাহিষ্য, বয়স-৩০, উচ্চতা ৫'-৭", B.Tech. পাশ, KIIT Bhubaneswar থেকে ম্যাকাভস বার্ন-এ চাকরি, এখন Posting মালদাতেই, ২৯-এর মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী, শিক্ষিত পরিবারের পাত্রী চাই। মোঃ নং-6295400821, 6289798996. (C/116998)

■ কোচবিহার নিবাসী, চাকরিজীবী, ইস্যুলেস ডিভোর্সি, 44+/5'-4", B.A. পাশ, পাত্রের জন্য উপযুক্ত, স্লিম ফিগার পাত্রী কাম্য। (M) 9933992593, 8016671233. (C/115984)

■ সাহা, 37/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 32, পাত্রী কাম্য। শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/116498)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 699/-. Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116837)

ঘটক চাই

■ বিশ্বস্ত ঘটক চাই। মোবাইল : 9749090931. (C/117211)

চাকরির প্রশিক্ষণে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা পবন

মন ভালো করা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৮ জুন : প্রত্যন্ত এলাকার ছেলেমেয়েদের শারীরিক সক্ষমতার প্রশিক্ষণ দিয়ে সেনা, পুলিশের চাকরির যোগ্য করে তোলাই তাঁর জীবনের ব্রত। এভাবে কবে যে তিনি গ্রামের কয়েকশো একলব্যর দ্রোণাচার্য হয়ে উঠেছেন, তা নিজেও জানেন না বছর পঁয়ত্রিশের পবন লামা। প্রশিক্ষণের জন্য কেউ কিছু পারিশ্রমিক দিতে পারলে ভালো। না দিলেও পরোয়া নেই। নাগরাকাটার আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকারিপাড়ার বাসিন্দা ওই তরুণের কথায়, 'আমার স্বপ্ন, এলাকার প্রতি বাড়ি থেকে একজন করে জওয়ান তৈরি করা। এখনও বহু কাজ বাকি আছে। শুধু শারীরিক সক্ষমতার প্রশিক্ষণের কাজেই থেমে থাকতে চাই না। লিখিত পরীক্ষার উপযুক্ত করে তোলার জন্য একটি অ্যাকাডেমি গড়ারও ইচ্ছে রয়েছে।' পবনের কর্মকাণ্ডের কথা জানে প্রশাসনও। নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার বলেন, 'সমাজসেবামূলক যে কোনও কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় ও। ডাকলেই নিজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে হাজির হয়ে যায়।'

পবন নিজে ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট। ঝুলিতে রয়েছে একাধিক পুরস্কার। শারীরিকভাবে নিজেকে কীভাবে ফিট করে তুলতে হয়, সেটা বেশ ভালোই জানেন তিনি। সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ১০ বছর আগে শুরু করেছিলেন এলাকার তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। সেই প্রশিক্ষণ নিয়ে এ পর্যন্ত সেনা, বিএসএফ, সিআরপিএফ, আইটিবিপি মিলিয়ে ৫০-এরও বেশি তরুণের কর্মসংস্থান হয়েছে। আসাম রাইফেলস-এ নিয়োগের ফিজিকাল ফিটনেসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৮ জন। এভাবেই এলাকার শিক্ষিত কিংবা স্বল্পশিক্ষিত বেকারদের কাছে পবন এখন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা।

জওয়ান গড়াই লক্ষ্য

তরুণদের শারীরিক সক্ষমতার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন পবন। নাগরাকাটায়।

প্রতিদিন ভোর সাড়ে ৫টা থেকে শুরু হয়ে যায় তাঁর প্রশিক্ষণ। চলে ৭টা পর্যন্ত। সকালটা অবশ্য বরাদ্দ শিশুদের জন্য। খুদেদের নিয়ে চলে শারীরিক কসরত। এরপর দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলে সামরিক বা আধাসামরিক বাহিনীর ফিজিকাল টেস্টে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কঠোর প্রশিক্ষণ। নদীর চর আবার কখনও গ্রামের একচিলতে মাঠে চলে ওয়ার্মআপ, কদম তাল, সাইড জাম্প ইত্যাদি। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদিন প্রথমে ১৬০০ মিটার ও পরে ৫০০০ মিটার দৌড় মাস্ট। হাঁফ ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লে রেহাই নেই। উত্তর ধোন্দাসিমলার সুরজিৎ সিং, মেচপাড়ার কমল রায়, ধূমপাড়ার সঞ্জয় ছেত্রী, মাঝিয়ালি বস্তির দেব ছেত্রীর মতো তরুণরা এখন আধাসামরিক বাহিনী কিংবা সেনায় কর্মরত। পবন বলেন, 'কর্মরত ছাত্রছাত্রীরা যখন ছুটিতে বাড়িতে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে, স্যর আপনার জন্যই আজ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি, তখন মনে হয় জীবন সার্থক হয়ে গেল। এলাকার সবাই যাতে এভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এই স্বপ্নই আমাকে তাড়া করে বেড়ায়।' পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ কিংবা মাদকবিরোধী প্রচারে শামিল হন পবন। সচেতনতা কর্মসূচিতেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তিনি।

গুটি বিক্রি করে লাভের মুখ দেখছেন চাষিরা

মুগার ডিমে স্বনির্ভর রাজ্য

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৮ জুন : মুগা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ডিম উৎপাদনে পাঁচ-ছয় বছর আগে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক ধরনের রোগ। সেই অসুবিধাকে অতিক্রম করে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে ডিম উৎপাদন করছে রাজ্য রেশম শিল্প দপ্তর। কালিম্পং, শিলিগুড়ির মাটিগাড়া, কোচবিহারের খাগড়াবাড়ির ডিম উৎপাদনকেন্দ্রগুলি থেকে উৎপাদিত ডিম সরবরাহ করা হচ্ছে কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে। পাঠানো হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর ডঃ অরূপকৃষ্ণ ঠাকুরের গলায় উচ্ছ্বাসের সুর। তিনি বললেন, 'ভালো ডিম উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি অন্য রাজ্যকে আমরা ডিম সরবরাহ করতে পারছি, এটা আমাদের একটা বড় সাফল্য। অন্যদিকে, ভালো ডিম পেয়ে মুগাচাষিরা নতুন করে চাষে উৎসাহ পাচ্ছেন।' তিনি জানালেন, সরকারিভাবে চাষিদের সমস্ত সহায়তা করা হচ্ছে। গাছ ঢাকার জন্য নেট, পোকাগুলো রাখার জন্য চালুনি, গাছের গোড়ায় দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ইত্যাদি স্কিমের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে সচেতনতা শিবিরের আয়োজনও করা হয়। যেসব চাষিরা ভালো কোয়ালিটির ডিম কিংবা সরকারি সাহায্য না পেয়ে চাষ ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে বলে জানালেন অরূপকৃষ্ণ।

সরকারিভাবে ডিম পেয়ে সেটা থেকে গুটি তৈরি করছেন মুগাচাষিরা। নিজেদের বাড়ির জমিতে তৈরি করা সেই মুগার গুটি নিয়ে এসে কোচবিহার রেশম শিল্প দপ্তরে বিক্রি করছিলেন কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা। সেখানে ওপেন অকশনে অসম থেকে এসে গুটি কিনে নিয়ে গিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

মুগা চাষে ব্যস্ত চাষিরা। কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে।

সাফল্যের কথা

- বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে ডিম উৎপাদন করছে রাজ্য রেশম শিল্প দপ্তর
- কালিম্পং, শিলিগুড়ির মাটিগাড়া, কোচবিহারের খাগড়াবাড়ির ডিম উৎপাদনকেন্দ্রগুলিতে সেই ডিম উৎপন্ন হচ্ছে
- উৎপাদিত ডিম সরবরাহ করা হচ্ছে কোচবিহার, জলপাইগুড়ির পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও

এই নিয়ে পরপর তিনবার গুটি বিক্রি করে ভালো দাম পেয়েছেন, জানালেন শীতলকুচি ব্লকের ধরণী বর্মন। কোচবিহার সেরিকালচার অফিস থেকে ৮০০ টাকায় ১০০টা ডিম পেয়েছিলেন তিনি। মাত্র ২৫ দিনের মাথায় সেই ডিমগুলো থেকে চার হাজার গুটি পেয়েছেন তিনি। একেকটি গুটি পাঁচ টাকায় বিক্রি করে কুড়ি হাজার টাকা পেয়েছেন। ছোট শালবাড়ির রমানাথ বর্মন পেয়েছেন ২২ হাজার টাকা। রাজ্য রেশম শিল্প দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনস্পেকটর মৃণালকান্তি ঘোষ জানালেন, এই নিয়ে তিনবার মুগার ডিমের উৎপাদন ভালো হয়েছে। ফলে চাষিরাও উৎসাহ পাচ্ছেন। একেকজন চাষি নিজের বাড়িতে সাড়ে তিন থেকে চার হাজার করে গুটি করেছেন। গুটিপ্রতি পাঁচ থেকে ছয় টাকা করে পাওয়ায় লাভও বেশ ভালোই হচ্ছে। এইসব মুগা চাষিকে যে কোনও কারিগরি সহায়তা দিতে দপ্তর প্রস্তুত বলে জানালেন অরূপকৃষ্ণ। একসময় কোচবিহারে মুগা চাষের যে সুনাম ছিল, সেটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

দুরন্ত শৈশব।। *শনিবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের ক্যামেরায়।*

বাম বিক্ষোভ

ইসলামপুর, ২৮ জুন : আইন কলেজের পড়ুয়াকে গণধর্ষণ, কালীগঞ্জে বোমার আঘাতে ছাত্রীর মৃত্যুর প্রতিবাদে শনিবার ইসলামপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে সিপিএম। মিছিলটি শহর পরিক্রমা করে। পরে থানার সামনে দলের নেতা-কর্মীরা জড়ো হন। থানার গেটে মিছিলটি আটকে দেওয়া হয়। আন্দোলনকারীরা থানায় ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের ধস্তাধস্তি হয়। দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সদস্য বিকাশ দাস বলেন, 'রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা লাটে উঠেছে। আগামীতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

বাড়িতে আগুন

ইসলামপুর, ২৮ জুন : শনিবার ভোরে ইসলামপুরের রামগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের খোঁচাবাড়িতে আগুন লেগে দুটি বাড়ি ছাই হয়েছে। আগুনে মারা যায় একাধিক গবাদিপশু। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ও ইসলামপুর দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

স্থলবন্দরে বসছে ক্যামেরা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৮ জুন : চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে এবং ব্যবসায়িক সুবিধার্থে রাজ্য সরকারের সুবিধা পোর্টালের তরফে বসানো হবে ক্যামেরা, বুম ব্যারিয়ার সহ কম্পিউটার এবং নানান আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র।

এসব বিষয় খতিয়ে দেখতে শনিবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শন করে মাথাভাঙ্গার এএসপি সন্দীপ গড়াইয়ের নেতৃত্বে মেখলিগঞ্জ পুলিশ বাহিনী। পরিদর্শনকারী দলে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা, ওসি মেখলিগঞ্জ মণিভূষণ সরকার, সুবিধা পোর্টালের ওসি ডি ছেত্রী সহ বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার লোকেরাও ছিলেন। বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন শেষে তাঁরা পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে সুবিধা পোর্টাল দপ্তরে বসে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন।

বৈঠকের পরে মাথাভাঙ্গার এএসপি সন্দীপ গড়াই বলেন, 'স্থলবন্দরের বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তার সুবিধার্থে ক্যামেরা বসানো হবে। কিছু কিছু অটোমেশন হবে, বুম ব্যারিয়ার বসবে। বিভিন্ন জায়গায় কম্পিউটার বসানো হবে। এই কাজের বরাত পেয়েছে ওয়েবল। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

স্বপ্নের পোলোগংকা ছুঁতে চান সুস্মিতারা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৮ জুন : এ যেন এক নয়া জোট। জোট পাহাড়ে ওঠার। শৃঙ্গ জয়ের স্বপ্নকে ছোঁয়ার। তাই দিন যত কাছাকাছি চলে আসছে, ততই ওঁরা উত্তেজিত, কিছুটা আবেগতাড়িত। ১ জুলাই একসঙ্গে ১২ জন পর্বতোরোহী নতুন অভিযানে বের হচ্ছেন। সকলের নজরেই পোলোগংকা শৃঙ্গ (৬,৩৯০ মিটার) জয়। যদিও কাজটা অত্যন্ত কঠিন। কেননা, একেই উচ্চতাজনিত সমস্যা, তার মধ্যে অত্যন্ত ঠান্ডা হাওয়া। চোখের সামনে পাহাড় থেকে হুড়মুড়িয়ে পাথর গড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাটাও থাকে। তবে অতীতে উত্তরবঙ্গে পর্বতোরোহীদের এমন জোট হয়নি, তাই নয়া ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে চেনা গণ্ডির বাইরে বের হতে চাইছেন পিয়ালি বিশ্বাস, আমূল ঠাকুররা।

আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি, দার্জিলিং পাহাড় থেকে জলপাইগুড়ি, উত্তরবঙ্গের অনেক পর্বতরোহী নিজস্ব উদ্যোগে শৃঙ্গ জয়ের লক্ষ্যে বাড়ি থেকে বের হন এবং স্বপ্ন সফল করে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু এবার উত্তরের ছয়টি অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব পোলোগংকা শৃঙ্গ জয়ের লক্ষ্যে জোট বেঁধেছে। যা উত্তরবঙ্গ তো বটেই, রাজ্যের কোথাও অতীতে হয়নি। 'টিম নর্থবেঙ্গল'-কে নেতৃত্ব দেবেন ভাস্কর দাস। বাকিরা হলেন জয়ন্ত সরকার, সুজয় বণিক, ত্রিদিব সরকার, ডঃ স্বরূপ খান, হীরক ব্রহ্ম, নবনিশ দত্ত, সায়ন ঘোষ, পার্থপ্রতিম দে, সুস্মিতা সরকার, পিয়ালি ও আমূল। ১ জুলাই শিলিগুড়ি থেকে রওনা দিয়ে দিল্লি হয়ে তাঁরা পৌঁছাবেন মানালি। সেখান থেকে দরচা ও লাদাখের সোকার লেক হয়ে দলটি বেস ক্যাম্পে পৌঁছানোর কথা ৭ জুলাই। ১২ জুলাই হতে পারে স্বপ্ন ছোঁয়ার দিন। ওইদিনই তাঁদের পোলোগংকা শৃঙ্গে পা রাখার কথা। দিনটি ১৩ জুলাইও হতে পারে। দলটি শিলিগুড়ি ফিরে আসার কথা ১৯ জুলাই। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের অগাস্টে লাদাখের পোলোগংকাতে প্রথম পা রেখেছিলেন মাইক রাত্তি, রিচার্ড ল', ট্রেভর উইলিস এবং নারিন্দার চাকুলা। তাঁরাও দলবেঁধে গিয়েছিলেন। একই পথে পা বাড়াচ্ছেন উত্তরের পর্বতোরোহীরা।

লাদাখের পোলোগংকা শৃঙ্গ।

কিন্তু কেন জোট বাঁধা? দলনেতা ভাস্করের বক্তব্য, 'আর্থিক অসংগতি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত অভিযানের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দল গঠনের ফলে খরচের ক্ষেত্রে কারও ওপরই আর্থিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে না। ক্লাবগুলি সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।' ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন থেকে অনুমতি পাওয়া গিয়েছে বলেও জানান তিনি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা অপূর্ব লোধ - কে 08.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80L 39778 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই জয় কেবলমাত্র আমার আর্থিক জীবনকেই বদলে দেয়নি, এটি আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে কখনও কখনও একটি সাধারণ টিকিট কেনার মতো পদক্ষেপও বড় কিছুর দরজা খুলে দিতে পারে। আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বাংলাদেশে ফেরত দুই

হিলি, ২৮ জুন : অনুপ্রবেশকারী দুজনকে বাংলাদেশে ফেরাল বিএসএফ। শুক্রবার সকালে হিলির ভারত-বাংলাদেশে সীমান্ত দিয়ে ওই দুজন ভারতে অনুপ্রবেশ করার সময় বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে যায়। বিকেলে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর ওই দুই বাংলাদেশিকে বিজিবি'র হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে অন্যতম ৩৮ বছরের এমএম আলামিন ঢাকার সাবার এলাকার বাসিন্দা। দ্বিতীয় জন ২৫ বছরের মহম্মদ সুমন দিনাজপুরের রংপুর থানায় মিশন রোডের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, ১৫ বছর ধরে ওই এলাকায় বসবাস করছিল মণির।

প্রায় প্রতিদিনই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছে বাংলাদেশিরা। তবে বিএসএফের তৎপরতায় তারা ধরাও পড়ে যাচ্ছে।

এন্ডোস্কপিক সাজারিতে জোর

শিলিগুড়ি, ২৮ জুন : মহিলাদের পেট কাটার উপর নয়, দেশজুড়ে এন্ডোস্কপি অস্ত্রোপচারের ওপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের এন্ডোস্কপি অস্ত্রোপচারে পারদর্শী হয়ে উঠতে হবে। শনিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে কর্মশালায় এসে ফেডারেশন অফ গাইনিকলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার আহ্বায়ক ডাঃ পৌলোমী বর্মা এই কথা জানিয়েছেন। এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের কর্মশালার অঙ্গ হিসাবে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিদের (পিজিটি) উপস্থিতিতে একাধিক এন্ডোস্কপিক সাজারি করা হয়। এই সাজারিগুলি কর্মশালায় সরাসরি দেখানো হয়। সেখানেই ডাঃ পৌলোমী বলেন, 'আমরা এন্ডোস্কপিক সাজারি করার ক্ষেত্রে পিজিটিদের ওপরেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। আগামীতে মহিলাদের গাইনিকলজির সমস্যায় যাতে পেট না কেটে ফুটো করেই অপারেশন করা যায় সেটাই লক্ষ্য।'

India Post भारतीय डाक
DEPARTMENT OF POSTS, INDIA
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POST OFFICES
JALPAIGURI DIVISION, JALPAIGURI-735101

Walk-in-Interview for Engagement of Direct Agents

Applications on plain paper with full bio-data along with testimonials are invited from Unemployed/Self-employed youth, Ex life advisors/Ex-agents of any insurance company, Ex-Servicemen, Anganwadi workers, Mahila Mandal workers, Retired school teachers, SHGs, Gram Pradhan, Members of Gram Panchayet and any other person as considered suitable by Head of Postal Division for the engagement of Direct Agent for procurement of PLI/RPLI(Postal Life Insurance/Rural Postal Life Insurance)business through "Walk-in-interview" which will be held on 03/07/2025 (Thursday) at 11.00 hrs in the Office of the Superintendent of Post offices, Jalpaiguri Division, Jalpaiguri-735101 and on 04/07/2025 (Friday) at 11.00 hrs in the Office of the Postmaster, Mal HO, Mal-735221.

Eligibility for Engagement as Direct Agents

1. **Age:-** The minimum age of applicant shall be 18 years on the date of "Walk-in-Interview" and there is no upper age limit.
2. **Educational Qualification:-** The applicant must have passed 10th standard or equivalent examination conducted by a Board recognized by central/state Government.
3. **Interview:-** The applicant will have to submit an application on the date of interview. The Walk-in-interview will include question on knowledge of life insurance industry in India, knowledge of Postal Life Insurance/Rural Postal Life Insurance products and knowledge of marketing of insurance products. The selection will be purely based on the performance of applicant in the interview.
4. **Security Deposit:-** A cash security of Rs-5000/- will be required to be furnished by the selected Direct Agent in the form of National Savings Certificate(NSC)/Kisan Vikas Patra(KVP) to be pledged to the President of India as security.
5. **Licentiate Examination:-** The license will be valid for a period of five years from the date of engagement of the Direct Agent, but he/she has to clear the licentiate examination within 3 years of engagement failing which the engagement will stand terminated. However, Divisional Head can terminate his/her engagement at any time in the interest of Department without assigning any reason thereof.
6. **TA/DA:-** No TA/DA shall be admissible to the Direct Agents for procurement of PLI/RPLI business.
7. **Payment of Commission:-** The engagement is purely on commission basis and the selected Direct Agent will be paid commission on the PLI/RPLI business procured by him/her at the rates prescribed by the Department of Posts.

Further details relating to Direct Agents can be downloaded from the official website of the Department: www.indiapost.gov.in

Notification NO.L-I/PLI/RPLI/Direct Agents/2025
Dated at Jalpaiguri, the 12/06/2025

Sd/-
Superintendent of Post Offices
Jalpaiguri Division, Jalpaiguri -735101

বাবা চা শ্রমিক, ছেলে পড়বে আইআইটিতে

বাবা-মায়ের সঙ্গে রহিমপুর চা বাগানের অনুসান মিঞ্জ।

মন ভালো করা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৮ জুন : রহিমপুর চা বাগানের শ্রমিক লিনুস মিঞ্জের ছেলে অনুসান মিঞ্জ আইআইটিতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন। মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের প্রত্যন্ত ওই চা বাগানের নিউ লাইনের বাসিন্দা লিনুসের ছেলের সাফল্যে স্থানীয় বাসিন্দারা উচ্ছ্বসিত। ২ জুন প্রবেশিকা পরীক্ষা জেইই অ্যাডভান্সের ফল প্রকাশিত হয়েছে। জেনারেল র‍্যাংকে ১৯ হাজার নম্বরে থাকলেও তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত তালিকায় অনুসান ১৬৭ নম্বরে রয়েছে। হিমাচলপ্রদেশের মান্ডি আইআইটিতে তিনি পড়বেন। অনুসানের কথায়, 'ভালো চাকরির পাশাপাশি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নতুন কিছু করে দেখাতে চাই। এটা আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন।'

লিনুস বিঘাশ্রমিক হিসেবে প্রতিদিন চা বাগানে কাজ করে ২৫০ টাকা করে পান। বাগানে কাজ না থাকলে দূর গ্রামে দিনমজুরি করেন। তবে তাঁর স্ত্রী ললিতা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। স্বামী-স্ত্রীর উপার্জনে টেনেটুনে সংসার চলে। কিন্তু লিনুসরা আগাগোড়া ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় গুরুত্ব দিয়েছেন। আর্থিক অনটনের মধ্যেও অনুসানকে বিন্নাগুড়ির কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। ছোট ছেলে বিজ্ঞান নিয়ে দ্বাদশ শ্রেণিতে ডিমডিমা ফাতেমা হিন্দি হাইস্কুলে পড়ে। মেয়ে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। শনিবার লিনুস বলেন, 'অনুসান বরাবর পড়াশোনায় মনোযোগী। আইআইটিতে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল। তবে ছেলের স্বপ্ন পূরণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

২০২৪ সালে বিজ্ঞান বিভাগে ৮১ শতাংশ নম্বর নিয়ে অনুসান উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। তবে কলেজে ভর্তি হননি। তাঁর কথায়, 'আমার বরাবরের স্বপ্ন ছিল আইআইটিতে পড়া। এজন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে কলেজে ভর্তি হইনি। বাড়িতে পড়াশোনা করেছিলাম। কোচিং নিইনি, কারণ কোচিং অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। আমাদের পরিবারের অত টাকা খরচের সামর্থ্য নেই। লেখাপড়া শেষ করে একটা ভালো চাকরি পেতে চাই। পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা আনতে চাই।' অনুসান জানান, প্রতি মাসে তাঁকে হস্টেল ফি এবং খাওয়াদাওয়া বাবদ টাকা দিতে হবে। কিন্তু তপশিলি উপজাতি শ্রেণিভুক্ত হওয়ায় কলেজে পড়ার টিউশন ফি দিতে হবে না।

নিউ লাইন ঘেঁষা সিংবীর লাইনের ফারুক হোসেনের বক্তব্য, 'অনুসান পরিশ্রমী ছেলে। বিন্নাগুড়ি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রায় চার কিমি দূরে। প্রতিদিন সাইকেলে চেপে স্কুলে যাতায়াত করত। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা একটি শ্রমিক পরিবারের ছেলের ওই সাফল্য সত্যিই প্রশংসার।'

মাঝরাতে দরজায় টোকা, ওড়িশায় হেনস্তা

এখনও আতঙ্ক কাটেনি আফজালের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৮ জুন : প্রায়ই মাঝরাতে পুলিশ এসে দরজায় টোকা দিত। পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখে নাম লিখে নিয়ে যেত। কখনও বা বাজেভাবে কথাও বলত। ওদের সন্দেহ, আমরা বাংলায় কথা বলি বলে আমরা বাংলাদেশি। এমনটাই শোনালেন সদ্য ওড়িশা থেকে পালিয়ে আসা হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের তালগাছি গ্রামের আফজাল হোসেন। তাঁর চোখেমুখে এখনও আতঙ্কের ছাপ।

এদিকে, আটকের পাঁচদিন হয়ে গেলেও এখনও ছাড়া পাননি বাংলাদেশি সন্দেহে ওড়িশার কটকে আটক মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের ১৯ জন পরিযায়ী শ্রমিক। শুক্রবার অন্য একটি থানায় আটক একজন ছাড়া পেলেও বাকি ১৯ শ্রমিক ছাড়া না পাওয়ায় উদ্বিগ্ন তাঁদের পরিজনরা। এছাড়া ঘটনার জেরে উদ্বেগে ও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সেখানে থাকা হরিশ্চন্দ্রপুরের শতাধিক শ্রমিক। উদ্বিগ্ন তাঁদের পরিজনরাও। যদিও আটক শ্রমিকদের ছাড়াতে সবরকম চেষ্টা চলছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

আফজালের কথায়, 'পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে যাওয়া আমরা কটকে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। গত মঙ্গলবার রাতে পুলিশের একটি দল এসেছিল। সঙ্গে তিনটি গাড়ি। আমাদের ঘরের দরজায় টোকা দিলে দরজা খুলি। আমাদের সমস্ত কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখে নামধাম লিখে নিল। পরের দিন সকালে আমাদের ৬০-৭০ জনকে কিছু কাজ আছে বলে থানায় নিয়ে যায়। ব্যাপারটা আমার গোলমেলে লাগায় আমি আর দেরি করিনি। হাতের কাছে যা কিছু ছিল সব নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিই।'

উদ্বেগে পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা।

আফজাল পরে জানতে পারেন, তাঁর গ্রামেরই ১৯ জনকে সেখানকার মাহাঙ্গা থানায় বাংলাদেশি সন্দেহে আটকে রাখা হয়েছে। আফজাল বলেন, 'সঠিক কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছি বাংলায় কথা বলার কারণে। আর বাইরে না গেলে খাব কী?' আটক ১৯ শ্রমিকের মধ্যে ১৫ জন তালগাছি এলাকার। বাকিরা লাগোয়া মোহনপুর, ভৈরবপুরের। তালগাছির আটক শ্রমিক জিয়াউল হকের বাবা হজরত আলি বলেন, 'সমস্ত নথি দেখানোর পরেও ছেলে ছাড়া পায়নি। আতঙ্কে, উদ্বেগে আমাদের রাতের ঘুম উবে গিয়েছে।'

হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বিডিও তাপসকুমার পালের আশ্বাস, 'প্রশাসন ওঁদের পাশে রয়েছে। শ্রমিকদের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করেছি। প্রশাসনের উচ্চস্তরে সবরকম চেষ্টা চলছে। আশা করছি শীঘ্রই ওই শ্রমিকরা ছাড়া পাবেন।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ইসলামপুর, ২৮ জুন : ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। শনিবার ইসলামপুর থানার রামগঞ্জে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম তেসেরুল হক (৩৫)। তিনি চোপড়া থানার দোলুয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন একটি ছোট চারচাকা গাড়ি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তেসেরুলের বাইকে ধাক্কা মারে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বাড়িতে চুরি

ইসলামপুর, ২৮ জুন : ফাঁকা বাড়িতে চুরির অভিযোগ। শনিবার ভোরে ইসলামপুর শহরের থানা কলোনি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। বাড়ির মালিক কৃষ্ণকমল ঘোষ ঘটনার সময় মেয়ের বাড়িতে ছিলেন। তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন, ঘরের জিনিসপত্র তছনছ, টাকা, গয়না চুরি হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে ধরা পড়েছে বিষয়টি। তদন্ত চলছে।

আজ টিভিতে

দ্য ডিপ্লোম্যাট (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) দুপুর ১.০০ সোনি ম্যাক্স

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ বন্দিনী, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.০০ সূর্য, সন্ধে ৭.০০ ফাইটার-মারব নয় মরবো, রাত ১০.০০ রণক্ষেত্র
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ মিস কল, বিকেল ৩.২৫ অগ্নি, সন্ধে ৭.০০ হিরোগিরি, রাত ১০.১৫ শুধু তোমার জন্য
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ গুরুদক্ষিণা, দুপুর ২.০০ ১০০% লভ, বিকেল ৫.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, রাত ১২.০০ দিওয়ানা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সুদ আসল
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শুভদৃষ্টি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তর্ধান
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি: দুপুর ১২.৩০ আ জেন্টলম্যান, ২.৪৫ মাশান, বিকেল ৪.৩০ লুটকেস, সন্ধে ৬.৪৫ আইশা, রাত ৯.০০ আ ওয়েডনেসডে, ১০.৪৫ বধাই হো
জি সিনেমা এইচডি : বিকেল ৩.২৭ জওয়ান, সন্ধে ৭.০০ পুষ্পা টু : দ্য রুল
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৩ হিরো নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.৪২ কোই মিল গয়া, বিকেল ৪.৫৭ বাগি, সন্ধে ৭.৩০ সনম তেরি কসম, রাত ১০.২৩ ১৯২০ লন্ডন
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪১ ফোবিয়া, দুপুর ১.৩০ বব বিশ্বাস, বিকেল ৩.৫০ মর্দ কো দর্দ নহি হোতা, সন্ধে ৬.১১ হ্যাপি ভাগ জায়েগি, রাত ৯.০০ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, ১১.৪৬ ডন-টু
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৩০ আইস এজ : কলিশন কোর্স, বিকেল ৩.০০ দ্য প্রিডেটর, ৪.৪৫ জাঙ্গল ক্রুজ, রাত ৯.০০ শাং-চি অ্যান্ড দ্য লেজেন্ড দ্য টেন রিংস, ১১.০০ ট্রেন টু বুসান

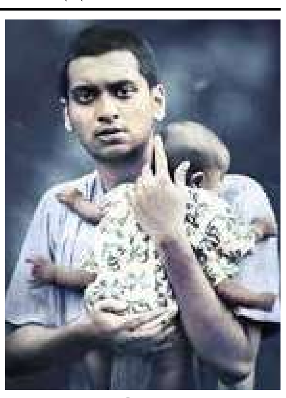

লক্ষ্মীছেলে (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৯.৩০ জি বাংলা সিনেমা

দ্য প্রিডেটর বিকেল ৩.০০ স্টার মুভিজ

আজ **পনির পোলাও** রাঁধবেন সুপ্রতিম রায় এবং শুভশ্রী রায়। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিওয়াই. সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে জুলাই' ২০২৫ মাসের জন্য ইউনিট ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য নিম্নবিবরণ অনুযায়ী ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে :

ডিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জুলাই' ২০২৫	১৫-০৭-২০২৫ ও ৩০-০৭-২০২৫

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জুলাই' ২০২৫	১৫-০৭-২০২৫ ও ৩০-০৭-২০২৫

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জুলাই' ২০২৫	১৫-০৭-২০২৫ ও ৩০-০৭-২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লেভেল ক্রসিংয়ের গেটে পেভার ব্লক দ্বারা অ্যাপ্রোচ রোডের মেরামত

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ২৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এডিইএন/রঙ্গাপরা নর্থ অধিক্ষেত্রের অধীনে লেভেল ক্রসিংয়ের গেটে পেভার ব্লক দ্বারা অ্যাপ্রোচ রোডের মেরামত (মোট=২৩ টি গেট)। টেন্ডার মূল্য: ১,৪৪,২৯,৬১৪.৪২ টাকা; বায়নার ধন: ২,২২,২০০,০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতার উন্নতি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৪; তারিখ: ২৬-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে আলো রাজা সমন্বিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, প্রতিস্থাপন এবং পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতার উন্নতি। টেন্ডার মূল্য: ১,৭০,৮৫,১২০/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৩৫,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টা এবং খোলা হবে ১৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্টাফ কোয়ার্টার, বাউন্ডারি ওয়াল এবং আনুষঙ্গিক কাজগুলির উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : সিওএন/২০২৫/জেইইএনই/০৩; তারিখ : ১৩-০৬-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. : সিই-সিওএন-ডিকে-এমআইএস-২০২৫-০২; কাজের নাম : ডিমাপুর-কোহিমা, নতুন বিজি রেলওয়ে প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত শোখুভিতে কর্মীদের আবাসন, সীমানা প্রাচীর, ড্রেন নির্মাণ, জল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন, মলভূমে যাত্রী চলাচলের এলাকা, প্ল্যাটফর্ম নং-২ উঁচু করা, অ্যাপ্রোচ রোড, স্টাফ কোয়ার্টারের ব্যবস্থা, ইয়ার্ড ড্রেন, বাউন্ডারি ওয়াল, ওভারহেড ট্যাঙ্ক, ধানসিরি-মলভূম সেকশনের মধ্যে সুরক্ষার কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৪২,২৯,৯০,৫১১.৫৮/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২১-০৭-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায় এবং খোলা ২১-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিই/সিওএন/৬, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

RAIGANJ UNIVERSITY
P.O. RAIGANJ, DIST: UTTAR DINAJPUR
WEST BENGAL, PIN: 733134

Ph.D. Admission Notice
SESSION 2025-26

Online applications are invited from eligible candidates for admission in Ph.D. programme for the academic session 2025-26 w.e.f. 01.07.2025 at Raiganj University. For details visit the University website- www.raiganjuniversity.ac.in

COURSES

Botany, Chemistry, Commerce, Computer and Information Science, Education, Economics, Geography, Law, Management, Microbiology, Mathematics, Philosophy, Political Science, Physics, Sericulture, Sanskrit, Sociology, Zoology.

Advt. No. R-091/2025
Date: 19.06.2025

Sd/- Registrar
Raiganj University

SENIOR MARKETING MANAGER (SPACE & MEDIA SALES)

Uttar Banga Sambad, North Bengal's largest circulated newspaper, is seeking a dynamic and results-driven **Senior Marketing Manager (Space & Media Sales)** to join our team.

Based in **Siliguri**, the successful candidate will be responsible for spearheading advertisement generation across both print and digital platforms throughout the entire North Bengal region. This role requires extensive travel to liaise with prospective clients and advertising agencies. You will also lead and mentor a team of marketing executives.

We are looking for a **go-getter**, a **result-oriented** professional, and a **hard taskmaster** who can consistently achieve targets and drive growth.

In return, we offer an **excellent salary** coupled with an attractive **incentive package**.

Interested candidates are invited to email their detailed resume to **jobs.uttarbanga@gmail.com** by **June 30, 2025.**

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
MAA
(Hindi)
*ing: Kajol, Ronit Roy, Indranil Sengupta
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.
AC with Dolby Digital

(A.C) SILIGURI

ভর্তি

■ ২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে B.Ed ও D.El.Ed-এ ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ-Manoranjan Saha Memorial B.Ed College-9932209369. President. (S/C)

পরিষেবা

■ Sulabh Jiwan provides service for Patient Care, Baby Care, Daily Cooking, Old Age care. Contact us on 7602450500. (C/113529)

কিডনি চাই

■ মুমূর্ষু রোগীর জন্য (B+) কিডনিদাতা প্রয়োজন। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি কিডনি দান করতে ইচ্ছুক সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 8101944278. (S/C)

ব্যবসা/বাণিজ্য

আমাদের লিথিয়ামের বিভিন্ন রকমের ব্যাটারির প্রচারণা ও বিক্রয়/সহজ কিস্তিতে টোটো ব্যাটারি, ইনভার্টার, লণ্ঠন এবং স্প্রে পাম্পের ছোট ব্যাটারির জন্য আমাদের স্থানীয় বিক্রয়কর্মী পুরুষ/মহিলা প্রয়োজন যাঁদের নিজস্ব ন্যূনতম ৫০ বর্গফুট আয়তনের ছোট দোকান এবং নিজস্ব দুই চাকার গাড়ি আছে যাঁরা আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদার হতে পারবেন।
Contact-Tanushree
Spotli Branch Manager,
84335-66552

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/- (C/116852)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস, জলপাইগুড়ি

■ স্পিতি ভ্যালি 5/9, কুমায়ুন+লখনউ 28/9, লে-লাদাখ 27/9, রাজস্থান 8/10, হিমাচল+অমৃতসর 8/10, অরুণাচল+কাজিরাঙা 29/9, কেরল 10/10, গুজরাট 17/11, আন্দামান যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

লোন

■পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোন করাই। M: 79086-31473. (C/116853)

ভাড়া

■ কোচবিহারের তুফানগঞ্জ রামহরি মোড়ে রাস্তার পাশে 2000 Sq.ft জায়গা ভাড়া দেওয়া হবে। Ph-9609495738.

Rent

■ 3 BHK Flat, 2nd Flr, for rent. Siliguri. M-99336-43604/99326-24407. (C/113532)

COMMERCIAL SPACE FOR SALE/LEASE

■ 1800 Sq.ft Commercial Space (Ground & 1st Floor) Lucrative Location (Ideal for Showroom) Rabindranagar Main Road (Near- Subhaspally Bazar & Ghoghomali Bazar)at Siliguri, for immediate sale. Call for details: 9046157158.(C/116854)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ার অতুলপ্রসাদ সরণি সংহিতা আবাসনে 2BHK ফ্ল্যাট 3RD ফ্লোর 999 sqft গ্যারাজ সহ বিক্রি। সত্বর যোগাযোগ- (M): 8250040839. (C/116854)

■ 2BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়, 986 sqft 1st ফ্লোর। সামনে গ্যারাজ সহ। অরবিন্দপল্লি শিলিগুড়ি। মূল্য 40 Lakh. M: 9800362528. (C/113530)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮½ রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা ৮½'। (M)9735851677. (C/116851)

বিক্রয়

■ Resort sale/lease at Lataguri, Dooars. 10 AC, 1 N/AC room on 2.5 bigha with driver, staff, manager & reception rooms, dining hall, kitchen, store & covered parking. Also suitable for Old Age Home @3.25Cr. 9830048616.(K)

■ 282 sq.ft. ready to shop for sale. Khudirampally, Wholesale medicine Market. (M) 8116233070.(1 P.M. to 9 P.M.)(C/116856)

■ কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজার সওদাগড় পট্টিতে খতিয়ানভুক্ত দুটি স্টল (পাশাপাশি) বিক্রয় হবে। Mob: 9474148978,9475303674. (C/117234)

■ শিলিগুড়ি ডাবগ্রাম ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে ২ কাঠা জমি টিনের পাকা বাড়ি অতি সত্বর উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি হবে। প্রকৃত গ্রাহকরা যোগোযোগ করুন। 9564012777/7797803334. (C/116856)

■ 2/3BHK Flat like home sale near Medical College, Thiknikata. 8617028681, 9531566168. (C/117228)

OFFICE FOR SALE

■ Budget friendly Furnished/ Non Furnished office(measuring 600 to 650 sqft) for sale available at Hakimpara. Near Bidhan Road & Pakurtala-9239374967/ 9434019233.(C/115855)

আয়া/সেবিকা

■ সবিতা সেবিকা সেন্টার এখানে বাচ্চা ও রোগীর দেখাশোনার আয়া পাওয়া যায়। 8101103758, 9932593057. (C/117226)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি ঝংকার মোড়ে অবস্থিত মেডিসিন দোকানের জন্য প্রকৃত স্থানীয় কর্মঠ স্টাফ চাই। M : 9832385729. (C/116852)

■ ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9,000/-। যোগাযোগ ঃ মিউজিকা, ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/116853)

■ Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 94341-17292. (C/116855)

■ Require experience Loan Sales Executive and loan agent for loan Products. Mobile :- 7001205756. (C/116855)

■ Vacancy for Expert in IT & GST Filing required in Siliguri. Ph. 9433051856. (C/116855)

■ শিলিগুড়িতে এক অসুস্থ বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে দেখাশোনা করার জন্য সবসময় অথবা ১২ ঘণ্টা থাকার জন্য মহিলা চাই। খাওয়া ও থাকা ফ্রি। বেতন : ৬ হাজার টাকা, তবে কথা বলে সামান্য কম-বেশি করা যেতে পারে। (M) 7479143315. (C/116856)

কর্মখালি

Bal Mandir Senior Secondary School

Dinajpur Road, Kishanganj-855107, Affiliation No. 330009, School Code-65012, (An English Medium Co-Ed school affiliated to CBSE, Delhi), REQUIRES : PGTs, TGTs & PRTs, Post : PGT, Subjects : Economics, Accountancy, Business Studies, Biology, Chemisty, Physics, Mathematics, Informatics Practices, Hindi, Physical Education. TGT : - Hindi, English, Science, Social Science, Mathematics, Sanskrit, Information Technology, Physical Activity Trainer. PRT : - English, Mathematics, Social Science, EVS, Science, Computer, Hindi. Others : - Dance, Instrumental Music Teacher, Music, Sports & NCC teachers. * Salary no constraint for deserving candidates. * Free fooding and accommodation facility. * Fluency in English is essential. Applicant must possess qualification and experience as prescribed by CBSE. Interested candidates should forward their resume with necessary testimonials to bal.mandir2010@gmail.com #Note :- Immediate joining for the selected candidates. – Principal (C/113527)

কর্মখালি

■ Required Driver for Personal Car. Near Matigara. 8637376472. (C/116856)

■ হোলসেল দোকানে কাজের জন্য লোক চাই। ঠিকানা- কানকাটা মোড়, ইস্টার্ন বাইপাস, শিলিগুড়ি। Ph : 8101023152. (C/116856)

■ The Paan Palace শিলিগুড়িতে খিলি পানের কাজ জানা এবং Sales & Service-এর জন্য দক্ষ পুরুষ/মহিলা কর্মী প্রয়োজন। M: 8918394139.

■ A Pvt. Ltd. Co. looking office Exec.& admin in SLG. 9733076132.(C/116858)

■ শিলিগুড়িতে রেস্টুরেন্টে কিচেন হেল্পার চাই। থাকা-খাওয়া সহ বেতন 8K-10K.(M) 9933544798.(C/116859)

■ শিলিগুড়িতে ছোট পরিবারের জন্য, (সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৬ অবধি) থেকে রান্নার কাজের জন্য মহিলা চাই। Phone :- 93391-06037. (C/116852)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি রেস্টুরেন্টে All rounder cook চাই। বেতন-১৫০০০/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। (M) 9832543559. (C/116856)

■ **Wanted a full time Accountant (B.Com), Tally & GST experienced for a reputed firm in Siliguri. Salary negotiable, E-mail- CV to tanmoysaha.gsaha@gmail.com.**

ক্লিনিং স্টাফ চাই

■ Clean Sweep ডোর টু ডোর ক্লিনিং ও কার ওয়াশ পরিষেবায় ফুলটাইম কর্মী চাই। ন্যূনতম ৮ম পাশ। বেতন : অভিজ্ঞতা অনুযায়ী। 90836-15468, শিলিগুড়ি।

Required Sr. Salesman

■ For Tea Co. (Packet), এরিয়া- উত্তর দিনাজপুর, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর। Send CV to teagardenleaf@gmail.com (C/116856)

JOB VACANCY (ROYAL ENFIELD)
DIYA MOTORS
B.F.ROAD (Mahakaldham), Alipurduar

1) SENIOR ACCOUNTANT
Requirements:
B.Com with working experience.
Sal : Rs. 35,000-40,000 P.m. (negotiable)

2) TALLY ENTRY OPERATOR
Requirements:
B.Com with Date analysis expertise.
Sal : Rs. 15,000-20,000 P.m. (negotiable)

Apply within 8th July, 2025 To : diyamotors.re@gmail.com (M) 917908445616. (W/A)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ট্রেন বাতিল

শিয়ালদা ও দমদম জংশনের মাঝে সেতু সংস্কারের জন্য শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত ১০ ঘণ্টা পাওয়ার ব্লক চলবে। এই সময়ে ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

ধৃত পদ্ম নেতা

ওডিশায় সোনার দোকানে চুরির অভিযোগে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন পশ্চিম মেদিনীপুরের বিজেপির যুব মোর্চার নেতা সোমনাথ সাউ। তাঁর সঙ্গে বিজেপি নেতাদের ছবি সামনে এসেছে।

মেট্রোর বিভ্রাট

শনিবার দুপুরে ফের মেট্রো বিভ্রাট। ময়দান থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এক ঘণ্টা পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। অফিস ফেরত যাত্রীদের ভোগান্তি পোহাতে হয়।

সেতু বন্ধ

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রায় ৫২ ঘণ্টা বন্ধ রয়েছে দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত দুর্গাপুর সেতু বা ডিরোজিও সেতু। শনিবার দুপুর ২টো থেকে সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত এই সেতু বন্ধ থাকবে।

কসবা যাওয়ার পথে আটক মন্ত্রী সুকান্ত

কলকাতা, ২৮ জুন : কসবা কাণ্ডে সুর চড়াচ্ছে বিরোধীরা। দফায় দফায় কলকাতার বিভিন্ন স্থানে চলছে বিক্ষোভ। শনিবার বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার হল গড়িয়াহাট। আটক করা হয় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'এই রাজ্যকে কিম জং উনের উত্তর কোরিয়ায় পরিণত করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও একাধিক অরাজনৈতিক সংগঠনও পথে নেমেছে। ফের মঞ্চে আরজি কর কাণ্ডের রাতদখলকারীরা।

গড়িয়াহাটে বিজেপির মিছিল শুরু হওয়ার আগে আটকে দেয় পুলিশ। বিজেপি কর্মীরা ব্যারিকেড ভাঙতেই ধরপাকড় শুরু করে দেওয়া হয়। আটক করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় সুকান্ত মজুমদারকে। আগে থেকেই সেখানে মোতায়েন ছিল প্রচুর সংখ্যক পুলিশ। সুকান্ত মজুমদারের গাড়ি এসে পৌঁছোতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করেন। তখনই তাঁদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় পুলিশের। সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে বচসা বাধে পুলিশের। প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন সুকান্ত। তাঁর আক্রমণ, 'পুলিশের আচরণ গণতন্ত্রে হত্যাকারীর আচরণ। মুখ্যমন্ত্রী হিটলারের মতো আচরণ করছেন। প্রয়োজনে হাজারবার গ্রেপ্তার হতে রাজি আছি। কিন্তু বাংলার মেয়েদের ধর্ষণ বন্ধ হওয়া চাই।' সুকান্ত মজুমদারের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে লালবাজারের সামনে বিক্ষোভ দেখায়

ফের মঞ্চে রাত দখলকারীরা

বিজেপির উত্তর কলকাতার সংগঠন।

কসবা কাণ্ডে আরজি করের মতোই প্রতিবাদ এগোবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তবে এবার বিচারের দাবিতে পথে নামছে আরজি কর কাণ্ডের সময় রাতদখলকারীরা। রাতদখল কর্মসূচির অন্যতম উদ্যোক্তা রিমঝিম সিংহ লিখেছেন, 'অনেক বাড়াবাড়ি হয়েছে। এবার আবার কলকাতা শহরকে কাঁপিয়ে দেওয়া দরকার।' শুধু বিজেপি নয়, এদিন কসবা কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন। রাস্তায় বসে পড়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করার দাবি করেন তাঁরা। হাওড়ায় পুলিশের সঙ্গে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের ধস্তাধস্তি বাধে। মৌলালিতেও পথে নামে কংগ্রেস। লেকটাউনেও বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এদিকে ২৮ জুলাই কসবা কাণ্ড সহ একাধিক দাবিতে নবান্ন চলো ডাক দিয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ ও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সাউথ কলকাতা ল কলেজের কসবা ক্যাম্পাসের সামনে জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে রবিবার। এদিন সন্ধ্যায় বামফ্রন্ট কলকাতা জেলা কমিটির তরফে বিজন সেতু থেকে কসবা থানা পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। গোপালনগর মোড়েও বিক্ষোভ দেখায় এসএফআই। যাদবপুরের একটি সংগঠনও এদিন বিক্ষোভ দেখায়।

গড়িয়াহাটে প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি এক বিজেপি কর্মীর। ছবি : আবির চৌধুরী

মনোজিতের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ

সামনে আসছে দাদাগিরির নানা প্রমাণ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ জুন : দক্ষিণ কলকাতার আইন কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র শুধু এবার নন, আগেও বহুবার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এই নেতাকে দলের একাংশ প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করার সাহস পাননি কলেজ কর্তৃপক্ষ। বরং তৃণমূলের শীর্ষনেতাদের সুপারিশেই তাঁকে কলেজের অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। কলেজে কেউ তাঁকে ডাকত ম্যাঙ্গো, কেউ আবার শুধু দাদা বলে। 'এম এম' বলে কলেজের দেওয়ালে তাঁর সমর্থনে পোস্টারও পড়েছে অনেক। কলেজে কান পাতলেই শোনা যায়, দাপট তাঁর এতটাই ছিল কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পেতেন না। কলেজের নতুন ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন 'বিগ বস'। তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীরা রীতিমতো হন্যে হয়ে পড়ে থাকতেন। কলেজ সূত্রে খবর, ভর্তি থেকে শুরু করে যাবতীয় সুবিধা পেতে তাঁর সুপারিশ বাধ্যতামূলক ছিল।

কলেজ সূত্রে খবর, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিলেন মনোজিৎ। এখনও কলেজের দেওয়ালে জ্বলজ্বল করছে 'টিএম এমএম, মনোজিৎদা তুমি আমাদের হৃদয়ে আছো'। ভক্তি নয়, ভয়েই তাঁকে মেনে চলতে বাধ্য হত সকলে। অতীতেও একাধিকবার পুলিশের খাতায় তাঁর নাম উঠেছে। ২০১২ সালে প্রথমবার কলেজে ভর্তি হন তিনি।

কীর্তিমান ম্যাঙ্গো

- ২০১২ সালে প্রথমবার কলেজে ভর্তি
- ছাত্রকে এক বছরের মধ্যেই ছুরি মারার অভিযোগ
- অভিযোগের ভিত্তিতে ২০১৪ সালে ডিসকলেজিয়েট
- ২০১৭ সালে ফের ভর্তি
- একাধিক নেতার সঙ্গে ছবি পোস্ট করে ক্ষমতা জাহির
- পড়ুয়া থেকে শিক্ষক, সকলকে চমকাতেন ম্যাঙ্গো

এক বছরের মধ্যেই অন্য এক ছাত্রকে ছুরি মারার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। ২০১৪ সালে তাঁকে ডিসকলেজিয়েট করা হয়। ২০১৭ সালে তিনি ফের ভর্তি হন। কিন্তু তারপরই কলেজের সিসিটিভি ভাঙচুর, শিক্ষক ঘেরাও সহ একাধিক অভিযোগ জমা হয়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, অশোক দেব, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক দাপুটে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে ছবি পোস্ট করে নিজের ক্ষমতা জাহির করতেন তিনি। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের ওই ছবি দেখিয়েই চমকাতেন। ২০১৯ সালে তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পদও দেওয়া হয়।

যদিও রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'কোনও বাঁদরামি আমরা সহ্য করব না। ও যে এরকম কাজ করবে, তা আমাদের জানা ছিল না। ওর কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত। আমরা সেই আবেদনই পুলিশের কাছে রাখছি।'

থমথমে কলেজে পুলিশি পাহারা

দেওয়ালে মোছা হচ্ছে 'দাদা'র জয়গান

রিমি শীল

কলকাতা, ২৮ জুন : সময় শনিবার বেলা ১২টা। সিল করা ইউনিয়ন রুমের বাইরে কড়া পুলিশি প্রহরা। কলকাতা পুলিশের উচ্চ পদমর্যাদার আধিকারিকরা বার বার টহল দিচ্ছেন। নেই কোনও ছাত্রের দেখা। যে কয়েকজন এসেছেন, তাঁরাও বাইক ঘুরিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। কলেজের চারপাশে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। মুখ খুলতে নারাজ আশপাশের দোকানগুলিও। কসবা-কাণ্ডে কলেজের মধ্যেই গণধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে আইনি পড়ুয়াকে। এই ঘটনা সামনে আসার পরেই রাজনীতি ও আইনের দরজা পর্যন্ত জল গড়িয়েছে। শনিবার কলেজ চত্বরের পরিস্থিতি ঘুরে দেখা গেল সকাল ও সন্ধেয় কলেজের দৃশ্য দু'রকম। সন্ধেবেলা ইউনিয়ন রুম হয়ে ওঠে 'হ্যাঙ্গআউট'-এর আদর্শ জায়গা। চলে দেদার ফূর্তি। তরুণ-তরুণীদের মুখের অশ্রাব্য ভাষায় বিরক্ত ওই চত্বরের দোকানগুলিও।

ইউনিয়ন রুমের পাশেই জ্বল জ্বল করছে, 'নো র‍্যাগিং' পোস্টার। সাততলা বিল্ডিংটির যত দূর নজর যায়, তার একাধিক জায়গায় মনোজিতের নাম উল্লেখ রয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট প্রাক্তনী মনোজিতের দাপট। কিছু জায়গায় লেখা, 'এমএম তোমার জন্য আমরা সার্থক', 'মনোজিৎ দাদা ইজ ইন আওয়ার হার্টস'। এখন এই সব দেওয়াললিখন মুছে দেওয়ার তোড়জোড় চলছে। কিছু লেখার ওপরে রং দিয়ে মুছেও দেওয়া হয়েছে। কলেজের গ্রাউন্ড ফ্লোরে গার্ডরুম ও ইউনিয়ন রুম সিল করে ব্যারিকেড দিয়ে ঘেরা। পশ্চিমের লনে বসানো দু'টি সিসিটিভি। যার মাধ্যমে শৌচাগার, গার্ডরুম, ইউনিয়নরুম সবটাই নজরে আসে। এখন তুমুল তোড়জোড় চলছে অতিরিক্ত সিসিটিভি বসানোর।

ঘটনার পরে যেন টনক নড়েছে কর্তৃপক্ষের। তিনতলায় অধ্যক্ষের ঘর। ফলে একতলায় কিছু ঘটলে তিনতলা থেকে টের পাওয়া অস্বাভাবিক। তবে প্রশ্ন উঠছে, সন্ধের পরেও কলেজে ইউনিয়নের দাপট কেমন থাকে। কলেজের বাম পাশে দু'টি দোকান। মহিলা দোকানি বললেন, 'সন্ধের পরেও তো ওদের দেখা যায়। অনেকে আসে জিনিসপত্র নেয়। তবে মুখের অশ্রাব্য ভাষায় কান পাতা দায় হয়।'

হ্যাঙ্গআউট প্লেস

- সন্ধেবেলা ইউনিয়ন রুম হয়ে ওঠে 'হ্যাঙ্গআউট'-এর আদর্শ জায়গা
- ফূর্তির সবরকম ব্যবস্থা থাকত সেখানেই
- চলত গালিগালাজ, অশ্রাব্য কথাবার্তা
- বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন স্থানীয়রাও
- অভিযোগ, বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রও মজুত থাকত ইউনিয়ন রুমে

মনোজিৎকে কখনও দেখা গিয়েছে? জানালেন, 'হ্যাঁ আসত। তবে এত জনের মাঝে কে কখন আসছে তা খেয়াল রাখা মুশকিল।' কলেজের ডান দিকেই পাঁচিল দেওয়া পরিত্যক্ত একটি জমি। তার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষী বললেন, 'সন্ধের পরে রাত পর্যন্ত এখানে ছেলেমেয়েদের দেখা যায়।'

কলেজের সামনে মেন রাস্তা। পিছনে জনবসতি। তাঁরা ওইদিনের ঘটনা সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও টের পাননি বলে জানালেন। কলেজের বাঁদিকে ১৫ থেকে ২০ মিটার দূরে পুলিশ কিয়স্ক। দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সন্ধের পরেও এলাকায় লোকজন থাকে। কলেজের উলটো দিকেই একটি ছোট শিব মন্দির। তার রকে বসেই আড্ডাও দেন অনেকে।

সেখানে বসেই কলেজের রেলিংয়ের ওপার থেকে গার্ডরুম ও ইউনিয়ন রুম চোখে পড়ে। তা সত্ত্বেও কী করে এই ঘটনা ঘটল তাঁরা টেরই পাননি। এদিন কলেজে পড়ুয়াদের আনাগোনাই ছিল না। যে কয়েকজন এসেছেন তার মধ্যে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক প্রথম বর্ষের পড়ুয়া বললেন, 'মনোজিৎদাকে আমরা সবাই খুব সম্মান করতাম। আমরা ভাবতেই পারছি না ও এমনটা করবে। কলেজের যে কোনও অনুষ্ঠান হলেই ও আসত। আমাদের পরামর্শ দিত।'

আরেকজন বলে উঠল, 'সন্ধেবেলায় আমরা ইউনিয়ন রুমে থাকতাম। একটু হ্যাঙ্গআউট করতাম।' তা কীরকম হ্যাঙ্গআউট? উত্তর, 'ওই একটু খাওয়াদাওয়া আর কী'। এতকিছুর মাঝেও ফিসফিস স্বরে প্রৌঢ়দের মধ্যে কথা চলল, 'এত ডামাডোল করে কী লাভ। আরজি করের দিদি কি বিচার পেল?'

সুপারিশের দাবি নস্যাৎ অশোকের

কলকাতা, ২৮ জুন : কসবা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রকে কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতির নির্দেশে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। কিন্তু মনোজিতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করলেন সভাপতি অশোক দেব। তাঁর স্পষ্ট দাবি, মনোজিতের চাকরির জন্য তিনি সুপারিশ করেননি। ঘটনাটি যা ঘটেছে, সেটাই মূল বিষয়। এমনকি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আগেও পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানান অশোক দেব।

শুক্রবার কলেজের অধ্যক্ষ দাবি করেছিলেন, পরিচালক সমিতির রেজোলিউশনের মাধ্যমে ৪৫ দিনের জন্য মনোজিৎকে নিয়োগ করা হয়েছিল। বিষয়টি জানতেন পরিচালন সমিতির সভাপতিও। তবে এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেতা তথা পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক দেব দাবি করলেন, তাঁর সুপারিশ ছিল না। অনেকদিন আগে ওই অভিযুক্তের কলেজে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে কবে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তা তিনি স্পষ্ট করেননি। পাশাপাশি তিনি এও মন্তব্য করেন, 'পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছিল। মানুষ তো সবসময় এক থাকে না। খারপ থেকে ভালো, ভালো থেকে খারাপ হয়। যদি কেউ সুযোগ পেয়েও সেটিকে কাজে লাগাতে না পারে তাহলে আমার তো কিছু করার নেই।'

তিনি চান না কলেজের সুনাম নষ্ট হোক। কারণ এই কলেজ থেকে অনেকে ভালো জায়গায় পৌঁছেছেন। তবে তার সঙ্গে ছবি থাকা নিয়েও অশোকের দাবি, জনপ্রতিনিধি হিসেবে অনেকের সঙ্গে ছবি থাকে। কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে বলেও তিনি জানান।

কালীগঞ্জে সেলিমরা

কলকাতা, ২৮ জুন : কালীগঞ্জে নিহত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। শনিবার নাবালিকার মৃত্যুর প্রতিবাদে পলাশিতে জনসভা হয়। নাবালিকার মায়ের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন সিপিএম নেতৃত্ব। এই ঘটনায় ধৃতের সংখ্যাও বেড়ে হয়েছে ৯। বাকি অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে কঠোরতম শাস্তির দাবি করেছেন মৃতার মা। রবিবার বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলের কালীগঞ্জে যাওয়ার কথা রয়েছে।

প্রস্তুতিতে ভাটা নয়, সতর্ক তৃণমূল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ জুন : পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতিতে যেন কোনওরকম ভাটা না পড়ে। দলের নেতা-কর্মীদের এই বার্তা পৌঁছে দিতে এখন শাসকদল তৃণমূলের রাজ্য স্তরের নেতা-কর্মীরা জেলায় জেলায় ঘুরছেন। বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন কিছুটা অস্থির গতিতে এগোচ্ছে। সরকার ও বিরোধী শিবিরে রাজনৈতিক তৎপরতা হঠাৎ কিছুটা হলেও ভিন্ন স্রোতে বইছে। এবার পরিস্থিতি কিছুটা ব্যতিক্রম বলেই মনে করা হচ্ছে। সেটা মাথায় রেখেই ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ অন্যান্যবারের মতো সফল করতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে শাসকদল। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মূলত তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর তত্ত্বাবধানে সমাবেশ সফলের প্রস্তুতির সবরকম কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে ২১ জুলাইয়ের এই গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ থেকেই দলের প্রচারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

পাশে থাকবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতা। ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ তাই সেদিক থেকে দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, সেই সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ বলেও মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূল সূত্রের খবর, নেত্রীর বার্তা পৌঁছে দিতে রাজ্যস্তরের নেতারা পৌঁছে দিতে জেলায় জেলায় যাওয়া শুরু করেছেন। শনিবার মালদা থেকে দলের এই দায়িত্ব নিয়ে যাওয়া রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার জানান, ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ সফল করতে তাঁরা জেলায় জেলায় যাচ্ছেন। দলের এই প্রচার চলছে জেলা, অঞ্চল

একুশের সমাবেশ

ও ব্লক স্তরে। গুরুত্বপূর্ণ ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ থেকে দলনেত্রী দলের নেতা ও কর্মীদের বার্তা দেবেন।

নেত্রীর গুরুত্বপূর্ণ বার্তার ওপর দাঁড়িয়ে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা আগামীদিনে পথ চলবেন। রাজ্য সরকারের সাফল্যের প্রচারের পাশাপাশি রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের সীমাহীন আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে দলের আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিও স্থির করে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর পাশে থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

ডিএ নিয়ে এখনও সংশয়

কলকাতা, ২৮ জুন : বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার যে আবেদন জানিয়েছে, তার ফলাফল কী হয়, তা দেখার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে নবান্ন। শুক্রবারেই বকেয়া মহার্ঘভাতা(ডিএ) মিটিয়ে দেওয়ার সময়সীমা শেষ হয়েছে। শেষদিনেই রাজ্য সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে আরও ৬ মাস সময় চেয়েছেন। কিন্তু জরুরি ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলা শোনেনি। সোমবার মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বুধবার থেকে দিঘায় ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। শনিবার সকাল থেকে আইনজীবী ও অর্থ দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব ও অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র। সোমবার শীর্ষ আদালতে কী রায় দেয়, তা দেখার পরই যে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা ওই বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যসচিব। রাজ্য সরকার যে এই মুহূর্তে বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার পক্ষে নয়, তা এদিনও বৈঠকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

জুন মাসে রেকর্ড পরিমাণে তিন দফায় রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে সাড়ে সাত

রায়ের অপেক্ষা

হাজার কোটি টাকা ধার করেছে রাজ্য সরকার। একলপ্তে এত টাকা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে কোনওদিন ধার করেনি রাজ্য। এর আগে ২০২২ সালে একলপ্তে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে ৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ ও ঋণপত্র নিয়েছিল রাজ্য সরকার। এই টাকা রাজ্য সরকারের কাছে আসার পর সরকারি কর্মচারীদের মনে হয়েছিল, বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশের পুরোপুরি না হলেও কিছুটা হলেও রাজ্য সরকার মিটিয়ে দেবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া সময়সীমার মধ্যে তা মেটায়নি রাজ্য। বরং শেষদিনেই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়ে আরও ৬ মাস সময় চাওয়া হয়েছে।

শংসাপত্রে প্রধানের সই নয়

কলকাতা, ২৮ জুন : রাজ্যে জন্মের শংসাপত্র দেওয়া নিয়ে একাধিক অভিযোগ এর আগে জমা হয়েছিল। এবার জন্মের শংসাপত্র বিলির ক্ষেত্রে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের ক্ষমতা খর্ব করল নবান্ন। ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও শিশুর জন্ম হলে আর পঞ্চায়েতের প্রধান ওই সার্টিফিকেট দিতে পারবেন না। ওই সার্টিফিকেট একমাত্র ব্লক মেডিকেল অফিসার অফ হেলথ বা বিএমওএইচ দিতে পারবেন। শুক্রবার রাতেই এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। ইতিমধ্যেই জন্ম-মৃত্যু পোর্টাল চালু করেছে রাজ্য সরকার। সেই কারণে জন্মের সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনকারী প্রথমে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে আবেদন করবেন। পঞ্চায়েত প্রধান ওই আবেদনের অনুমোদন নিতে ব্লক মেডিকেল অফিসার অফ হেলথ-এর কাছে তা পাঠাবেন। যে শিশুর নামে সার্টিফিকেট ইস্যু হবে, তার পরিবার ও শিশুর অস্তিত্ব বাড়িতে গিয়ে যাচাই করবেন এলাকার আশাকর্মীরা। যাচাইয়ের পর সেই রিপোর্ট বিএমওএইচ-র কাছে জমা পড়বে। বিএমওএইচ সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে অনলাইনে জন্ম-মৃত্যু পোর্টালে আপলোড করবেন। তারপর তিনিই সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন। যাতে কোনওরকম ভুয়ো আবেদন বা অসত্য তথ্য দিয়ে এই শংসাপত্র তৈরি করতে না পারেন, তার জন্যই এই সতর্কতা নিয়েছে নবান্ন।

JIS GROUP
Educational Initiatives
#EDUCATIONBEYONDORDINARY
39 INSTITUTIONS | 185 PROGRAMMES | 45000+ STUDENTS

Accreditations, Affiliations & Approvals
UGC | AICTE | PCI | DCI | MCI | NCHMCT | BCI | NCTE | MAKAUT (Formerly, WBUT)
WBUHS | WBSCT&VE&SD | NAAC | NBA | NIRF | AIU | UNAI

TRANSFORMING EDUCATION

ADMISSIONS OPEN
COURSES OFFERED

ENGINEERING & TECHNOLOGY
M.TECH I B.TECH I B.TECH LATERAL
DIPLOMA I DIPLOMA LATERAL
MEDICAL
MBBS
DENTAL
MDS | BDS
COMPUTER APPLICATION
MCA I BCA
PHARMACY
M.PHARM I B.PHARM I B.PHARM LATERAL | D.PHARM
MANAGEMENT
MBA I BBA I BBA - HOSPITAL MANAGEMENT
SCIENCE
B.Sc (H)
BIOTECHNOLOGY | GENETICS I MICROBIOLOGY
MEDICAL LAB TECHNOLOGY | DATA SCIENCE
CYBER SECURITY
M.Sc
BIOCHEMISTRY I GENETICS | BIOTECHNOLOGY
MICROBIOLOGY | MEDICAL LAB TECHNOLOGY
DATA SCIENCE I REMOTE SENSING & GIS
PHYSICS | CHEMISTRY I ENVIRONMENTAL SCIENCE & SUSTAINABLE DEVELOPMENT
PHD
AGRICULTURAL SCIENCE
B.TECH (4 YEARS)
B.SC (H) (4 YEARS) [AS PER ICAR SYLLABUS]
LAW
LLM I LLB I BBA-LLB INTEGRATED
HOSPITALITY & HOTEL ADMINISTRATION
MBA I B.SC I BA I DIPLOMA

JIS UNIVERSITY
86977 43361/62 I www.jisuniversity.ac.in
JIS SCHOOL OF MEDICAL SCIENCE & RESEARCH
81007 49669 | www.jismsr.org
JIS COLLEGE OF ENGINEERING
86977 43363 I www.jiscollege.ac.in
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
89024 96651 I www.nit.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY
90733 22523 I www.gnit.ac.in
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX
62919 77707/08 I www.surtech.edu.in
GURU NANAK INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
98361 06964 I www.gnihm.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY
89024 96653 I www.gnipst.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF DENTAL SCIENCE & RESEARCH
94320 11488 | www.gnidsr.ac.in
JIS SCHOOL OF POLYTECHNIC
93309 06160 I www.jissp.ac.in
JIS INSTITUTE OF PHARMACY
93309 06162 I www.jisiop.org
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY
9433371907 I www.dsipst.ac.in
JIS INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES & RESEARCH
98743 75544 I www.jisiasr.org

WEST BENGAL STUDENT CREDIT CARD SCHEME AVAILABLE
411+ RECRUITERS IN 2024
47.88 LPA FROM NIT HIGHEST PACKAGE OFFERED IN 2024
92% PLACEMENT IN 2024
SCAN HERE
SCHOLARSHIP AVAILABLE*
*T&C APPLY

81007 49670 | 90733 70470

NAAC
NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY - NAAC GRADE 'A+'
JIS COLLEGE OF ENGINEERING - NAAC GRADE 'A'
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY - NAAC GRADE 'A'
DR.SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX - NAAC GRADE 'A'
GURU NANAK INSTITUTE OF DENTAL SCIENCE & RESEARCH - NAAC GRADE 'A'
ASANSOL ENGINEERING COLLEGE - NAAC GRADE 'A'

nirf NATIONAL INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK
Rankings by MHRD, Govt. of India
JIS COLLEGE OF ENGINEERING I NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ARE NIRF RANKED IN ENGINEERING CATEGORY
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY I JIS UNIVERSITY ARE NIRF RANKED IN PHARMACY CATEGORY

SILIGURI OFFICE ADDRESS
Dr. Ambedkar Building, Hill Cart Road
Pradhan Nagar, Siliguri - 734 003
HO OFFICE ADDRESS
7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020
www.jisgroup.org

ক'দিন আগে যখন আমেরিকা এবং ইজরায়েল ঘনঘন বোমা ফেলছে ইরানে, তখন আমজনতার কৌতূহল ছিল একটা ব্যাপারে। তেলের দাম কতটা প্রভাবিত হবে এই গোলাগুলির জন্য? তেলের দাম নিয়ে চিন্তা ঢুকে গিয়েছিল হেঁশেলেও। 'যুদ্ধ' থামতে অবশেষে কিছুটা স্বস্তি। আজকের উত্তর সম্পাদকীয়তে প্রসঙ্গ 'তেল'। তেল কয় প্রকার ও কী কী? এই প্রশ্নে লেখার রয়েছে প্রচুর। তা নিয়ে চর্চায় দুই বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

তেল শুধু তেল

পেট্রোলের দাম বৃদ্ধিতে বাঙালির কী

যশোধরা রায়চৌধুরী

পেট্রোলের দামের উথালপাতালের কারণ অবশ্যই মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতির উচ্চাবচ অবস্থা। বারেবারেই এই মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে, আমাদের গোলার্ধে মাটি ফুঁড়ে আলাদিনের দৈত্যের মতো উঠেছে নানা সমস্যা আর সংকট। একদা, মানে সেই পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর দশকের বাঙালির জীবনে, এক পয়সা ট্রামভাড়ার বৃদ্ধি থেকে দশ পয়সা বাসভাড়ার বৃদ্ধি যেভাবে স্পর্শকাতর বিষয় হয়েছিল, সেভাবে কিন্তু গাড়ি চড়ার অভ্যাসও ছিল না আর তা নিয়ে মাথা ঘামানোও ছিল না। ঐতিহাসিকভাবে গাড়ির সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক মোটেই ভালো নয়। গাড়ি চালিয়ে বাঙালি ইন্টেলেকচুয়াল ঘোরে না, কাজেই পেট্রোলের দাম বাড়লে ইন্টেলেকচুয়ালের কী, যতক্ষণ সরকার লস গিলে নিয়ে ভাড়া অপরিবর্তিত রাখছেন? এ কথা আজকের উবর-ওলা প্রজন্ম ভুলে গিয়েছে, উদারীকরণ পরবর্তী প্রজন্ম ঘরে ঘরে সাজানো খেলনার মতো নানা মডেলের গাড়ির নাম মুখস্থ করে আজ। কিন্তু তবু, পুরোনো কিছু স্মৃতিকে উসকে দিতেই এ লেখা।

আসলে এগারো নম্বর বাস, মানে পয়দলে হাঁটাহাঁটি করা বাঙালির গ্যাস, বদহজম ব্লাড প্রেশারের সমস্যা ছিল না। আমার ঠাকুরদাদা পায়ে হেঁটে গঙ্গাস্নান করে আসতেন রোজ সকালে। ভবানীপুর থেকে শিয়ালদা পায়ে হেঁটে মেরে দেওয়া কোনও ব্যাপার ছিল না। এ প্রজন্মের প্রস্থানের পর বাসে-ট্রামে চড়া স্বাধীনতা-উত্তর মধ্যবিত্ত এল। কিন্তু তাদের ভেতরেও মোটরগাড়িবিরোধী একটা প্রচ্ছন্ন একপেশে ভাব লালিত হয়েছিল। সত্যি বলতে কি বাসে-ট্রামেও তখন বাদুড়ঝোলা ভিড় শুরু হয়নি।

নায়ক ছবির সেই সিনটা মনে করে দেখুন। উত্তম কুমারের বামপন্থী বন্ধু প্রেমাংশু বসু তার গাড়িতে চেপে তাকে নিয়ে নিজেদের বন্ধ কারখানার গেট মিটিং এ আনতে চেষ্টা করছে, নায়ক অরিন্দমের হিম্মতে কুলোচ্ছে না রাজনৈতিক অবস্থান নিতে, সে পলায়নপর। এই ইমেজ আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে বহুকাল। গাড়ি চালাতে পারে হিরো, কর্পোরেট, প্রাইভেট সেক্টর, আর সরকারি সেক্টরের অতি উঁচু পদের কেউ... যাদের পা মাটিতে পড়ে না, পৃথিবীর ধুলোর সন্তান নয় যারা। ফলত, এই লোকগুলো আপামর ভারতবাসীর কাছে এক হিসেবে ব্রাত্য। গাড়ি যাদের আছে, ৬০-৭০-৮০ দশকের বাঙালির কাছে তারা স্নব ও পশ।

পঞ্চাশের যুগান্তকারী কৃত্তিবাসী কবিদের কথাই ধরা যাক। যাঁদের মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিয়মিত ট্যাক্সি চাপার (মাতাল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যরাতের কলকাতায় বিখ্যাত ঠ্যালাগাড়ি চাপারও) নানা অ্যানেকডোটে ভরভরাট আমাদের যৌথ স্মৃতি। আবার ওই দলের মধ্যেই শরৎকুমার ছিলেন কর্পোরেট চাকুরে। ফলত তাঁর একটি মরিস মাইনর গাড়ি ছিল, তিনি সেটাতে চাপিয়ে বিজয়া মুখোপাধ্যায়কে (বিয়ের আগে দাশগুপ্ত) এদিক-ওদিক নিয়ে যেতেন সেই কাহিনী বিজয়াদির সাক্ষাৎকারে ছাপা হয়েছে। গাড়িতে করে সন্ধে অবধি বান্ধবীর সঙ্গে ঘুরে, তার বাড়ির নিয়ম মেনে ন'টায় নামিয়ে দিয়ে, তারপর তিনি কোথায় যাবেন, তা নিয়ে খেদ করছেন, কারণ ততক্ষণ তাঁর বিখ্যাত অন্য কবি বন্ধুরা চলে গিয়েছেন খালাসিটোলায় মদ্যপান করতে। একইসঙ্গে বিজয়া বলেছেন, শরৎদা যে একটু বেশি সু-উপায়ী ছিলেন, তাই কৃত্তিবাসের দলের সবার ফাইফরমাশ খাটাও ছিল তাঁর একটা কাজ।

পিকনিক-এ রমাপদ চৌধুরী জনাচারেক বন্ধুর মধ্যে একজনকে দেখিয়েছিলেন যে গাড়ির মালিক, তার অবস্থাও ছিল তথৈবচ। গাড়ির সুবিধা, বা আজকের ভাষায় গাড়ি আছে যাঁদের তাঁদের 'র‍্যালা' যতই থেকে থাকুক, জনমানসে কোথাও তাঁরা একটু যেন আলাদা, আর তাই কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে গাড়ি থাকলে তিনি অন্যদের কাছে সামান্য অপরাধীই হয়ে থাকতেন বোধ করি।

অথচ, সহ অভিনেতাদের স্মৃতিচারণের পাতায় মঞ্জু দে-র মতো অভিনেত্রীকেও জানছি নিজের গাড়িটি নিজে চালিয়ে আসতেন, হাতের আঙুলে গাড়ির চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে। কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মকথনে পেয়েছি গাড়ির গল্প। যৌথ পরিবারের ছেলে, খাওয়াপরা নিয়ে চিন্তা ছিল না, সরকারি চাকরি পেয়েই গাড়ি কিনলেন আর ড্রাইভ করে এদিক-ওদিক যেতেন। প্রাইভেট সেক্টরে বা কর্পোরেটে চাকরি করা সে সময়ের অনেক মানুষই গাড়ি কিনতেন ও নিজে চালাতেন। ব্যাপারটার মধ্যে একটা প্রতিস্পর্ধাও ছিল। শোফার ড্রিভেন প্রাচীন গাড়ি আর বাড়ির বিশাল গাড়িবারান্দা যদি হয়ে থাকে প্রাচীন অভিজাত জমিদার প্যাটার্নের বড়লোকি কারবার, তবে ষাট-সত্তর দশকের নব্য বাবুদের 'হাতে রথে' থাকাটা ছিল একটা নতুন জমানা, যখন আপনা হাত জগন্নাথ, পুরুষকার বলে টাকা করছেন বাঙালিরা, বাবা-মামা-কাকার টাকায় ফুটানি মারছেন না। নিজের গাড়ি নিজে চালানো, বা নিজে গাড়ির বনেট খুলে সারিয়ে ফেলতে পারার মধ্যে যে প্রবল আত্মবিশ্বাস ও ডিগনিটি অফ লেবারের ব্যাপার আছে, তারই আঁচ পাচ্ছি ১৯৬৩-র ছায়াছবি 'দেয়া নেয়া'-র ধুতি-ফতুয়াধারী উত্তমকুমার বনাম স্নবিশ অভিজাত পাহাড়ি সান্যালের ভাগ্নী তনুজার টক্করে। যেখানে উত্তম খটখট করে গাড়ি সারাতে শুরু করলে তনুজার প্রশ্ন, ও সব ভেঙে ফেলবে না তো মামা? গাড়ির পার্টস চেনে তো? আর উত্তরে উত্তমের স্পর্ধিত উত্তর 'যারা গাড়ি চাপে, তারাই কি চেনে?'

এইসবের সঙ্গেই জুড়ে যায় আমার শৈশব স্মৃতি, মধ্যপ্রাচ্যের ওপেক গোষ্ঠী আর আমার মাত্র আট-ন' বছর অবধি 'গাড়ি চাপা'র প্রিভিলেজপ্রাপ্তির ইতিহাস। যে গল্প লিখলেই 'ঐ দ্যাখ নিজেদের পুকুরভরা মাছ আর বাগানভরা ফলের গপ্পো শোনানো বাঙাল' জাতীয় উপহাস জুটবে আমার কপালে। যাইহোক, তাল ঠুকে গল্পটি বলেই ফেলি।

আমার বাবা ছিলেন রাবার ও রং উৎপাদক বিদেশি কম্পানিতে কেমিস্ট। এবং তিনি একটি গাড়িও কিনেছিলেন। মা-বাবার বিবাহ হয় ১৯৫৯ সালে, মনে হয় তারই আগে পরে ওই ছোট্ট মতো গাড়িটি আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠে। হ্যাঁ সদস্যই, বাড়ির জিনিসপত্রের সঙ্গে কীরকমভাবে যেন সম্পর্ক তৈরি করতেন আমার মা। সম্ভবত বাবাও করতেন। বাবার কেনা গাড়ি স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড, সেটির নাম ওঁরা দিলেন বড়ছেলে। সেই কারণেই ফ্রিজ মেজো, রেকর্ড প্লেয়ার সেজো, আর রেডিও কনিষ্ঠ।

১৯৬৬ সালে বাবার অকালমৃত্যু। বাবার প্রিয় গাড়ি নাকি বাবার দেহ শ্মশানে পুড়তে যাবার পর, নিজে নিজে চিৎকার করে উঠেছিল। আমরাও, অনেক পরে দেখেছি, সেই স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ডের আর্ত কান্না। দেখেছি হর্ন নিজে নিজে বেজে উঠতে অনেকবার। তবে মা ওই বেজে ওঠাটাকে প্রাণবন্ত আদরের যন্ত্রের কান্না হিসেবেই নিয়েছিলেন। বাবার দেহ যখন গিলে নিচ্ছে আগুন, তখন শ্মশানের বাইরে রাখা গাড়ি ওভাবে হর্ন বাজিয়ে আর্তনাদ করেই চলেছে। যতক্ষণ না কেউ গিয়ে চাবি দিয়ে দরজা খুলে হর্ন টিপে তা বন্ধ করে। আমাদের শৈশবের অনেক গল্পের একটি। এর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে কালী ব্যানার্জি অভিনীত ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত অযান্ত্রিক ছবির কথা। সুবোধ ঘোষের অনিবার্য আশ্চর্য গল্পে আধারিত। গাড়িরও প্রাণ আছে!

বাবার প্রিয় গাড়িটি বাবার স্মৃতি হয়ে ছিল। স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ডের পেছনে কোনও দরজা নেই। সামনের দরজা খুলে সিট ভাঁজ করে পেছনে ঢুকতে হয় আমাদের। ১৯৭৩ সালে ওপেক দেশগুলি একজোট হয়ে পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি করার পর মা আর গাড়ি চালানো অ্যাফোর্ড করতে পারেননি, মামাকে কিছু অর্থমূল্যের পরিবর্তে দিয়ে দিলেন একপ্রকার। আন্তর্জাতিক একটা ঘটনার সঙ্গে আমাদের ছোট্টবেলার অনেক স্মৃতি গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধানো হয়ে গেল।

ইশকুলে সাদা গাড়ি নিজে চালিয়ে মায়ের আমাদের দিতে যাওয়াটা ইতিহাস হয়ে গেল চিরতরে। মা-বাবার গাড়ি চালিয়েই আমাদের নিয়ে যেতেন এখানে-ওখানে। বেড়াতে, মেলায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, রবীন্দ্রসদনে, অ্যাকাডেমিতে ছবির প্রদর্শনী দেখাতে।

সাদা শাড়ি পরিহিতা পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের চশমা পরা বিধবা মা, মুখে চাপানো কঠোরতার মুখোশ। আমাদের এঁকেবেঁকে নদীর মতো চলা গলি দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছেন, আর গলির কোলেকাঁখে থাকা বস্তিগুলোর থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে আসছে কালোকোলো বাচ্চারা, এক জোট হয়ে চিৎকার করে সুর করে গাইছে, লড়কি গাআআআআআড়ি চলা রহি হ্যায়!

কী বিস্ময়। মেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। তারপরেই এল এই দামবৃদ্ধির বিভীষিকা। মা ভাবলেন, নাহ। গাড়ি মেইনটেন করা আর নয়। কিন্তু বাবার কেনা গাড়ি, এত মায়ার গাড়ি, ছেড়ে দিতে খুব কষ্ট হয়েছিল মায়ের। রাস্তায় অনুরূপ অন্য হর্নের শব্দ শুনে চমকে উঠতেন মা, যেমন সন্তানের গলার স্বরে উৎকর্ণ হয়ে যায় মায়ের প্রাণ।

তারপর আমার ক্লাস থ্রি-ফোর থেকে আমি ইশকুল বাসে চড়তে লাগলাম। সেইসব ইশকুল বাস, ফার্স্ট ট্রিপ সেকেন্ড ট্রিপের গল্প জীবনে ঢুকে গেল। এল মুড়ির টিনের মধ্যে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বাড়ি ফেরা, সঠিক স্টপে নেমে হেঁটে একা বাড়ি আসা। ইশকুল বাস আমাকে স্বাধীনতা দিল, দিল অনেক অভিজ্ঞতা। সেকেন্ড ট্রিপের জন্য আমরা ফিস্টি প্ল্যান করতাম। কেউ আনত মুড়ি, কেউ চানাচুর, কেউ আচার। দিনশেষে আচারের তেলে অঙ্ক খাতা মাখামাখি।

হরমুজ প্রণালী অথবা বঙ্গীয় তরমুজ প্রণালী

বিপুল দাস

উঠতি কবি ঘনবরণ সাঁপুই জানত এবার সে শিয়োর মোহনার ঢেউ কাব্য সমারোহে কবিতা পাঠের ডাক পাবে। সেই হিসেবেই নতুন ধরনের পাঞ্জাবি কিনেছিল। বাড়িতে ট্রায়ালও দিয়েছে। কিন্তু পাঞ্জাবির সঙ্গে ধুতি, প্যান্ট, নাকি আলিগড়ি পাজামা পরবে, সেটাই ফাইনাল ডিসিশন নিতে পারছিল না। তিনটের সঙ্গেই ট্রায়াল দিয়েছে। কিন্তু তার চিরকালের শত্রু কৃষ্ণধন পোদ্দার ডাক পাচ্ছে কি না, এটা কনফার্ম জানতে না পেরে খুব দুশ্চিন্তায় ছিল ঘনবরণ। অসম্ভব চালাক কবি কৃষ্ণধন। কোন গাছে উঠতে কোন মই দরকার, খুব দ্রুত সেই সিদ্ধান্তে আসতে পারে। তারপর তরতর করে ফলন্ত ডালে পৌঁছে ফলটি পেড়ে নিতে দেরি হয় না তার। আর পোদ্দার যদি ডাক পায়, তবে সে কেমন ডিজাইনের, কী রঙের পাঞ্জাবি এবং লোয়ার হিসেবে কী পরবে– সেটাও জানা খুবই জরুরি ব্যাপার।

বঙ্গ সারস্বত সমাজে এই দুই কবির লড়াই সবাই বেশ উপভোগ করে। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মইয়ের কাছে একান্ত দরবারে এ ওর নামে কী কী নালিশ জানায়, সেটা কোনও এক আশ্চর্য উপায়ে প্রকাশ পেয়ে যায়। সবাই হাসাহাসি করে। কিন্তু ওদের কাব্যপ্রতিভা বিকাশের জন্য যে উদ্যম, এই হাসাহাসিতে তাতে কোনও ব্যাঘাত ঘটে বলে মনে হয় না। ইদানীং ঘনবরণ ১-০ তে পিছিয়ে আছে। গত মাসে শকুনমারির চরে বিশ্ব কবিতা উৎসবে কৃষ্ণধন পোদ্দার ডাক পেল, কিন্তু ঘনবরণ পেল না– এখানে কোন গোপন সমীকরণ কাজ করেছে, সেটা সে কিছুতেই সমাধান করতে পারছে না। যেখানে যা দেবার থোবার, বিধিসম্মত ভেবে সবই সে করেছে। এখন প্রশ্ন হল এমন কী কাজ কালোমানিক করেছে, যা সে করতে পারেনি।

মেজাজ খারাপ থাকলে সে কৃষ্ণধনকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকে। এতে দেখা গিয়েছে চড়া বায়ু স্নিগ্ধ হয়। কুপিত পিত্ত শীতল হয়। কফের কালারও সবজেটে থেকে কিছুটা নর্মাল হয়ে আসে। শ্বশুরমশাই ছিলেন বিক্রমপুরের বিখ্যাত কবিরাজ। এই তিনটি জিনিসের ওপর চিরকাল জোর দিয়ে এসেছেন। কিন্তু এবার ঘনবরণের মাথা কিছুতেই ঠান্ডা হচ্ছে না। মনটা বড় কু গাইছে। এবারও যদি সে মঞ্চে উঠে কবিতা পড়তে না পারে, আর কৃষ্ণধন যদি ডাক পায়, তবে কবিতা লেখা বৃথা। বাংলাবাজারে তার মানমর্যাদা কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এমনিতে জনান্তিকে সে কৃষ্ণধনকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকে। কালোমানিক, ব্ল্যাকমানি। এ ছাড়াও 'কৃষ্ণধন পোদ্দার' এই নামকে বিকৃত করে অনেক সময় অশ্লীলতার পর্যায়েও নিয়ে যায়। তখন মনটা একটু শান্ত হয়।

তার কানে এসেছে তার নাম নিয়েও নাকি কৃষ্ণধন নানা কথা বাজারে চাউর করেছে। তার শরীরের ঘন বরণের জন্যই নাকি অন্ধকার রাস্তায় লোকজন তার সঙ্গে ধাক্কা খায়। বডিশেমিং-এর আওতায় এনে কোনও ধারায় কেস করা যায় কি না, সেটা নিয়ে বিশ্বস্ত কারও সঙ্গে একটু আলাপ করা দরকার। মা ছোটবেলায় আদর করে ডাকত 'ঘনু', বলত ঘনু হল উজ্জ্বল শ্যাম। আসলে তার মতো রয়্যালটি পাচ্ছে না বলেই ওসব কথা রটায়। এখন কথা হচ্ছে শকুনমারির চরে বিশ্ব কবিতা উৎসবে কৃষ্ণধন কী করে সুযোগ পেল। কোন মই সে ধরেছিল।

এসব কারণে তার মেজাজটা ছানাকাটা দুধের মতো ছিঁড়ে গিয়েছিল। তার আবার রাতে ভাতের পাতে কিছু ভাজাভুজি না থাকলে সব বিস্বাদ লাগে। আজ সে দেখল ডাল, ভাত আর শিঙি মাছের ঝোল। এমনকি পটল ভাজাও নেই। মাথা গরম হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে ছিল আজ রাত জেগে অসমাপ্ত দীর্ঘ কবিতা 'বেগুনি বাতাসের হাহাকার' লেখাটা শেষ করার। এই তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে সম্ভব নয়।

'কী ব্যাপার, ডালের সঙ্গে কিছু ভাজা নেই?'

'ভাজা বন্ধ। খবরের কাগজ পড়লে কি কবিদের মান থাকে না? দেখছ না রোজ পেপারে লিখছে তেলের দাম বাড়বে। কোথায় নাকি যুদ্ধ লেগেছে। হ্যাঁ গো, তরমুজও নাকি বন্ধ করে দেবে। তেল এখন থেকে একটু চেপে খরচ করতে হবে।'

খবরের কাগজ একটা রাখা হয় বটে, কিন্তু ঘনবরণ সেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতির পাতা ছাড়া অন্য কোনও খবরে উৎসাহ পায় না। তবে মনে পড়ল পেপারে তেলের কথা কী যেন ছিল। মন দিয়ে পড়া হয়নি। পড়া উচিত ছিল। আজকালকার সমাজে তেল অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। তেল ছাড়া জগত অচল। যখনই মনে হবে চাকা ঘুরতে চাইছে না, ঠিক জায়গায় একফোঁটা দিলেই কাজ হাসিল। এটা একটা শিল্পও বটে। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় তেল দিতে পারা সহজ কর্ম নয়। ভুল জায়গায় ভুল সময়ে তেল দিয়ে অনেকের পাকা ঘুঁটি কেঁচে গিয়েছে। এই কলায় রপ্ত হতে পারলে সব মুশকিল আসান হয়ে যায়। তেলের দাম বাড়তে পারে শুনে তার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গেল। তবে সরকার নিশ্চয় একটা বিকল্প ব্যবস্থা করবে। তেল ছাড়া চাকাই ঘুরবে না। মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি তেল ছাড়া অচল। তেল দিতে না পারলে বিল্ডিং তৈরি হবে না, ব্রিজ তৈরি হবে না, চাকরি হবে না, প্রোমোশন হবে না, পুরস্কার জুটবে না, বিদেশযাত্রা হবে না, কবিসভায় ডাক পড়বে না। এই মসৃণ পিচ্ছিলকারক পদার্থ সর্বক্ষেত্রে মানুষকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

'তুমি ঠিক জানো তেল পাওয়া যাবে না? তবে তো ভারী মুশকিল।'

'ক'টা দিন তেলেভাজা জিনিস একটু বন্ধ রাখো। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কম তেলে খাওয়া রপ্ত করো এবার।'

'আচ্ছা, তা হলে তো কালোমানিকেরও মুশকিল। আসলে কি জানো, মইও একটা কল। খুব তেল খায়। তুমি কি জানো ভ্যারেন্ডার তেলে কাজ হয় কি না? একদিন দেখো তো ভ্যারেন্ডার তেলে ভ্যারেন্ডা ভাজা যায় কি না। নতুন পাঞ্জাবিটা বোধহয় আর পরাই হবে না এবার। আর, তরমুজের কথা কী বলছিলে?'

'পেপারে তো দেখেছিলাম, যুদ্ধের জন্য নাকি তরমুজ বন্ধ হয়ে যাবে। জাহাজ চলাচল না করলে বিদেশি তরমুজ কীভাবে আসবে।'

'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। তরমুজ নয়, ওটা হরমুজ প্রণালী। আজকাল তো নতুন টাইপের তরমুজ বাজারে এসে গিয়েছে। ওপরে সবুজ, ভেতরে গেরুয়া। খেতে ইচ্ছে হলে বোলো, এনে দেব। বাজারে দেদার বিকোচ্ছে।'

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

ওরা কাজ করে।। *আমন ধান বোনা চলছে। শনিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

৫ বছর গা ঢাকা, অবশেষে গ্রেপ্তার

ডাইন অপবাদে খুনের অভিযোগ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৮ জুন : ডাইন অপবাদে এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে খুনের পর ৫ বছর ধরে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন। তবে রথের মেলায় ঘুরতে আসাই হল কাল। ওঁত পেতে বসে থাকা পুলিশের জালে অবশেষে ধরা পড়ে গেলেন খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত বছর আটচল্লিশের বুধিরাম সোরেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে রথের মেলায় ঘুরছিলেন বুধিরাম। সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রথমদিকে নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখেন ওই ব্যক্তি। তবে আধার কার্ড ও বায়োমেট্রিক পরীক্ষার পর পুলিশ নিশ্চিত হয়, যাঁকে আটক করা হয়েছে, তিনিই খুনের ঘটনায় এতদিন ধরে ফেরার ছিলেন।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, বুধিরামের বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাপুর গ্রামে। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আত্রেয়ীর চরে দুই হাত বাঁধা অবস্থায় সোম মুর্মু নামে এক বৃদ্ধের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান পিন্টু বসাক। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে

> **পুলিশের জালে**
>
> ■ ২০১৯ সালে সোম মুর্মুকে ডাইন অপবাদে নদীর চরে পুজোর নাম করে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়
>
> ■ খুনের পর থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন বুধিরাম
>
> ■ শুক্রবার বাড়ি ফিরে রথের মেলায় ঘুরতে আসেন তিনি, তবে শেষে ধরা পড়ে যান

পুলিশ জানতে পারে, সোমকে ডাইন অপবাদে নদীর চরে পুজোর নাম করে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বেশ কয়েকজনের নাম উঠে এসেছিল। একজনকে বাদ দিয়ে প্রত্যেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন বুধিরাম সোরেন। অন্য রাজ্যে গোপন ডেরায় লুকিয়ে থাকায় পুলিশ বুধিয়ার নাগাল পাচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত শুক্রবার সন্ধ্যায় পুলিশের কাছে খবর আসে, বাড়ি ফিরে রথের মেলায় ঘুরতে গিয়েছেন বুধিরাম। সেখানেই হাতেনাতে ধরা পড়ে যান বুধিয়া। কিন্তু তারপরও ঘোল খাওয়াতে থাকেন তিনি। তিনিই যে বুধিয়া, তা পুলিশের সামনে প্রথমে অস্বীকার করেন। নিজেকে সৌমেন সোরেন বলে পরিচয় দেন। আসলে নিজের দাদার পরিচয় দিয়ে পুলিশকে ঘোল খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিলেন বুধিয়া। এরপর পুলিশ ওই ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি করে। তাঁর আধার কার্ড জোগাড় করে। শেষে বায়োমেট্রিক পরীক্ষা করা হয়। তারপরেই প্রমাণিত হয় ধৃত ব্যক্তি বুধিরাম। নিশ্চিত হওয়ার পরই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

সরকারি বাস বন্ধ মন্ত্রীর এলাকায়

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৮ জুন : রাজ্যের মন্ত্রী খোদ তজমুল হোসেনের বিধানসভা কেন্দ্র হরিশ্চন্দ্রপুরই সরকারি বাস পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। স্থানীয় বাসিন্দা ওয়াহাবের কথায়, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা হরিশ্চন্দ্রপুরে তলানিতে ঠেকেছে। ট্রেনে সবসময় সাধারণ মানুষ উঠতে পারেন না, টিকিট কাটা সহ নানাবিধ ঝামেলার কারণে। অথচ সরকারি গণ পরিবহণ একসময় এলাকার অন্যতম ভরসা ছিল।

কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গগামী সব সরকারি বাস ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়ায় দুর্ভোগ হচ্ছে স্থানীয়দের। জনপ্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। যদিও তজমুল পুরো ঘটনাটি জানেন। তাঁর কথায়, 'হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকা থেকে ফের সরকারি বাস চালু করতে আমি সচেষ্ট হব।' উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'বাসগুলি কেন বন্ধ রয়েছে, খোঁজ নিয়ে দেখব। যেসব রুটে বাস বন্ধ হয়ে আছে, সেখানে আবার বাস চালানোর চেষ্টা করা হবে।' বছর পাঁচেক আগে ঢাকঢোল পিটিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় বিহার সীমান্তবর্তী কুশিদা অঞ্চল থেকে কলকাতাগামী দুটি সরকারি বাস চালু করেন তৎকালীন পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে একটি অনিয়মিতভাবে চলাচল করে।

হরিশ্চন্দ্রপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে আরও দুটি সরকারি বাস চালু ছিল। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী থাকার সময় শুভেন্দু অধিকারীর তৎপরতায় এবং এলাকার বিধায়ক তজমুলের প্রচেষ্টায় হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে কলকাতা এবং হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে সিউড়ি পর্যন্ত দুটি সরকারি বাস চালু হয়। সেই দুটিও এখন চলে না। হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে একটি কোচবিহার এবং বালুরঘাটগামী সরকারি বাস পরিষেবাও চালু ছিল। কোভিডকালে সেই বাসও বন্ধ হয়ে যায়। আর চালু হয়নি। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লকের ৯টি অঞ্চলের কোনও জায়গা থেকেই সরকারি বাস চলে না। অথচ হরিশ্চন্দ্রপুর মালদা জেলার বিহার সীমান্ত লাগোয়া প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে বাসের উপর নির্ভরশীল এলাকার বাসিন্দারা। সেই পরিস্থিতিতে একের পর এক সরকারি বাস তুলে নেওয়ায় চরম দুর্ভোগ এখন।

একের আধার কার্ডে অন্যের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে গরমিল

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৮ জুন : লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে বারংবার আবেদন বাতিল হচ্ছিল। কিন্তু কারণ বুঝতে পারছিলেন না শ্রাবণী দেব। শেষপর্যন্ত মে মাসে সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে আধার কার্ডের নম্বর দিয়ে সরকারি পোর্টালে সার্চ করে চক্ষু চড়কগাছ হয় তাঁর। বুঝতে পারেন, তাঁর আধার কার্ডে অন্য এক মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন। এরপর তিনি দপ্তরের কর্মীদের জানালেও সমস্যা মেটেনি।

এখনও অন্য মহিলাটি তাঁর নামে এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই শ্রাবণী মালদার সদর মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোনে সাড়া না দেওয়ায় এইব্যাপারে মহকুমা শাসকের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি, দ্রুত তদন্ত হবে।'

শ্রাবণী ইংরেজবাজার শহরে ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা। তাঁর স্বামী শিবু ঘোষ সরকারি হোমের অস্থায়ী কর্মী। ভোটার কার্ডে নামের সমস্যা থাকায় প্রথমে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পাননি। পরে ২০২১ সালে 'দুয়ারে সরকার' শিবিরে নথিপত্র ঠিক করে আবেদন করেন। কিন্তু তা বাতিল হয়। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে পুনরায় 'দুয়ারে সরকার' শিবিরে গিয়ে আবেদন করেন। কিন্তু এবারও আবেদন বাতিল হয়।

> **কারচুপি**
>
> ■ বারবার করে বাতিল হচ্ছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে এক মহিলার আবেদন
>
> ■ কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখেন, তাঁরই আঁধার কার্ড নম্বর ব্যবহার করে টাকা পাচ্ছেন অন্য এক মহিলা
>
> ■ জেলা সমাজ কল্যাণ দপ্তরে জানানো হয় অভিযোগ
>
> ■ অনেক দপ্তর ঘুরেও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ মহিলার

বারংবার বাতিল হওয়ার কারণ খুঁজতে সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, আধার কার্ড তাঁর হলেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পাচ্ছেন অপর এক মহিলা। এরপর তিনি সমাজকল্যাণ দপ্তরে গিয়ে আধিকারিকদের বিষয়টি জানান। দপ্তরের পক্ষ থেকে অভিযোগ করতে বলা হয়। শ্রাবণী জানান, এরপর অভিযোগ করেও কোনও লাভ হয়নি। একাধিকবার অফিসে গেলেও কোনও সুরাহা হয়নি।

বারংবার ঘুরে দপ্তরের সাড়া না পেয়ে তিনি সদর মহকুমা শাসককে জানান। শ্রাবণী দেব বলেন, 'অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। আমি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা চাই। আমার আধার নম্বরে অন্য একজনের টাকা পাওয়া যেন দ্রুত বন্ধ করা হয়।' কালিয়াচকের নয়াগ্রামেও এক তরুণের আধার কার্ড ব্যবহার করে এক মহিলার অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা জমার অভিযোগ সামনে এসেছে।

ওই তরুণের বাবা কালিয়াচকের বাসিন্দা মহম্মদ আমানুর রহমান কয়েকদিন আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে স্ত্রীর তথ্য যাচাই করতে গিয়ে দেখেন, তাঁর মোবাইল নম্বরে তাঁর স্ত্রী ও ছেলের আধার কার্ড যুক্ত। দুইজনের নামেই টাকা জমা পড়ছে। স্ত্রীর বিষয়টি ঠিক থাকলেও ছেলের আধার কার্ডে অন্য মহিলার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি কালিয়াচক থানায় ও বিডিওর কাছে অভিযোগ জানান।

মহম্মদ আমানুর বলেন, 'একজন ছেলের আধার কার্ডে কী করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢোকে? পেছনে নিশ্চয়ই কোনও অসাধু চক্র রয়েছে। এবিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছি।' তবে এব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মালদার জেলা শাসক। তিনি নিষ্পত্তির আশ্বাস দিয়েছেন।

গাছ কাটা নিয়ে নালিশ

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৮ জুন : বালুরঘাট-হিলি রেলপথ সম্প্রসারণে প্রচুর গাছ কাটা পড়লেও সেই অনুপাতে বৃক্ষরোপণ হচ্ছে না বলে পরিবেশপ্রেমীদের অভিযোগ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শনিবার রেল ও জেলা শাসকের দপ্তর ছাড়াও জেলা পরিষদে এই অভিযোগ জানিয়েছে।

মোট ৫৭টি গাছ কাটা পড়েছে নির্মীয়মাণ ওই রেলপথের ধারে। সবগুলিই গাছ অযোধ্যা গ্রামের। সেগুলির মধ্যে আকাশমণি, ইউক্যালিপ্টাস ইত্যাদি গাছ রয়েছে। রায়গঞ্জের বিভাগীয় বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মার কথায়, যত গাছ কাটা হবে, তার পাঁচগুণ গাছ রোপণের শর্তেই রেল দপ্তরকে গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া শুধু গাছ রোপণ করলে হবে না, পাঁচ বছর পর্যন্ত গাছগুলির রক্ষা করার দায়িত্বও রেলের। নিয়ম মেনে সেই কাজ না হলে পদক্ষেপ করা হবে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি অম্বরীশ সরকারও বলেন, 'রাস্তা সম্প্রসারণ বা উন্নয়নের কাজে গাছ কাটা পড়লে নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে বৃক্ষরোপণ করা উচিত। রেল সেই নিয়ম না মানলে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলব।' ১৫ বছরের চেষ্টায় ওই রেলপথের জন্য জমি অধিগ্রহণের জট কেটে যাওয়ায় প্রায় ৩৮৬ একর জমি রেলের হাতে তুলে দিয়েছিল প্রশাসন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা অবশ্য বলেন, 'নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই কাজ করা হবে। তবে একটু সময় প্রয়োজন। ওখানে কী সমস্যা আছে দেখতে হবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছি।' রেললাইন হোক, কিন্তু পরিবেশ ধ্বংস করে নয়- এখন এই দাবি উঠছে অযোধ্যা গ্রামে।

বালুরঘাট ব্লকের খরাইল গ্রাম থেকে অযোধ্যা যাওয়ার মূল রাস্তার দুই ধারে গাছ কাটার ছবি ধরা পড়েছে। সারি সারি গাছের অবশিষ্ট অংশ পড়ে রয়েছে। গাছ কাটা হলেও নিয়ম মেনে বৃক্ষরোপণ করা হয়নি বলে পরিবেশকর্মীরা ক্ষুব্ধ। তাঁদের দাবি, এই রাস্তা দিয়ে অনেক মানুষের নিত্যদিন যাতায়াতের সময় গাছগুলি শুধু ছায়া বা অক্সিজেন দিত। এলাকার জীববৈচিত্র্য রক্ষাতেও গাছগুলির ভূমিকা আছে। গাছগুলি কাটায় ওই অঞ্চল শুষ্ক হয়ে গেলে আগামীতে বিপদ বাড়বে।

তরুণীর মৃত্যু

মালদা, ২৮ জুন : গত ২০ জুন দুপুরে বাড়ির পাশের পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন ইংরেজবাজারের নরসিংকুপ্পার মৌসুমি মণ্ডল (১৮) জলে তলিয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় তাঁকে সিসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে মৌসুমির মৃত্যু হয়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

ধৃত সৎবাবা

সামসী, ২৮ জুন : আট বছরের নাবালিকা সৎবাবার লালসার শিকার হল। শুক্রবার সৎবাবা নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। সামসীর ঘটনা। নাবালিকার মায়ের করা অভিযোগে শুক্রবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে সামসী ফাঁড়ির পুলিশ।

ঝুলন্ত দেহ

সামসী, ২৮ জুন : শনিবার সকালে রতুয়া-১ ব্লকের চাঁদমুনি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদমুনি গ্রামে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম রবিউল ইসলাম (২৭)। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, চাঁদমুনি গ্রামের বাসিন্দা রবিউল ইসলাম পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন। শুক্রবার রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। এরপর শনিবার সকালে ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সামনে আসে। সামসী ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। আপাতত তারা একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জোড়া মৃত্যু

তপন ও হেমতাবাদ, ২৮ জুন : তপন ব্লকের ঘোষপুকুর এলাকায় শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় পরিমল মার্ডির (১৯)। তাঁর সঙ্গে থাকা দীপঙ্কর রায় গুরুতর আহত হন। কমলাবাড়ি হাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুটি টোটোর সংঘর্ষ ঘটে। মৃত্যু হয় টোটোর যাত্রীর। শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হেমতাবাদ থানার দুধন্ডা শেরপুর এলাকায়। মৃত কাবুল বর্মন (৪৫) পেশায় হাট ব্যবসায়ী।

সংঘর্ষ

পতিরাম, ২৮ জুন : পতিরামের ঝাপুর্সি এলাকায় টোটোর ধাক্কায় এক ছাগলের জখম হওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। সুব্রত সোরেন এবং ছাগল মালিক জয়ন্তী মার্ডির পরিবারের মধ্যে বচসা ও মারপিট শুরু হয়। আহত হয়েছেন কয়েকজন। সুব্রতর স্ত্রী লতিকা মুর্মু এবং জয়ন্তীর ভাশুর বিনু মুর্মু একে অপরের বিরুদ্ধে পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

নির্যাতন

পতিরাম, ২৮ জুন : স্ত্রীর ওপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠল স্বামী ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি কুমারগঞ্জ থানার মঞ্জুরিচক এলাকার। নির্যাতিতার অভিযোগ, তাঁর স্বামী রমজান আলি মণ্ডল ও শ্বশুরের হাতে তিনি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। জলের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ করেও তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়।

ফের সভাপতি

মালদা, ২৮ জুন : মহদিপুর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট সংগঠনের সভাপতি পদে আবারও থেকে গেলেন প্রসেনজিৎ ঘোষ। শনিবার সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। সেখানে এজেন্টদের নানাবিধ সমস্যা এবং প্রতিকার নিয়ে আলোচনা চলে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

হাট বসেছে... *হেমতাবাদের কমলাবাড়ি হাটে ছবিটি তুলেছেন শুভঙ্কর সরকার।*

২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠকে বার্তা

মালদায় কোন্দল মেটাতে মরিয়া তৃণমূল

মালদা, ২৮ জুন : দলনেত্রীর বহুদিনের আক্ষেপ ছিল মালদার মানুষের জনসমর্থন না পাওয়া নিয়ে। এরপর ২০২১ সালে রাজ্যের শাসকদলের প্রতি যথেষ্ট আস্থা দেখিয়েছিলেন এখানকার মানুষ। যার পেছনে কর্মীদের সাংগঠনিক কৃতিত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তারপর মহানন্দা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে, মাঝে ২৪-এর ফলাফল মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। এই অবস্থায় ২৬-এর বিধানসভার আগে শেষ একুশ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠকে প্রত্যেকের বক্তব্যেই উঠে এল সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলার বার্তা। আসলে নির্বাচনের প্রাক্কালে দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাতে মরিয়া মালদা জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। আর তারই প্রতিফলন দেখা গেল এদিনের বৈঠকে।

শনিবার মালদা শহরের টাউন হলে একুশে জুলাই উপলক্ষ্যে জেলা তৃণমূলের একটি প্রস্তুতি বৈঠক হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী, জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান চৈতালি সরকার, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন প্রমুখ। বৈঠকে রাজ্য তৃণমূলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের বক্তব্য, 'একুশে জুলাই সবার কাছে আবেগের। এবারের একুশের তাৎপর্য আরও বেশি। মালদা থেকে উৎসাহের সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যায় কর্মীরা যাবে। তার প্রস্তুতি নিয়েই মূলত আলোচনা।'

বৈঠকের শুরুতে শাখা সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে বক্তব্য রাখে নেতৃত্ব। সেই বক্তব্যে জেলা তৃণমূল সভাপতি থেকে শুরু করে শাখা সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি, প্রত্যেকের কথাতেই বারবার উঠে আসে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলার প্রসঙ্গ। সভাপতি বলেন, 'এখানে কেউ কোনও নেতা-নেত্রীর অনুগামী হলে চলবে না। এই দলে সকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী।' যুব ও মহিলা সংগঠনের সভাপতিরাও সংগঠনকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে জেলার সকল নেতা-নেত্রীকে একসঙ্গে নিয়ে চলার কথা বলেন। সাম্প্রতিককালে মালদার একাধিক জায়গায় শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল সামনে এসেছে, যাতে জড়িয়েছেন বিধায়করাও। বিষয়টিতে অসন্তুষ্ট রাজ্য নেতৃত্বও। তাই বারবার একসঙ্গে চলার বার্তা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যদিও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা মানতে নারাজ বক্সী। তাঁর কথায়, 'মালদায় আমরা বরাবর ঐক্যবদ্ধ। এই ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করতে নেতৃত্ব একসঙ্গে চলার বার্তা দিচ্ছে। এর মাঝে নেগেটিভ ভাবার কিছু নেই।'

মালদায় একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখছেন রহিম বক্সী।

> মালদায় আমরা বরাবর ঐক্যবদ্ধ। এই ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করতে নেতৃত্ব একসঙ্গে চলার বার্তা দিচ্ছে। এর মাঝে নেগেটিভ ভাবার কিছু নেই।
>
> **আব্দুর রহিম বক্সী**, *জেলা তৃণমূল সভাপতি*

শোকের ছায়া

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু পরিযায়ীর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৮ জুন : গত বুধবার ট্রেনে ওঠার সময় ট্রেনের চাকার তলায় পড়ে মৃত্যু হয় এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃতের নাম সুজিত দাস (৪৫)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভগবানপুর গ্রামে।

দীর্ঘ ২০ বছর সুজিত রাজস্থানের বিকানের জেলার বিভিন্ন হোটেলে রাঁধুনির কাজ করতেন। বাবার অসুস্থতার খবর শুনে বিকানের থেকে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় মৃতের বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতের পরিবারের আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে, তাঁরা নিজেদের বাড়ির ছেলের মৃতদেহ গ্রামে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। রাজস্থানেই মৃতদেহটি সৎকার করা হয়েছে। মৃতের স্ত্রী ঝুম্পা দাস বলেন, 'বাড়িতে শ্বশুরমশাই অসুস্থ। সেই খবর পেয়ে বাড়ি ফিরছিলেন আমার স্বামী।' সুজিত বাড়ির একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিল। দুই ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধ শ্বশুরকে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী। এখন থেকে কীভাবে সংসার চলবে বুঝতে পারছেন না তিনি।

ঘটনার খবর পেয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে যান জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম। তিনি বলেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রশাসনের তরফ থেকে চেষ্টা করা হবে যাতে, পরিবারটি সবরকম সাহায্য পায়।'

> বাড়িতে শ্বশুরমশাই অসুস্থ। সেই খবর পেয়ে বাড়ি ফিরছিলেন আমার স্বামী।'
>
> **ঝুম্পা দাস**, *মৃতের স্ত্রী*

কফিনবন্দি হয়ে গ্রামে ফিরল ৩ শ্রমিকের দেহ

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২৮ জুন : মাঝেমধ্যেই ভেসে আসছে কান্নার রোল। কারও বাড়িতেই উনুন জ্বলেনি। শনিবার বৈষ্ণবনগরে গিয়ে এমনই ছবি দেখা গেল। শুক্রবার সকালে কেরলের কোডাকরায় বহুতল ধসে প্রাণ হারান মালদার তিন পরিযায়ী শ্রমিক। শনিবার রাতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গ্রামে কফিনবন্দি হয়ে তিন জনের দেহ পৌঁছায়। তারপর রাতেই দাফন করা হয় তাঁদের।

কোরবানির ইদের পর সংসারের হাল ফেরাতে কেরলে গিয়েছিলেন কুম্ভিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিম শেখ, পার দেওনাপুর-শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রবিউল ইসলাম এবং রবিউল শেখরা। সেখানে একটি ভবনে ভাড়া থাকতেন তাঁরা। দুঃস্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেননি এরকমটা ঘটে যাবে। একসঙ্গে তিন-তিনটি নিথর দেহ ফিরবে গ্রামে! ভাবতেই পারছেন না এলাকার বাসিন্দারা।

তিন শ্রমিকের বাড়িতে শুক্রবার থেকে শুধুই কান্নার রোল শোনা যাচ্ছে। এদিনও ছবিটা পালটায়নি। এলাকার সর্বত্রই শোকের ছাপ স্পষ্ট।

মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক চন্দনা সরকার। সঙ্গে ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সদস্য পরিতোষ সরকার এবং কালিয়াচক-৩'এর বিডিও সুকান্ত শিকদার। বিধায়ক বললেন, 'ভিনরাজ্যে গিয়ে আমার বিধানসভার তিন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের পরিবারের পাশে আমরা রয়েছি। তাঁদের সবরকম সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হবে।'

বিডিওর মুখেও একই কথা। রাজ্য সরকারের তরফে দেহ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানালেন তিনি। দেওয়া হবে ক্ষতিপূরণ সহ সাহায্যও।

মৃত রবিউল ইসলামের বাবা ফিরোজ আলি জানালেন, স্থানীয় এমএলএ কলকাতা থেকে তাঁর ছেলের দেহ ফেরানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ব্লক অফিস থেকে দুই হাজার টাকা এবং কাপড় দেওয়া হয়েছে।

কেরল থেকে চর সুজাপুরের আরেক পরিযায়ী শ্রমিক নাসির শেখ ফোনে জানান, কেরল সরকার দেহ বিমানপথে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। কেরলের এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও এক শ্রমিক সফিকুল আলম। ডালখোলার এই বাসিন্দা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তাঁর কথায়, 'এদিন আমরা কেউ কাজে যাইনি, যেতে পারিনি। দিন আনি, দিন খাই, এভাবে বসে থাকলে কী করে হবে? তিনজনের প্রাণ এভাবে বেঘোরে চলে যাবে ভাবতেই পারছি না।'

রবিউল শেখের বাড়িতে বিধায়ক এবং বিডিও। শনিবার।

থমথমে পরিবেশ

- কারও বাড়িতে উনুন জ্বলেনি, ভেসে আসছে কান্নার রোল
- মৃতদের বাড়িতে যান বিধায়ক এবং বিডিও
- রাজ্য সরকারের তরফে মৃতদেহ ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়

বাড়ির পথে... *বালুরঘাটের কুচিলাগ্রামে।- অভিজিৎ সরকার*

টুকলি কাণ্ডে শোকজ ছাত্র সভাপতিকে

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৮ জুন : টুকলি কাণ্ডে হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের অধ্যক্ষকে হেনস্তা করার ঘটনায় অভিযুক্ত হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক ছাত্র সভাপতি বিমান ঝাঁ-কে শনিবার শোকজ করল তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের জেলা নেতৃত্ব। ৭ দিনের মধ্যে তাঁকে এই ঘটনার কারণ জানিয়ে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কিছুদিন আগে হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে পরীক্ষা চলাকালীন অভিযোগ ওঠে এক পরীক্ষার্থীকে টুকলি করার সময় হাতেনাতে ধরে ফেলেন পরীক্ষার হলে থাকা পরিদর্শক। সেই ঘটনার জেরে গত সোমবার কলেজের অধ্যক্ষ সুমিত নন্দীর কার্যালয়ে গিয়ে কেন ওই পরীক্ষার্থীর খাতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তার জবাব চান তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের ব্লক সভাপতি। ঘটনার পর গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই আধিকারিক ঘটনার তদন্তের জন্য হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে আসেন।

শাসকদলের ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি প্রসূন রায় বলেন, 'দল এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করবে না। আমরা ওই কলেজের অধ্যক্ষকে ছাত্র পরিষদের জেলা নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানানোর কথা বলেছি।' ৭ দিনের মধ্যে বিমান উপযুক্ত কারণ না দেখালে দল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যদিও বিমানের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও, তা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

টোটো এবার শববাহী যান

বিধান ঘোষ

হিলি, ২৮ জুন : হিলি ব্লকজুড়ে কোনও শববাহী গাড়ি ছিল না। টাকা দিয়েও মৃতদেহ বহনে গাড়ি মিলত না। কখনও বালুরঘাট থেকে পুলিশের শববাহী গাড়ি ঘটনাস্থলে আসত আবার কখনও আসত না। ভোগান্তি বাড়ছিল পুলিশেরও। অবশেষে টোটোকে শববাহী যান হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল হিলি থানার পুলিশ। ওই শববাহী টোটো করেই উদ্ধার হওয়া মরদেহ বহন করা হবে। হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস বলেন, 'মৃতদেহ উদ্ধার হলে গাড়ি নিয়ে সমস্যায় পড়তে হত। বালুরঘাট থেকে পুলিশের শববাহী গাড়ি আসে। রাত হলে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। অতিরিক্ত ভাড়া চায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের এই শববাহী গাড়ির উদ্যোগ।' আইসি আরও বলেন, 'সামান্য কিছু টাকা দিয়ে টোটোকেই শববাহী গাড়ি বানানো হয়েছে। আপাতত এইভাবেই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।'

শববাহী গাড়ির সমস্যা থাকলেও সমাধানে কখনও উদ্যোগী হয়নি হিলির পাঁচটি পঞ্চায়েত বা ব্লক প্রশাসন, এমনটাই অভিযোগ। তাই টোটোর গঠনকেই পরিবর্তন করে শববাহী গাড়ির আকার দেওয়া হয়েছে। টোটোচালকের পিছনের অংশটি অর্থাৎ যাত্রীদের বসার আসনটি পরিবর্তন করেই শববাহী গাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকরা নিজস্ব বেতনের টাকা দিয়ে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে শববাহী গাড়ি নির্মাণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হিলির বাসিন্দা পূজন বর্মন বলেন, 'হিলি ব্লকজুড়ে শববাহী গাড়ি নেই। বালুরঘাট থেকে ভাড়া করতে হয়। পুলিশ, সাধারণ মানুষ সবাইকে সমস্যায় পড়তে হয়। পুলিশের শববাহী গাড়ির জন্য এই উদ্যোগ সত্যিই সকলের উপকার হবে। এমন উদ্যোগ ধন্যবাদ পাওয়ার মতো।'

পুলিশকর্মীদের একাংশের কথায়, এটা একটা জরুরি উদ্যোগ। রাতের বেলা কোনও দেহ উদ্ধার হলে কীভাবে সেই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে তা নিয়ে চরম সমস্যা হত। অনেক সময় দেহে পচন ধরে যাওয়ার ঘটনাও ঘটত। এবার অন্তত সেই সমস্যা মিটল।

হিলি পুলিশের শববাহী গাড়ি।

অভিনব উদ্যোগ

- হিলি ব্লকজুড়ে কোনও শববাহী গাড়ি ছিল না
- হিলির ৫টি পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনজুড়ে এই সমস্যা ছিল
- টোটোকে শববাহী যান হিসেবে ব্যবহার করবে পুলিশ
- পুলিশকর্মীরা নিজেদের বেতনের টাকা থেকেই এই উদ্যোগ নিয়েছেন

পদক্ষেপ

হবিবপুর, ২৮ জুন : সমালোচনা শুরু হতেই টনক নড়ল পুলিশের। অবশেষে টাঙন নদীর উপর নির্মিত আইহো সেতুর উপর দিয়ে ভারী যান চলাচল বন্ধে তৎপর হল পুলিশ। দুর্বল সেতুর সতর্কীকরণ বোর্ড থাকার পরেও আইহো সেতু দিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল ভারী যান। উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের জেরে পদক্ষেপ করতে তৎপর হয়ে ওঠে প্রশাসন। কড়া নজরদারি যেমন রাখা হচ্ছে, তেমনই সেতুর মুখে আটকে দেওয়া হচ্ছে ভারী যান।

আইহো এলাকার বাসিন্দা দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'টাঙনের উপর আইহো সেতুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু স্থানীয় এলাকার মানুষজনের জন্য নয়, এই পথে সেতুর উপর দিয়ে অনেক এলাকার যানবাহন চলাচল করে। পুলিশি তৎপরতা শুরু হওয়ায় ভালো হল।'

বিএসএফের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২৮ জুন : এ যেন নিজভূমে পরবাসী! ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে চাষবাস করতে গিয়ে হয়রানির মুখে পড়ছেন ভারতীয় কৃষকরা। আর হয়রানির অভিযোগ ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে। এমনই অভিযোগ তুলে সরব হলেন বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলকিপুরের বাসিন্দারা। এমনকি গণস্বাক্ষর সংবলিত পত্র জেলা শাসক, পঞ্চায়েত ও বিডিওকে দিয়েছেন স্থানীয়রা।

জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'ঘটনাটি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।' বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ি গ্রামের মানুষ ও বিএসএফের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রায় ২৫২ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। এখনও ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার সীমান্ত অরক্ষিত। যার মধ্যে বালুরঘাট ব্লকের ভুলকিপুর অন্যতম। আদিবাসী অধ্যুষিত এই এলাকায় বেশির ভাগ মানুষ কৃষিজীবী। পুরো ভুলকিপুরে স্থায়ী কাঁটাতার নেই। মাস তিন-চার আগে অরক্ষিত এলাকায় কাঁটাতার দেওয়াকে কেন্দ্র করেও বিএসএফের সঙ্গে প্রথম বচসা হয়। ভুলকিপুরের বহু কৃষকের জমি কাঁটাতারের ওপারে রয়েছে। বর্তমানে কাঁটাতারের ওপারে জমিতে যাওয়া নিয়েও সমস্যায় পড়েছেন কৃষকরা। নিয়ম মেনেও কাঁটাতারের ওপারে যেতে পারছেন না কৃষকরা। এমনকি অনুমতি নিতে গেলেও দ্রুত অনুমতি দিচ্ছে না বিএসএফ। কৃষক নীলমণি মুর্মুর কথায়, 'কাঁটাতারের পাশে আমার বাড়ি। বর্তমানে এলাকায় বিএসএফের নতুন কোম্পানি এসেছে। তল্লাশি চালানোর নাম করেও হয়রানি করা হচ্ছে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের যেভাবে তল্লাশি করা হচ্ছে তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। এমনভাবে চললে ভুলকিপুরে আমরা আর বসবাস করতে পারব না।'

বিএসএফের আধিকারিকরা কেউ কিছু বলতে রাজি হননি। তবে বিএসএফ সূত্রে খবর, বাংলাদেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকায় প্রত্যেকটি সীমান্তেই কড়াকড়ি চলছে। চাষিদের কাঁটাতারের ওপারে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। কোনও হয়রানি করা হচ্ছে না। বালুরঘাটের বিডিও সম্বল ঝাঁ বলেন, 'পুরো ঘটনাটি আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছি।'

এই ভুলকিপুর সীমান্ত দিয়েই ওপারে যেতে সমস্যায় পড়ছেন কৃষকরা।

গ্রামে আটক বিদ্যুৎকর্মীরা

মানিকচক, ২৮ জুন : লাগাতার লোডশেডিংয়ে নাভিশ্বাস অবস্থা মানিকচকের নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতমানপুর গ্রামের। শনিবার দুপুরে নতুন ট্রান্সফর্মার নিয়ে তিনজন বিদ্যুৎকর্মী গ্রামে পৌঁছাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। আগে এই গ্রামে ২৫ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সর্ফমার ছিল। কিন্তু প্রায়ই ট্রান্সফর্মারটি বিকল হয়ে পড়ত। সাতদিন আগে গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে দপ্তরের আধিকারিকদের মৌখিক চুক্তি অনুযায়ী আরও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সর্ফমার বসানোর সিদ্ধান্ত হয়।

দেখা যায়, আগের মতোই ২৫ কেভি ক্ষমতার ট্রান্সর্ফমারই আনা হয়েছে। গ্রামের বাসিন্দা সুনীল মণ্ডল বলেন, 'আমরা চাই গ্রামে ৬৩ কেভি ক্ষমতার ট্রান্সর্ফমার লাগানো হোক। অথচ সেই ২৫ কেভি ক্ষমতার ট্রান্সর্ফমার লাগানো হচ্ছিল বলে আমরা কাজে বাধা দিয়েছি।' জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'ছুটির দিন থাকা সত্ত্বেও সেখানে ৬৩ কেভি বৈদ্যুতিক ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সর্ফমার লাগানো হয়েছে। আমাদের কাজে গ্রামবাসী খুশি।'

ভূতনির অ্যাপ্রোচ রোডে বিপজ্জনক গর্ত

আজাদ

মানিকচক, ২৮ জুন : ভূতনি ব্রিজ থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে সংযোগকারী রাস্তায় বেশ কয়েকটি বড়সড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, রাস্তাটি শীঘ্রই ধসে যেতে পারে। যার জেরে ক্ষতি হতে পারে ভূতনি ব্রিজেরও। মাত্র কয়েকদিনের বৃষ্টিতে রাস্তার এমন দশায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, গত বছর রাস্তা সংস্কারে নিম্নমানের কাজ হওয়াতেই গর্তগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

ব্রিজের ভূতনি প্রান্ত থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগেই। কিন্তু গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সেই গর্তগুলি বড় আকার নিয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, বৃষ্টি বাড়লে এই গর্তের আকার আরও বাড়বে। দুর্ঘটনার ঝুঁকি তো থাকছেই, বেশি বৃষ্টিপাতে এই সংযোগকারী রাস্তার একাংশ ধসে যেতে পারে বলে আশঙ্কা তাঁদের। উল্লেখ্য, গত বছর বন্যার সময় ব্রিজের শেষ প্রান্তে সংযোগকারী রাস্তার এই অংশে দৈর্ঘ্যে ৭০-৮০ মিটার লম্বা ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল। তড়িঘড়ি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঁশের পাইলিং করে বালির বস্তা দিয়ে মেরামতির কাজ হয়। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আবারও রাস্তার হাল শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। এবার ফাটল নয়, রাস্তার একাধিক অংশে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। আর এই নিয়ে শুধু এলাকাবাসীর অভিযোগ নয়, রাজনৈতিক তর্জাও তুঙ্গে।

সিপিএমের জেলা নেতা দেবজ্যোতি সিনহা বলেন, 'বন্যার সুযোগে ভূতনিজুড়ে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে। প্রায়ই ১৩ লক্ষ টাকা খরচ করে মেরামতির কাজ হয়। সেই কাজ মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে কীভাবে ভেঙে পড়তে পারে! বন্যার সুযোগে নিম্নমানের কাজের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করেছেন আমলা ও শাসকদলের নেতারা।' একই অভিযোগ বিজেপিরও। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে এমন অভিযোগের কথা অস্বীকার করা হয়েছে।

মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী বলেন, 'বন্যার সময় রাস্তার ধস রুখতে তড়িঘড়ি ব্লক প্রশাসনের তরফে কাজ হয়েছিল। তবে সেতুর সংযোগকারী রাস্তাটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পিডব্লিউডির। আমি পিডব্লিউডি কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে তড়িঘড়ি রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু করব।'

ভূতনি সেতুর সংযোগকারী রাস্তায় এই ফাটল চিন্তা বাড়াচ্ছে।

> বন্যার সময় রাস্তার ধস রুখতে তড়িঘড়ি ব্লক প্রশাসনের তরফে কাজ হয়েছিল। তবে সেতুর সংযোগকারী রাস্তাটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পিডব্লিউডির। আমি পিডব্লিউডি কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে তড়িঘড়ি রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু করব।
>
> **অনুপ চক্রবর্তী**, *বিডিও*

হার বুঝেই এনআরসি ছক, সরব তৃণমূল

নিশানায় ভোটার তালিকা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিহারকে সামনে রেখে ওই প্রক্রিয়া শুরু হলেও কমিশনের আসল লক্ষ্য বাংলা বলে তোপ দেগেছিলেন তিনি। সেই সুরে শনিবার তৃণমূলের তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় অনিবার্য বলেই ঘুরপথে এনআরসি চালুর ছক কষছে বিজেপি। শনিবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপকে তীব্র আক্রমণ করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো পদক্ষেপের পিছনে গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। বাংলাতে করা বিজেপির দলীয় সমীক্ষায় স্পষ্ট, তারা বাংলায় ৪৬-৪৯ আসনেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সেই হতাশা থেকেই এনআরসি চালুর ঘুরপথ খোঁজা হচ্ছে।'

তিনি আরও জানান, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই উদ্যোগকে 'নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে বিজেপির রাজনৈতিক প্রকল্প' বলে অভিহিত করেছেন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা আনতে এই সংশোধন জরুরি। কিন্তু তৃণমূলের অভিযোগ, যে 'ডিক্লারেশন ফর্ম' পাঠানো হয়েছে, তাতে ভোটারের জন্ম শংসাপত্রের পাশাপাশি বাবা-মায়ের জন্মের শংসাপত্রও চাওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'আমাদের বাবা-মায়ের জন্মকালে ক'জনের জন্ম শংসাপত্র ছিল? তাহলে কি এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে? কমিশন বুথ লেভেল অফিসারদের তথ্য চেয়েছে। এটা কি প্রহসন? নাকি বিজেপি এজেন্সি মারফত আমাদের কর্মীদের ভয় দেখাতে নতুন পথ খুঁজছে?' অপর দিকে দলীয় সাংসদ সাকেত গোখলে অভিযোগ করেন, 'তৃণমূল আগেই ভুয়ো ভোটার কার্ড সংক্রান্ত তদন্তের দাবি তুলেছিল। কমিশন সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিলেও কার্যত কোনও অগ্রগতি হয়নি। আমরা কমিশনের সঙ্গে দেখা করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু তারা রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে দায় ঝেড়ে ফেলেছে।'

নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে ডেরেক ও সাগরিকা ঘোষ।

> এই মুহূর্তে ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো পদক্ষেপের পিছনে গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। বাংলাতে করা বিজেপির দলীয় সমীক্ষায় স্পষ্ট, তারা বাংলায় ৪৬-৪৯ আসনেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সেই হতাশা থেকেই এনআরসি চালুর ঘুরপথ খোঁজা হচ্ছে।
>
> **ডেরেক ও'ব্রায়েন**

২৪ জুন নির্বাচন কমিশন বিহারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন কর্মসূচি চালু করার নির্দেশ দেয়, যাতে অযোগ্য নামগুলি তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় এবং সকল যোগ্য নাগরিক ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। এই উদ্যোগকে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ বলে দাবি করা হলেও বিরোধী দলগুলির সন্দেহ এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। শুক্রবার আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বে মহাজোটের নেতারা এক সাংবাদিক বৈঠকে কমিশনের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। তেজস্বী বলেন, গরিব ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। সেই সুরে এদিন ডেরেক বলেন, 'আমরা ইন্ডিয়া জোট এই বিষয়টি সংসদের ভিতরে ও বাইরে দুই জায়গাতেই জোরদারভাবে তুলব। এ নিয়ে আমরা একমত। সংসদ অধিবেশন শুরু হওয়ার অপেক্ষা করব না, এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে।'

তৃণমূলের পাশাপাশি সিপিএমও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে। শুক্রবার দলের পলিটব্যুরো সদস্য নীলোৎপল বসু নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে এই বিশেষ সংশোধনের বিরোধিতা করেন। চিঠিতে তিনি লেখেন, 'ভোটার তালিকার পর্যালোচনা স্বাভাবিক এবং নিয়মিত প্রক্রিয়া হলেও এই প্রস্তাবে ভোটারদের উপরেই অন্তর্ভুক্তি ও বর্জনের দায় চাপানো হচ্ছে, যা উদ্বেগজনক।'

'মহাকাশে গেলেও আছো হৃদয়ে'

শুভাংশুর সঙ্গে ফোনালাপ মোদির

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : দেশের প্রয়োজনে ভারতের মাটি থেকে বহু দূরে অবস্থান এখন শুভাংশু শুক্লার। কিন্তু দেশ থেকে যত দূরে গিয়েছেন, ততই তিনি চলে এসেছেন ভারতীয়দের হৃদয়ের কাছাকাছি। শনিবার ফোনালাপে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বার্তাই দিলেন অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের পাইলট নভশ্চর শুভাংশুকে।

ভারতের ১৪০ কোটি নাগরিককে গর্বিত করে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) পৌঁছেছেন বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু। বিশ্বের ৬৩৪তম নভশ্চর হিসাবে মহাকাশে প্রবেশ ঘটেছে তাঁর। মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছোনোর পর তাঁকে ৬৩৪তম নভশ্চরের সরকারি স্বীকৃতি দেন মিশনের নেত্রী পেগি হুইটসন।

শনিবার তাঁর সঙ্গে ভিডিও কলের মাধ্যমে কথা হয় প্রধানমন্ত্রীর। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে মোদি বলেন, 'তুমি এখন ভারতের মাটি থেকে অনেক দূরে রয়েছ বটে। কিন্তু একইসঙ্গে আছ ভারতবাসীর হৃদয়ের সবচেয়ে কাছে! তোমার নামের প্রথমে রয়েছে শুভ। তোমার এই অভিযানও এক নতুন যুগের শুভসূচনা করেছে।'

সপ্রতিভ ভঙ্গিতে জবাব দেন শুভাংশুও। তিনি বলেন, 'এই যাত্রা শুধু আমার নয়, এটা আমাদের গোটা দেশের। আমি গর্বিত, আমি মহাকাশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছি।' প্রধানমন্ত্রী মোদি এই উপলক্ষ্যে শুভাংশুর কৃতিত্বকে দেশের জন্য গর্বের বলে জানান। তিনি বলেন, 'তোমার এই সাফল্য ভারতের গগনযান মিশনের পথ আরও সুগম করবে।'

প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, মহাকাশ থেকে পৃথিবী কেমন দেখায়। তখন শুক্লা বলেন, 'এইমাত্র আমরা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা প্রতিদিন ১৬ বার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখছি। মহাকাশ থেকেই ভালো বোঝা যায়, আমাদের দেশ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে...।'

একটু মজা করে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন ছিল, 'শুনলাম, আপনি নাকি সঙ্গে করে গাজরের হালুয়া নিয়ে গিয়েছেন। তো সেগুলো কি সঙ্গীদের খাওয়ালেন?'

হাসতে হাসতে শুভাংশুর জবাব, 'জি হ্যাঁ, আমি গাজরের হালুয়া, মুগ ডালের হালুয়া আর আমরস নিয়ে এসেছি মহাকাশ স্টেশনে। সবাই খেয়ে প্রশংসা করেছেন। এখন তো আমার বন্ধুরা বলছেন, কখন ভারতে এসে এসব খাবার খাবে!'

> তোমার নামের প্রথমে রয়েছে শুভ। তোমার এই অভিযানও এক নতুন যুগের শুভসূচনা করেছে। তোমার এই সাফল্য ভারতের গগনযান মিশনের পথ আরও সুগম করবে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**
>
> ....
>
> আমরা প্রতিদিন ১৬ বার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখছি। মহাকাশ থেকেই ভালো বোঝা যায়, আমাদের দেশ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে...।
>
> **শুভাংশু শুক্লা**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধর্ম চক্রবর্তী উপাধি দেওয়া হল জৈন সম্প্রদায়ের তরফে। নয়াদিল্লিতে।

ব্রিকসে যোগ দেবেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : আগামী সপ্তাহে ব্রিকস গোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ব্রাজিল যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ব্রাজিলের আগে ঘানা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো এবং আর্জেন্টিনা সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী। ব্রাজিল থেকে যাবেন নামিবিয়া। সব মিলিয়ে তাঁর এবারের সফরসূচিতে রয়েছে ৫টি দেশ। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ২ জুলাই দিল্লি থেকে ঘানার উদ্দেশে রওনা দেবেন মোদি। গত ৩ দশকের মধ্যে এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ঘানা সফর করবেন। ৩ জুলাই ঘানা থেকে যাবেন ত্রিনিদাদ ও টোবাগোয়। ৪ এবং ৫ জুলাই প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মিলের আমন্ত্রণে আর্জেন্টিনায় থাকবেন মোদি। ৫ জুলাই সফরের চতুর্থ ধাপে ব্রাজিলে পৌঁছোবেন।

৬-৮ জুলাই রিও-ডি-জেনেইরোতে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা সহ একাধিক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। ৯ জুলাই একদিনের সফরে নামিবিয়া যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর। সেখানে নামিবিয়ার প্রেসিডেন্ট নেতুম্বো নন্দী-নদাইতওয়াহর সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আরও ৫টি দেশ বর্তমানে ব্রিকসের সদস্য। আসন্ন সম্মেলনে যোগ দিতে ব্রাজিল না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন তাঁরা।

নির্দেশকে বুড়ো আঙুল ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : জম্মু ও কাশ্মীরে দুটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরোধিতা করে পাকিস্তান পার্মানেন্ট কোর্ট অফ আর্বিট্রেশনের দ্বারস্থ হয়েছিল। দ্য হেগে অবস্থিত ওই কোর্ট বলেছে, ভারত সিন্ধু জল চুক্তি সাসপেন্ড করলেও তারা ওই মামলার শুনানি জারি রাখবে। কোর্টের বক্তব্য, ভারতের তরফে সিন্ধু জল চুক্তি সাসপেন্ড করে রাখার সিদ্ধান্ত এই মামলার মীমাংসায় আদালতের এক্তিয়ারকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। কোর্টের রায় ভারত-পাকিস্তান উভয় পক্ষকেই মানতে হবে।

নয়াদিল্লি অবশ্য কোর্টের নির্দেশ মানবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে। যদিও ইসলামাবাদ ওই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা বলেছে, সিন্ধু জলচুক্তি সহ একাধিক বিষয়ে অর্থপূর্ণ আলোচনার রাস্তা খুঁজে বের করেছে ভারত ও পাকিস্তান। নয়াদিল্লি অবশ্য ওই নির্দেশকে সাপ্লিমেন্টাল অ্যাওয়ার্ড বলে কটাক্ষ করেছে। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক বলেছে, সিন্ধু জল চুক্তিকে সামনে রেখে ২০১৬ সালে ৩৩০ মেগাওয়াটের কিশানগঙ্গা এবং ৮৫০ মেগাওয়াটের রাতলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিল পাকিস্তান। ইসলামাবাদ এই বিতর্কের সমাধানে পার্মানেন্ট কোর্ট অফ আর্বিট্রেশনের দ্বারস্থ হলেও নয়াদিল্লি কখনও সেই আইনি প্রক্রিয়ায় যোগ দেয়নি। সাউথ ব্লক জানিয়েছে, কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন বেআইনি। সিন্ধু জল চুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সেটি গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থা আগে যত রায় দিয়েছে সেগুলির মতো তথাকথিত সাপ্লিমেন্টাল অ্যাওয়ার্ডকেও তাই খারিজ করছে বিদেশমন্ত্রক। ২২ এপ্রিল পহলগামে হামলার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিন্ধু জল চুক্তি সাসপেন্ড করে দেয় ভারত। পাকিস্তান যতদিন পর্যন্ত না সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে মদত দেওয়া বন্ধ করছে ততদিন ওই চুক্তি সাসপেন্ড থাকবে বলে সাফ জানিয়ে দেয় ভারত।

ধ্বস্ত জঙ্গিঘাঁটি ফের গড়ছে পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ আন্তর্জাতিক মহলের সামনে যতই কুম্ভীরাশ্রু বর্জন করা হোক, পাকিস্তান যে জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধে সামান্যতমও গুরত্ব দিচ্ছে না, সেটা ফের স্পষ্ট হয়ে গেল। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের পঞ্জাব ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি স্থানে একাধিক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওই জঙ্গিঘাঁটি এবং প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি ফের গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে পাকিস্তানে। এই কাজে শাহবাজ শরিফের সরকার তো বটেই, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই সক্রিয়ভাবে হাত লাগিয়েছে।

ঘাঁটিগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্যও করছে তারা। পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং সংলগ্ন এলাকাতেই এই কাজ চলছে জোরকদমে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই জঙ্গি দমনের কাজে শরিফ সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পহলগাম হামলার জবাবে ৭ মে রাতে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কল্পনাতীত প্রত্যাঘাত দেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। বাস্তবেও পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি স্থানে ভারতের প্রত্যাঘাতে কেঁপে গিয়েছিল ইসলামাবাদ। তিন কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠন জৈশ-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তৈবা এবং হিজবুল মুজাহিদিনের একাধিক জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির মাটিতে মিশে যায়। নিহত হয় একাধিক জঙ্গি নেতা।

গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলি আইএসআইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিয়ন্ত্রণরেখার খুব কাছে গভীর জঙ্গলে ছোট ছোট অত্যাধুনিক ঘাঁটি নির্মাণ করছে। নজরদারি এবং এয়ারস্ট্রাইক থেকে বাঁচতেই এমনটা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, লুনি, পুটওয়াল, তাইপু পোস্ট, জামিলা পোস্ট, উমরানওয়ালি, চাপ্রার, ফরোয়ার্ড কাহুটা, ছোটা চাক এবং জঙ্গলোরাতে জঙ্গিশিবিরগুলি পুনর্নির্মাণের চেষ্টা চলছে। এগুলির পাশাপাশি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের কেল, শারদি, দুধনিয়াল, আথমুকাম, জুরা, লিপা ভ্যালি, পাচিবান চাম্পান, তন্ডপানি, নাইয়ালি, জাঙ্কোট, চাকোটি, নিকালি এবং ফরোয়ার্ড কাহুটাতে নতুন করে লঞ্চিং প্যাড নির্মাণ করছে পাক সেনা ও আইএসআই। অপারেশন সিঁদুরে আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগোয়া ৪টি ধূলিসাৎ হওয়া লঞ্চপ্যাডও পুনরায় নির্মাণ করছে পাক গুপ্তচর সংগঠন। বাহাওয়ালপুরে আইএসআইয়ের সঙ্গে জঙ্গি সংগঠনগুলির শীর্ষনেতাদের গোপন বৈঠকও হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাতে আইএসআই ওই সংগঠনগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোকবল দিয়ে সাহায্য করার অঙ্গীকারও করেছে।

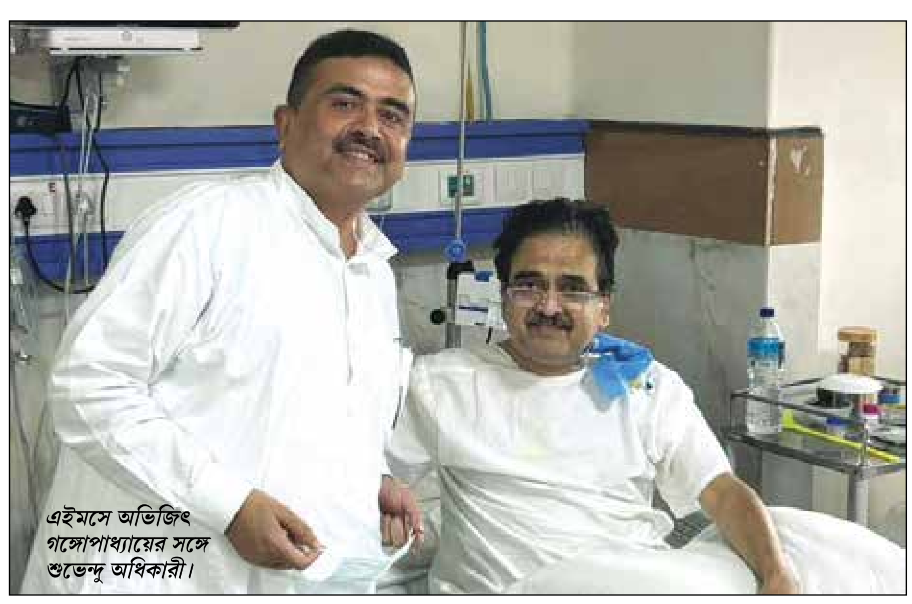

এইমসে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী।

অভিজিৎকে দেখতে শুভেন্দু

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে। শনিবার দিল্লি এইমসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার পরে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতার হাসপাতাল থেকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে তমলুকের বিজেপি সাংসদকে দিল্লির এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখন সেখানেই ভর্তি রয়েছেন তিনি।

শনিবার দিল্লি যান শুভেন্দু। সেখানে গিয়েই হাসপাতালে অভিজিৎকে দেখতে যান তিনি। কলকাতার হাসপাতালে যখন অভিজিৎ ভর্তি ছিলেন, তখন সেখানেও তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। অভিজিতের শরীরের খবর তিনি আগেই নিয়েছিলেন। সাক্ষাতের ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন শুভেন্দু। তিনি লেখেন, 'আমি এটা জানাতে পেরে খুশি যে, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য মা কালীর কাছে প্রার্থনা করছি।'

গত শনিবার প্রাক্তন বিচারপতিকে আইসিইউ থেকে বের করে জেনারেল বেডে দেওয়া হয়। দিল্লি এইমসে তাঁর চিকিৎসার জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। সেখানে ভর্তি হওয়ার পর তাঁর শরীর থেকে 'ফ্লুইড' বের করা হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। যদিও কলকাতার হাসপাতালেও তাঁর শরীর থেকে 'ফ্লুইড' বের করা হয়েছিল।

প্যানক্রিয়াসের সমস্যা নিয়ে কলকাতার এক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় অভিজিৎকে। বিজেপির সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু তমলুক সাংসদের শারীরিক বিষয়টির দেখভাল করছেন।

মোদি-ভাগবত বৈঠকেই চূড়ান্ত হতে পারে নাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : বিহার বিধানসভা ভোটের ঢাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাঠি পড়ার আগেই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার উত্তরসূরী বেছে নিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেক্ষেত্রে জুলাইয়ে ঘোষণা হতে পারে বিজেপির পরবর্তী সর্বভারতীয় সভাপতির নাম। আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের বৈঠক হওয়ার কথা। দলীয় সূত্রে খবর, সেখানেই চূড়ান্ত হতে পারে পরবর্তী বিজেপি সভাপতির নাম। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তুতি।

তবে এবার স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক দেরিতে নাম ঘোষণা হতে চলেছে। সাধারণত বিজেপি সভাপতি নির্বাচনে এত দেরী হয় না। কিন্তু এবার ব্যতিক্রম ঘটছে। দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার

নাড্ডার উত্তরসূরি

কারণেই এই বিলম্ব হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। পর্যবেক্ষকদের একাংশের মত, মোদি-শা-র ঘনিষ্ঠ হবেন না কি আরএসএসের কাছের লোক, কার হাতে বিজেপির ব্যাটন তুলে দেওয়া হবে তা নিয়ে টানাপোড়েনের কারণেই এই নজিরবিহীন বিলম্ব।

নাড্ডার উত্তরসূরী হিসেবে একাধিক নাম ঘুরপাক খাচ্ছে। তাঁদের মধ্যে মহিলা মুখও রয়েছেন। জাতপাতের হিসেবও মাথায় রাখা হচ্ছে। সবথেকে বড় কথা, যিনি পরবর্তী বিজেপি সভাপতি হবেন তাঁর হাতে বিহার তো বটেই, সামনের বছর পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, অসমের মতো একাধিক রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে নেতৃত্ব দিতে হবে। তাই শেষমেশ কার ভাগ্যে শিঁকে ছিঁড়বে সেটা নির্ভর করছে মোদি-ভাগবত বৈঠকে।

বিজেপির সভাপতি নির্বাচনে নাগপুরের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরএসএসের ছাড়পত্র ছাড়া কোনও প্রার্থীর নামই চূড়ান্ত হয় না। তাছাড়া সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচনের অংশ হিসেবেই দেশের অর্ধেক রাজ্যে দলের সাংগঠনিক নির্বাচন হওয়া আবশ্যক। জুলাইয়ের ৪ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে, দিল্লিতে আরএসএস এর প্রাদেশিক প্রচারকদের বিশেষ বৈঠক, যা চলবে ৭ জুলাই পর্যন্ত।এই বৈঠকে শীর্ষ নেতৃত্বও উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে এবং সেখানেও নতুন সভাপতির বিষয়টিও আলোচনায় আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিয়ে সারলেন অ্যামাজন কর্তা

ভেনিস, ২৮ জুন : ব্যক্তিগত অতীতকে কি ভুলতে চাইছেন মার্কিন সাংবাদিক লরেন স্যাঞ্চেজ? না হলে কেন তিনি জেফ বেজোসের সঙ্গে যৌথ জীবনে প্রবেশের পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুছে ফেললেন নিজের সমস্ত ইনস্টাগ্রাম পোস্ট!

শুক্রবার (২৭ জুন) ইতালির ভেনিস শহরে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে বিয়ে হয়েছে বেজোস ও স্যাঞ্চেজের। সান জর্জিও মাগিওর দ্বীপে এই রাজকীয় বিয়ের আসর বসেছিল। কিন্তু বিয়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের ভোল বদলে দেন। নিজের সব পুরোনো ছবি মুছে দিয়ে রেখে দেন কেবল দুটি পোস্ট— বিয়ের দিনের ছবি। এছাড়া নিজের নামও বদলে ফেলেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে তাঁর হ্যান্ডেলের নাম এখন 'লরেন স্যাঞ্চেজ বেজোস'।

একটি পোস্টে স্যাঞ্চেজ লিখেছেন, 'এটা শুধু একটা গাউন নয়, একখণ্ড কবিতা। ধন্যবাদ ডলসে অ্যান্ড গাবানা—তোমাদের জাদুকে কুর্নিশ।' এই পোস্টে তাঁর বিয়ের প্রস্তুতির মুহূর্ত এবং কনেবউয়ের সাজে তিনটি ছবি দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় পোস্টটি স্যাঞ্চেজ-বেজোসের বিয়ের প্রথম ছবি। সেখানে নতুন বউয়ের কোমর জড়িয়ে রয়েছেন বেজোস। দু'জনের মুখই হাসিতে ভরা। ছবির ক্যাপশনে লেখা— '০৬/২৭/২০২৫'।

ভয়ে 'ড্যাডি'র কাছে, নেতানিয়াহুকে খোঁচা ইরানের মন্ত্রীর

নিহতদের শেষযাত্রায় তেহরানে জনজোয়ার

তেহরান, ২৮ জুন : ইরান-ইজরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি শুরু হওয়ার পর নজিরবিহীন জনজোয়ারের সাক্ষী হল তেহরান। শনিবার ইরানের রাজধানী শহরের রাজপথে ভিড় জমিয়ে ছিলেন কয়েক লক্ষ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন তেহরানে এসেছিলেন ইজরায়েলি হামলায় নিহত সেনা আধিকারিক এবং পরমাণু বিজ্ঞানীদের শেষযাত্রার শরিক হতে।

তাঁদের পরনে ছিল শোকের প্রতীক কালো পোশাক। অনেকের হাতে ইরানের জাতীয় পতাকা, নিহতদের ছবি এবং ইজরায়েল-বিরোধী প্ল্যাকার্ড দেখা গিয়েছে। এক সরকারি মুখপাত্র জানিয়েছেন, ইজরায়েলের অপারেশন রাইজিং লায়নে ইরানের একাধিক সেনা কমান্ডার সহ প্রায় ৬০ জন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের ১৪ জন শীর্ষস্থানীয় পরমাণু বিজ্ঞানী। তাঁদের সকলের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়েছে শনিবার।

ইজরায়েলি হানায় নিহত সেনাকর্তা, পরমাণু বিজ্ঞানীদের শেষযাত্রায় মানুষের ঢল। তেহরানে।

সকাল ৮টায় শুরু হয় শেষযাত্রা। যাত্রা শেষে মধ্য তেহরানের এনঘেলাব স্কোয়ারে সার দিয়ে রাখা হয়েছিল মৃতদের কফিনগুলি। প্রতিটি কফিন মোড়া ছিল জাতীয় পতাকায়। কফিনের ওপর মৃতদের ছবিও রাখা হয়ে ছিল। নিহতদের শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় জমিয়েছিলেন অগণিত সাধারণ মানুষ। নিহত কমান্ডারদের সামরিক সম্মান জানায় সেনাবাহিনী। উপস্থিত ছিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সহ গোটা মন্ত্রীসভা এবং শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা। তবে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে সেখানে দেখা যায়নি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, ইজরায়েলের হামলায় কমপক্ষে ৬২৭ জন সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। শোকের আবহেও ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগাচি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মহান ও শক্তিশালী ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে বাঁচতে ড্যাডির কাছে ছুটেছিল ইজরায়েল। ওরা যদি আবার একই ভুল করে তাহলে ইরান নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনে দ্বিধা করবে না। তখন ইরানের শক্তি সম্পর্কে কোনও ধোঁয়াশা থাকবে না।'

সম্প্রতি ট্রাম্পকে মুখ ফসকে 'ড্যাডি' বলে ডেকে ফেলেছিলেন এক ন্যাটো কর্তা। তারপর থেকে সমাজমাধ্যমে ট্রাম্পের নাম হয়ে গিয়েছে ড্যাডি। ফলে ইরানি বিদেশমন্ত্রীর পোস্টে ড্যাডি শব্দটি কাকে উদ্দেশ করে লেখা তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। আরাগাচি আরও লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি সত্যিই চুক্তি করতে আগ্রহী হন তাহলে তাঁকে আমাদের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই সম্পর্কে অসম্মানজনক বয়ান জারি থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ, এই ধরনের মন্তব্য তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুগামীর মনে আঘাত করেছে।'

বিষক্রিয়ায় মৃত ৫ বাঘ

বেঙ্গালুরু, ২৮ জুন : বেঙ্গালুরুর হুজিয়াম ফরেস্ট রেঞ্জ থেকে উদ্ধার হয়েছে এক বাঘিনী ও চারটি শাবকের দেহ। বৃহস্পতিবারের ঘটনায় তদন্তে নেমেছে বন দপ্তর। তদন্তে উঠে এসেছে, বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে বাঘিনী ও শাবকদের। বাঘগুলির দেহের কিছু দূরে পাওয়া গিয়েছে একটি গোরুর দেহ। সেটি পরীক্ষা করে বিষের সন্ধান পেয়েছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের অনুমান, স্থানীয় বাসিন্দা মাদারাজুর পোষা গোরু শিকার করেছিল বাঘিনী। প্রতিশোধ নিতে আধখাওয়া গোরুর সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মাদারাজু ও তাঁর দুই সঙ্গী। বাঘিনী ও শাবকরা আবার গোরুর বাকি অংশ খেতে ফিরে এসেছিল। সেই সময় বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয় ৫টি বাঘের। গ্রেপ্তার করা হয়েছে মাদারাজু সহ ৩ জনকে।

হিমাচলের কাজায় স্পোর্টস কমপ্লেক্সের উদ্বোধনে কিরেন রিজিজুর সঙ্গে কঙ্গনা রানাওয়াত। শনিবার।

‘সুপার স্লুথ’ পরাগ র-এর নয়া প্রধান

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা ‘রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং’ (র)-এর নতুন প্রধান হচ্ছেন পরাগ জৈন। ১৯৮৯ ব্যাচের এই পঞ্জাব ক্যাডারের অফিসার আগামী ১ জুলাই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি রবি সিনহার স্থলাভিষিক্ত হবেন, যাঁর মেয়াদ ৩০

জুন শেষ হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি শনিবার পরাগকে পরবর্তী ‘র’ প্রধান হিসাবে বেছে নিয়েছে।

গোয়েন্দা মহলে ‘সুপার স্লুথ’ বা ‘দুঁদে গোয়েন্দা’ হিসাবে পরিচিত পরাগ মানব গোয়েন্দা (হিউমিন্ট) ও প্রযুক্তিনির্ভর গোয়েন্দা তথ্য (টেকহিন্ট)-এর সমন্বয়ে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এই দক্ষতার জোরেই তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন অভিযানে সাফল্য পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন কর্তারা।

অপারেশন সিঁদুর অভিযানেও বিরাট ভূমিকা ছিল পরাগের। ওই অভিযানে তাঁর নেতৃত্বে অ্যাভিয়েশন রিসার্চ সেন্টারের সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটির ওপর নিখুঁত ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। হামলাটি ক্ষণস্থায়ী হলেও এর পিছনে ছিল দীর্ঘ সময় ধরে পরাগের তৈরি করা গুপ্তচর নেটওয়ার্ক। জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি দমন অভিযানে দীর্ঘদিন থাকার অভিজ্ঞতাও অপারেশন সিঁদুরে কাজে লেগেছিল পরাগের।

ভাটিন্ডা, হোশিয়ারপুর ও মানসা জেলা পুলিশে কর্মরত থাকাকালীন দক্ষতার সঙ্গে খালিস্তানপন্থী সন্ত্রাসের মোকাবিলা করেছিলেন পরাগ। লুধিয়ানার ডিআইজি থাকাকালীন পাকিস্তান থেকে মাদকের চোরাচালান আটকাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। এরপর জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদের সময় ও বালাকোট অভিযানে গোয়েন্দা কার্যক্রমে অংশ নেন পরাগ। বর্তমানে তিনি ‘র’-এর ড্রোন ও আকাশ-নজরদারি শাখা ‘অ্যাভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার’-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত।

পরাগ অত্যন্ত সাদামাঠা ও ধীরস্থির স্বভাবের অফিসার হিসাবে পরিচিত। কানাডা ও শ্রীলঙ্কায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা গিয়েছে এই আইপিএস অফিসারকে। কানাডায় থাকাকালীন সেখানে খালিস্তানি আন্দোলনের পুনরুত্থান নিয়ে আগেভাগে সতর্কও করেছিলেন দিল্লিকে।

আইফোনের লোভে খুন

বাহরাইচ, ২৮ জুন : উচ্চমানের রিল বানাতে দরকার ছিল একটা আইফোনের। সেই আইফোনের লোভে একেবারে খুনোখুনি করে বসল দুই নাবালক। আইফোন চুরি করতে গিয়ে আর এক কিশোরকে নৃশংসভাবে খুন করল তারা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচ জেলার নাগাউর গ্রামে।

নিহত কিশোরের নাম শাদাব (১৯)। সে বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা হলেও সম্প্রতি গ্রামের বাড়িতে এসেছিল মামার বিয়েতে যোগ দিতে। ২০ জুন রাতে দুই কিশোর শাদাবকে ‘রিল বানানোর’ নাম করে গ্রামের বাইরের এক নির্জন জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানেই ছুরি দিয়ে গলা কেটে ও পরে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে তাকে খুন করা হয়।

পরের দিন (২১ জুন) শাদাব নিখোঁজ থাকায় পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর গ্রামের বাইরে একটি পরিত্যক্ত টিউবওয়েলের পাশে তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়।

বাহরাইচ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রমানন্দ কুশওয়াহা জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্তে উঠে আসে দুই কিশোরের নাম, যাদের বয়স মাত্র ১৪ ও ১৬ বছর। ৪ দিন আগেই তারা এই হত্যার পরিকল্পনা করে, লক্ষ্য ছিল শাদাবের আইফোন। ধৃত দুই কিশোর জেরায় জানিয়েছে, ভালো মানের রিল বানানোর জন্য উন্নত ক্যামেরাওয়ালা ফোনের প্রয়োজন ছিল। সেই কারণেই তারা শাদাবকে হত্যা করে ফোনটি ছিনিয়ে নেয়।

দিল্লিতেও ‘দুয়ারে সরকার’

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : উঠতে বসতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বিজেপি। অথচ তৃণমূলনেত্রীর দেখাদেখি এবার দিল্লির বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ‘দুয়ারে সরকার’ চালু করতে চলেছে। তবে নাম বদলে দিয়েছে রেখা গুপ্তার সরকার। রাজধানী জুড়ে ‘কমন সার্ভিস সেন্টার’ চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দিল্লি সরকারের সূত্র অনুযায়ী, রাজধানীতে এখন ডোরস্টেপ ডেলিভারি প্রকল্পের পরিবর্তে মহল্লাভিত্তিক জনসেবা কেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

আম আদমি পার্টির প্রশংসিত ‘ডোরস্টেপ ডেলিভারি স্কিম’ এখন অতীত হতে চলেছে। তার জায়গায় দিল্লির বিজেপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার গড়ে তুলতে চলেছে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের ধাঁচে ‘কমন সার্ভিস সেন্টার’ (সিএসসি) বা ‘জনসেবা কেন্দ্র’। ২০১৮ সালে দিল্লিতে চালু হয়েছিল ‘ডোরস্টেপ ডেলিভারি স্কিম’, যাতে নাগরিকেরা বাড়িতে বসেই ১০০-রও বেশি সরকারি পরিষেবা পেতেন। কিন্তু ২০২৩ সালের নভেম্বরে এই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দিল্লিতে যা হতে চলেছে, সেটি কার্যত বাংলার ‘দুয়ারে সরকার’-এরই কপি। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ২০২০ সালেই ‘দুয়ারে সরকার’ চালু করে সাড়া ফেলে দেয়। পঞ্চায়েত থেকে শহর, প্রতিটি ওয়ার্ডে গিয়ে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছে প্রশাসন। কৃষকবন্ধু, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী সব প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন হয় নাগরিকের নিজের এলাকাতেই। দেখা যাচ্ছে, বিজেপি সরকার সেই ব্যবস্থাকেই নিজেদের মতো করে তুলে আনতে চাইছে দিল্লিতে। এক তৃণমূল নেতার মতে, বিজেপি যতই ‘ডিজিটাল ভারত’, ‘স্মার্ট গভর্নেন্স’ বলুক না কেন, শেষমেশ মাটির কাছাকাছি পৌঁছাতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘দুয়ারে সরকার’ মডেলই বাস্তবসম্মত।

তৃণমূলের এক মুখপাত্রের মন্তব্য, ‘যা আমরা ২০২০ সালেই শুরু করেছি, বিজেপি ২০২৫-এ এসে সেই পথ নকল করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারে সরকারের সফলতার ফলেই আজ সারা দেশ এই মডেল অনুসরণ করছে। এটা বাংলার মানুষের জন্য গর্বের বিষয়।’

রাজস্থানে খোঁজ মিলল ৪,৫০০ বছরের প্রাচীন সভ্যতার

দীগ (রাজস্থান), ২৮ জুন : রাজস্থানে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে পেল ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ। গত বছর জানুয়ারি থেকে রাজস্থানের দীগ জেলার বাহাজ গ্রামে খোঁড়াখুঁড়ি চালানো হচ্ছিল। তাতে প্রায় আটশোর বেশি ভূতাত্ত্বিক নির্দশন মিলেছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের। সন্ধান মিলেছে প্রায় ২৩ মিটার গভীর একটি নদীখাতেরও, যার সঙ্গে ঋগবেদে বর্ণিত সরস্বতী নদীর যোগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজে যে ৮০০-রও বেশি নিদর্শন মিলেছে, তার মধ্যে রয়েছে হরপ্পা-উত্তর যুগের মৃৎপাত্র, ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীনতম সিল, তামার মুদ্রা, যজ্ঞকুণ্ড, মৌর্য যুগের মূর্তি, শিব-পার্বতীর মাটির মূর্তি এবং হাড় দিয়ে তৈরি নানা যন্ত্রপাতি।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই স্থানে হরপ্পা-উত্তর যুগ, মহাভারতের যুগ, মৌর্য যুগ, কুষাণ যুগ এবং গুপ্ত যুগ—এই পাঁচটি আলাদা সময়ের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, ব্রজ অঞ্চল বহু যুগ ধরে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

এএসআই-এর খনন প্রকল্প প্রধান পবন সারস্বত বলেন, ‘খননের সময় যে নদীখাত পাওয়া গিয়েছে, তা সরস্বতী নদীর শাখা হতে পারে। এই নদীখাত প্রাচীন মানববসতির জলের উৎস হিসাবে কাজ করত এবং ব্রজ ও মথুরা অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।’

খননকাজে পাওয়া গিয়েছে মহাভারতের যুগের হবন কুণ্ড, যেগুলিতে যাগযজ্ঞের চিহ্ন ও চিত্রকর্ম রয়েছে। মৃৎপাত্রগুলিতেও সেই সময়কার জীবনযাত্রার ছাপ স্পষ্ট। এছাড়া প্রায় ১৫টি যজ্ঞকুণ্ড ও শিব-পার্বতীর মাটির মূর্তিগুলি সেই সময়ের শক্তি ও ভক্তিধারার পরিচয় বহন করে।

প্রাপ্ত নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে গুপ্ত যুগের স্থাপত্য ঘরানার কাদামাটির দেওয়াল ও স্তম্ভ, ধাতু গলানোর চুল্লি, যা থেকে স্পষ্ট, এখানে তামা ও লোহা প্রক্রিয়াকরণ চলত। ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের একটি মূর্তির অংশও উদ্ধার হয়েছে খোঁড়াখুঁড়ির সময়, যাকে মৌর্য যুগের মাতৃমূর্তির মাথা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এর সঙ্গে হাড় দিয়ে তৈরি সূচ, চিরুনি এবং ছাঁচও পাওয়া গিয়েছে, যা এই আকারে ভারতে এর আগে কখনও মেলেনি। পাশাপাশি পাওয়া গিয়েছে শঙ্খের বালা, রত্নপাথরের দানা ইত্যাদি। এগুলি সেই সময়ের বাণিজ্য ও সৌন্দর্যচর্চার পরিচায়ক। এছাড়া একটি মানুষের কঙ্কালও উদ্ধার হয়েছে। সেটিকে ইজরায়েলে পাঠানো হয়েছে তার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে।

পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞদের মতে, এই খননের ফলাফল রাজস্থান তো বটেই, এমনকি গোটা উত্তর ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বুঝতে বিস্তর সাহায্য করবে। এই এলাকাকে জাতীয় পুরাতাত্ত্বিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণার প্রস্তাবও ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রককে।

তন্ত্রসাধনার বলি, সন্দেহে বঙ্গের তরুণী

বেঙ্গালুরু, ২৮ জুন : পোষা কুকুরের গলা কাটা দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে। পুলিশের সন্দেহ তন্ত্রসাধনার জন্য ল্যাব্রাডরটিকে বলি দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় সন্দেহের তিরে কুকুরের মালিক এক তরুণী। ঘটনাচক্রে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। নাম ত্রিপর্ণা পাইক। তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশের সন্দেহ ত্রিপর্ণা গা ঢাকা দিয়েছেন।

খবর, তাঁর ফ্ল্যাটে কুকুরের মৃতদেহ ছাড়া আরও ২টি কুকুরকে জীবন্ত উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে এমন কিছু জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে যা দেখে মনে হচ্ছে তন্ত্রসাধনা করছিলেন ত্রিপর্ণা। পোষা ল্যাব্রাডরের পর অন্য কুকুরগুলিকেও বলি দেওয়া হত। ত্রিপর্ণার ফ্ল্যাট থেকে পচা গন্ধ পান প্রতিবেশীরা। খবর যায় পুরসভায়। পুর আধিকারিকরা ঘরের দরজা ভেঙে কাপড়ে মোড়া কুকুরটির পচা-গলা দেহ উদ্ধার করেন। পোষ্যটির গলায় ছুরির গভীর কোপের চিহ্ন রয়েছে। ওই ঘরেই চেনে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায় দুটি জীবিত কুকুর। ময়নাতদন্তে জানা গিয়েছে, চারদিন আগে মৃত্যু হয়েছে ল্যাব্রাডরটির। প্রথমে কুকুরটিকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছিল। তারপর গলা কাটা হয়েছে। ঘরে বেশ কিছু দেবদেবীর ছবি, তন্ত্রসাধনার পদ্ধতি, মন্ত্র লেখা কাগজ পাওয়া গিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে

বেঙ্গালুরুর ফ্ল্যাটে কুকুরের দেহ

তরুণীর মানসিক অবস্থা নিয়েও। পশু বিরোধী নিষ্ঠুরতা এবং হত্যা সংক্রান্ত আইনের বিভিন্ন ধারায় পশ্চিমবঙ্গের তরুণীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। তাঁর গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব হয়েছে পশুপ্রেমী সংগঠনগুলি। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘মনে হচ্ছে ল্যাব্রাডরের মালকিন তন্ত্রসাধনা করতেন। পোষ্যটিকে বলি দেওয়া হয়েছে। ওই তরুণী পলাতক।’

চলে গেলেন ‘কাঁটা লাগা গার্ল’

মুম্বই, ২৮ জুন : মাত্র ৪২ বছরেই জীবনের সব হিসেব চুকিয়ে দিলেন ‘কাঁটা লাগা গার্ল’ শেফালি জরিওয়ালা। শুক্রবার রাতে আন্ধেরিতে তাঁর বাসভবনে শারীরিক অসুস্থতার কথা বলতে স্বামী পরাগ ত্যাগী ও আরও তিনজন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মুম্বাইয়ের বেলভিউ সুপার স্পেশিয়ালিটি হসপিটালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা সেখানেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। কোনও কোনও সূত্র বলেছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেফালির মৃত্যু হয়েছে, তবে সরকারিভাবে তাঁর মৃত্যুর কারণ এখনও জানানো হয়নি। মুম্বাই পুলিশ এর তদন্ত শুরু করেছে। তাঁর মরদেহ শনিবার সকালে কুপার হসপিটাল মর্গে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো হয়েছে। একটি মেডিকেল টিম ও ফোরেনসিক টিম শেফালির বাড়িতে গিয়েছে প্রমাণ সংগ্রহে। অভিনেত্রীর এই অকাল মৃত্যুর পিছনে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা আছে কি না তারা তা খতিয়ে দেখছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানিয়েছে মৃত্যুর পাঁচ ঘণ্টা আগে শেফালিকে তাঁর পোষ্যকে নিয়ে হাঁটতে দেখা গিয়েছে। আবার রাতেই বাড়িতে মৃত অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। ফলে তাঁর মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশ তাঁর বাড়ির রাঁধুনি ও পরিচারিকাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তবে তাদের বক্তব্য এটি নিয়মমাফিক তদন্ত। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। এখনও কেউ কারওর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেনি, তবু পুলিশ কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। আর এক সূত্র থেকে জানা গিয়েছে শেফালি বয়স কমানোর উদ্দেশে অ্যান্টি এজিং ট্রিটমেন্ট করাচ্ছিলেন। এর

জন্য ব্যবহৃত ওষুধে ভিটামিন সি ও গ্লুয়াথিয়োন থাকে। এক চিকিৎসকের বক্তব্য, ‘ এই ওষুধের জন্য হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ’

২০০২ সালের ইন্ডি পপ ‘কাঁটা লাগা’ গানে আকর্ষণীয় নাচের স্টাইল দেখিয়ে জনমানসে আলোড়ন তুলেছিলেন শেফালি। ২০০৩-এ তিনি ব্রেক আউট স্টার-এর তকমা পান—প্রিয়াংকা চোপড়া, লারা দত্ত, শাহিদ কাপুরদের হারিয়ে। ওঁরা সকলেই ওই বছর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। প্রায় ৩৫ টি মিউজিক ভিডিওতে কাজ করেছিলেন শেফালি। মুঝসে শাদি করোগে ছবিতে ক্যামেও করেছিলেন তিনি সলমন খান, অক্ষয় কুমার ও প্রিয়াংকা চোপড়ার সঙ্গে। তারপর শেফালি মানে বিক্ষিপ্তভাবে নাচ বলিয়ে , বুগি উগি-তে আসা, দক্ষিণী ছবিতে অভিনয়, বিগ বস ১৩-এ অংশ নেওয়া এবং হাতে গোনা দু একটা ওয়েব সিরিজে অভিনয়। এই এলোমেলো কেরিয়ারের কারণ হিসেবে তিনি ২০২০ সালে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘১৫ বছর বয়সে আমার এপিলেপসি ধরা পড়ে। তখন পড়াশোনা করি। নানা চাপ, উৎকণ্ঠায় ক্লাসরুমে, বাড়িতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছি বারবার। এ জন্য আত্মবিশ্বাস চলে গিয়েছিল। আমি অভিনয় থেকেও সরে আসি। ১৫ বছর ধরে এই অবস্থা চলেছিল। ’

২০০৪ সালে শেফালি বিয়ে করেন মিউজিক কম্পোজার মিট ব্রাদার্স-এর হরমিত সিংকে। তাঁদের বিচ্ছেদ হয় ২০০৯-এ। নাচ বলিয়ে-তে তাঁর সঙ্গী পরাগ ত্যাগীকেই ভালোবেসে ২০১৪-তে বিয়ে করেন। সন্তান না থাকায় তিনি কন্যাসন্তান দত্তক নিতে চেয়েছিলেন। গোড়ায় স্বামী পরাগের আপত্তি থাকলেও পরে তিনি রাজি হন। শেফালির মৃত্যুতে আশিষ বিদ্যার্থী, আলি গনি, মিকা সিং প্রমুখ শোকপ্রকাশ করেছেন।

কাঁটা লাগা তাঁকে বিখ্যাত করেছিল। ২০২০-তে গর্বের সঙ্গে শেফালি বলেছিলেন, ‘ এই পৃথিবীতে একটাই কাঁটা লাগা গার্ল থাকবে, তা আমি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাই থাকতে চাই।’ সত্যিই তো, তিনি ছাড়া কাঁটা লাগা গার্ল কেউ হতে পারেননি, কেউ পারবেনও না।

শোনার মানুষ

এও এক বোকা বুড়োর গপ্পো। বলিয়ে-কইয়ে মানুষ তো অনেক আছেন। কিন্তু শোনার মানুষ কই! ইনি শোনার মানুষ। ইনি শুধু শুনতে চান।

কালো টুপির নীচে ধবধবে সাদা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো মুখে স্মিত হাসি নিয়ে বসে আছেন পার্কে। সামনে কাঠের টেবিল, দু’টি চেয়ার। আর পাশে একটা বোর্ড। তাতে লেখা: ‘ইউ আর নট অ্যালোন। আই উইল লিসন।’ (তুমি নিঃসঙ্গ নও। আমি তোমার কথা শুনব।)

বাহ! এমন অফার তো এখন কফিশপেও মেলে না। বৃদ্ধ মানুষটা ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনবেন, তাও আবার বিনা দক্ষিণায়! যে পৃথিবীতে সময়ের অপচয়কে নিছক বিলাসিতা বা বোকামি বলে মনে করা হয়, সেখানে তিনি এভাবে অন্যের জন্য অকাতরে সময় বিলিয়ে যাওয়ার শক্তি পান কোথা থেকে!

এই ভদ্রলোকের নাম পল জেনকিনসন। বয়স সত্তর ছুঁয়েছে। সারাজীবন ছিলেন সমাজকর্মী। এখন অবসর কাটাচ্ছেন কানাডার নানা শহরে ঘুরে

ঘুরে। শুধু একা মানুষদের কথা শোনার জন্য!

না না, কাউন্সেলিং নয়। মোটেই তিনি উপদেশ দেন না কাউকে। ঘড়িকে ছুটি দিয়ে শুধু শুনে যান নিঃসঙ্গ মানুষের কথা— মনপ্রাণ দিয়ে, নির্বিচারে। কেউ কাঁদছে, কেউ বকছে, কেউ ঘর গড়ার স্বপ্নের কথা বলছেন, কারও কথায় আবার ঘর ভাঙার শব্দ। পল শুধু বসে থাকেন, আর শুনে যান।

ভাবছেন, এ আবার কেমন কাজ? আসলে অনেকেরই অনেক কথা বলার থাকে। কিন্তু শোনার মতো লোক থাকে না। কথা জমতে জমতে মন পাহাড়ের মতো ভারী হয়ে যায়। হাতে ফোন, পর্দায় ফেসবুক। সেখানে অবিরত কথা উগরে দেন অনেকেই। কিন্তু মন খুলে কথা কি সেখানেও বলা যায়! না।

যাঁরা নানা কারণে মনের কথা বলতে দ্বিধা করেন, তাঁদেরই দরকার হয় পলের মতো একজনকে। যিনি অচেনা মানুষকেও অবলীলায় বলতে পারেন, ‘আমি কান পেতে রই...কোন গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে—বারে বারে।’

না, পল আপনাকে বদলে দেবেন না। তবে হয়তো নিজের কথাগুলি বলার পর একটু হালকা লাগবে আপনার। মনের ভার কমে গেলে হাঁটাও একটু সহজ হয়। তাই যদি কখনও কানাডার পার্কে হাঁটতে বেরিয়ে পলের দেখা পান, খবর দেবেন অন্যদের। কে বলতে পারে, এমন বোকা বুড়োর সান্নিধ্য পেলে কোনও নিঃসঙ্গ মানুষের জীবনের গল্প আলোর পথে মোড় নেবে না!

অফবিট

ব্রাজিলে চিনির রাস্তা

ব্রাজিল আবারও বুঝিয়ে দিল, মাথা খাটালে কী দারুণ সব কাজ করা যায়! এবার তারা বানাচ্ছে রাস্তা—চিনির বর্জ্য দিয়ে! হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন। আখ মাড়াইয়ের পর যে ছিবড়ে আমরা ফেলে দিই, সেগুলিকে দিয়েই তৈরি হচ্ছে শক্তপোক্ত, পরিবেশবান্ধব আর টেকসই রাস্তা। রাস্তা বানাতে বিটুমিনের বদলে আখের ছাই ব্যবহার করছেন ব্রাজিলীয় নির্মাণ শ্রমিকরা।

এই অভিনব পদ্ধতিতে শুধু বর্জ্যই কমছে না, বরং প্রকৃতি বাঁচানোর দিকেও একটা বড় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। যেটা আগে ফেলনা ছিল, এখন সেটাই হয়ে উঠেছে রাস্তা তৈরির কাঁচামাল। চিনির ছাই পিচে মেশালেই সেটা হয়ে যাচ্ছে লোহার মতো মজবুত।

কৃষিজ বর্জ্য দিয়ে রাস্তা বানানো মানে একদিকে যেমন খরচ কমছে, অন্যদিকে দূষণও নিয়ন্ত্রণে আসছে। পৃথিবীকে দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে নানা ফন্দিফিকির বের করছেন বিজ্ঞানীরা। সেদিক থেকে ব্রাজিলের এই মিষ্টি রাস্তা বানানোর ভাবনাটাই যথেষ্ট মিষ্টি! তা-ই না?

এখন থেকে ব্রাজিল শুধু কফি আর সাম্বার জন্য নয়, চিনির রাস্তার জন্যও আলোচ্য হয়ে উঠবে। তবে সেই রাস্তায় হাঁটার জন্য পথচারীদের রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়বে কি না, তা জানা যাচ্ছে না!

এখানে চুপিচুপি আরও একটা কথা বলা যায়। ভারত তো বর্তমানে আখ থেকে চিনি উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তাহলে তারাই বা কেন আখের ছিবড়ে দিয়ে খানাখন্দে ভরা রাস্তাগুলিকে নতুন করে বানানোর কথা ভাববে না!

অন্তঃসত্ত্বার পেটে অ্যাসিড ঘষে কাঠগড়ায় নার্স

মুম্বই, ২৮ জুন : পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে প্রায়ই সুর চড়ান বিজেপির নেতামন্ত্রীরা। কিন্তু এবার বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রের একটি সরকারি হাসপাতালে এক প্রসূতি মায়ের সঙ্গে যা ঘটেছে তাতে রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুক্রবার জালনা জেলার ভোকারদান গ্রামীণ হাসপাতালে সন্তান প্রসবের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন খাপারখেড়া গ্রামের বাসিন্দা শীলা ভালেরাও। প্রসবের সময় তাঁর তলপেটে মেডিকেল জেলি ভেবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঘষে দেন কর্তব্যরত নার্স। তার ফলে ওই প্রসূতির তলপেটের চামড়া পুড়ে যায়। গোটা ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় হাসপাতালে। স্বাস্থ্য দপ্তর এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

শীলাদেবী অবশ্য ওই অবস্থাতেই একটি ফুটফুটে সুস্থ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। কীভাবে মেডিকেল জেলির জায়গায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে কর্তব্যরত নার্স কীভাবে মেডিকেল জেলি এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মধ্যে ফারাক না করেই সেটি প্রসূতির তলপেটে ঘষে দিলেন তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নার্সের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে।

হাসপাতালের একটি সূত্র জানিয়েছে, ওষুধের ট্রেতে একজন সাফাইকর্মী ভুল করে অ্যাসিড রেখে দিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে ওই সাফাই কর্মীর বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। ডিস্ট্রিক্ট সিভিল সার্জেন ড. আরএস পাতিল বলেন, ‘এটা দায়িত্বে অবহেলার বিষয়। তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

চিংড়ি মাছের হৃৎপিণ্ড আমাদের মতো বুকের ভেতর থাকে না। থাকে তাদের মাথায়।

লেখালেখি

পড়া গল্পের আমার মতে সেরা চরিত্র যাকে কখনও ভুলব না।

এই প্রসঙ্গ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে তোমার ছবি, স্কুলের নাম, ক্লাস আর তোমার ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

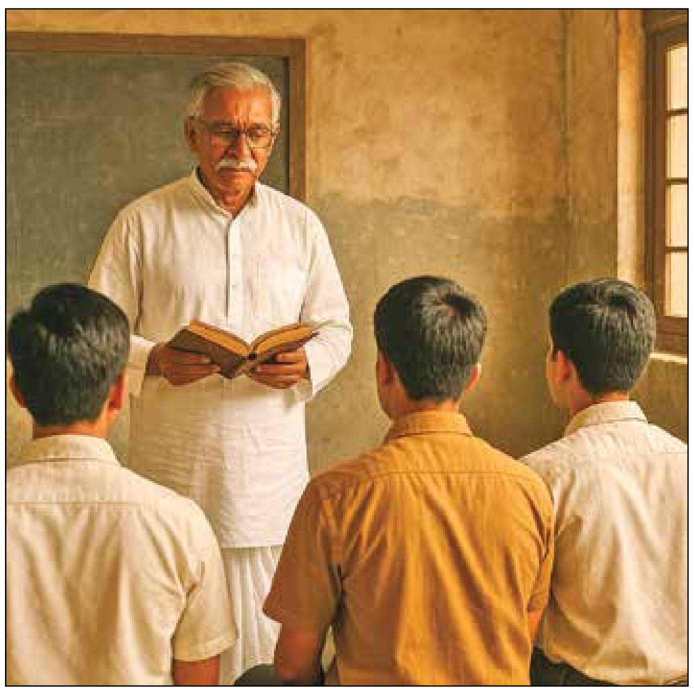

বিতান স্যরের ক্লাসরুম

নবনীতা সান্যাল

এক

আজ বিশ্বকর্মাপুজো। গত দু'দিন থেকে বৃষ্টি আর নেই। সকাল থেকেই নীল আকাশে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘ। সকালটা কী সুন্দর ঝকঝকে, আর মন ভালো করা। পিকু হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, আজ স্যর না পড়ালেও তো পারতেন। আজ আবার টেন্স ধরবেন, বলে রেখেছেন। বুকটা ধক করে উঠল পিকুর। জিভটা তেতো হয়ে গেলো। ধ্যাৎ! না পারলে আবার একই জিনিস বারবার লেখাবেন।

পিকুরা ঘরে ঢুকতেই দেখল বড় চেয়ারটায় স্যর বসে আছেন। আজ তাঁর মুড খুব ভালো। এমনিতে স্যর তেমন বকাঝকা করেন না। তবে বিগড়ে গেলে তো আর বলা যায় না, মুড বলে কথা। যাক, আজ তাহলে পড়া ধরার ব্যাপারটা ঠিক কায়দা করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। এ নিয়েই ফিশফিশ করে ওরা আলোচনা করছে। তখনই দেখল, স্যর ওদের দিকে চশমার নীচ দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, আর চোখ পিটপিট করছেন। এর মানে হল, স্যর যে কোনও সময় অদ্ভুত প্রশ্ন করে ঝামেলায় ফেলে দিতে পারেন।

ফাজিল বিভুর সবটাতে তাড়াহুড়ো। সে বলে বসল, 'স্যর, আজ না পড়লে হয় না... কী সুন্দর দিনটা।'

স্যর অমনি মুচকি হেসে বললেন, 'বেশ, আজ তাহলে লেখ...।'

সিরিয়াস রিজু মাথাটা হেলিয়েছিল। শেষে টপিক শুনে সে অবধি চমকে উঠল। ওদিকে, স্যর তখন বলে চলেছেন, 'নীল আকাশ, কালো জাল আর আটকে থাকা সাদা একটা ঘুড়ি'- এই নিয়ে লিখতে হবে। মোট নম্বর ৩০। বাংলা ও ইংরেজিতে লিখতে হবে। লেখাটা ঘটমান বর্তমান মানে প্রেজেন্ট কন্টিনুয়াস টেন্স -এ লিখতে হবে। সময় পাক্কা তিরিশ মিনিট।'

পক্কেশ অপু এবার একটু জোরেই বলে উঠল, 'আহাহা, কী কম্বিনেশন স্যর! আর তেমনি নম্বর ও সময়ের হিসেব, একেবারে যেন সম্পূরক।' স্যর ঘর থেকে চলে যেতে যেতে ঘুরে গিয়ে ওদের দেখে একটু হেসে, আবার চোখ পিটপিট করলেন, বললেন, 'একটা খাতাও যেন আরেকটার মতো না হয়, তাহলেই দিনটা এরকম সুন্দর আর থাকবে না, মনে রাখিস।'

স্যর চলে গেলে ডেঁপো সুজয় বলে উঠল, 'ভাই, এমনি এমনি কী আর বাড়ির নাম 'গল্প বিতান।' -- কোত্থেকে যে আমদানি করে এইসব।' পিকু বলল, 'চেপে যা.. . একবার 'বিতান' নামের মানে স্যরকে জিজ্ঞেস করে কী রকম কেস খেয়েছিলি মনে আছে তো? সুজয় মাথা হেলায়। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে আছে।

যেদিন ডিকশনারি দেখে এসে বললাম যে, বিতান মানে, তাঁবুও হয়, ফুলবাগানও হয় আবার যজ্ঞবেদিও হয়.. স্যর, অমনি বললেন সবাইকে সবক'টা শব্দ নিয়ে দশ লাইন লিখতে। ওফ, যেমন লোক তার তেমনি নাম...।

-'সে দু'বছর আগের কথা ভাই,' বিজ্ঞ অপু বলল, 'তখন ক্লাস এইট ছিল এখন ক্লাস টেন... এইসব হাবিজাবি নিয়ে আসল পড়া নষ্ট হচ্ছে, ধুর...'। পিকুর কিন্তু এই কথাটাও ঠিক ভালো লাগল না। সে বলল, 'তোর যত পাকামি, নষ্ট কী! নষ্ট কী! হ্যাঁ! দিব্যি হচ্ছে। নে, লিখে ফ্যাল এখন..।

খাতা দেখে স্যর বললেন, 'হুমম, চেষ্টা করেছিস সবাই, সেজন্য আজ তোদের দানাদার খাওয়াব। আর এই যে বললাম এ কথাটা, এটা কী ধরনের বাক্য হল সেটা যে বলতে পারবে তার জন্য একটা এক্সট্রা।' ওরা ফিশফিশ করল আবার, স্যর আবার ওদের চশমার ফাঁক দিয়ে দেখলেন। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, দানাদার খেয়ে ওদেরও ছুটি হল।

-ধুর, আজ দুপুরটাও মাটি হল, পিকু ভাবলো ঘুড়িতে মাঞ্জা দেওয়া নেই তাই ওড়ানোটাও ফালতু হবে। দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পিকু স্বপ্ন দেখল আকাশটা নেমে আসছে, আর একটা সাদা ঘুড়ি আটকে আছে জালের মতো ঘুলঘুলিতে...। স্বপ্ন ভেঙে গেল। পিকুর মনে হল স্যর কোনও কিছুই এমনি এমনি বলেন না। সব কিছুরই হয়তো কোনও মানে আছে।

দুই

'গল্প বিতানের' সামনে দিয়ে এখন রোজ সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যান ইংরেজির মাস্টারমশাই, পিনাক স্যর, ফেরেনও। বাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে কত কী মনে পড়ে, কত বন্ধুদের মনে পড়ে --অনেক বড় বড় বিল্ডিংয়ের পাশে বাড়িটা যেন ঘুলঘুলিতে আটকে থাকা স্রেফ একটা ঘুড়ি... নিস্তব্ধ বাড়িটা একা একা কী গল্প বলে কে জানে! এখন বিতান স্যরকে একটু একটু বুঝতে পারে সে...। স্যর আসলে গল্প করতে ভালোবাসতেন...। পিনাক স্যর ওরফে পিকু আপন মনেই বিড়বিড় করে।

বাড়িটা ফাঁকাই পড়ে আছে কতদিন, জঙ্গলে ভরে আছে। এরপর হয়তো এই বাড়িটাও বহুতল হবে, ফাঁকে-ফোকরে গোঁজা লোকজনে ভরে যাবে, কিন্তু কারও কোনও গল্প থাকবে না। কেউই চিনবে না কাউকে। বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে একদিন পিকু ফোন করে বন্ধু অপুকে। অপু এখন মস্ত অফিসার। তবু, সে বন্ধুর ফোন ধরে। কথা হয়।

'গল্প বিতান'-এ একটা কোচিং সেন্টার তৈরি হয় শেষ অবধি। পক্কেশ সুজয় এখন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বাড়িটাকে প্ল্যান করে সে নতুন করে সাজিয়ে দেয়, স্যরের একমাত্র ছেলে বিদেশ থেকে এসে অনুমতি দিলে শেষ হয় কাজ। 'গল্প বিতান' আবার কারিগর হয়ে ওঠে অপুর চেষ্টায়, বাকিদের উৎসাহে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা অথচ মেধাবী ছেলেমেয়েরা এখানে বিনামূল্যে চাকরির জন্য পড়াশোনা করতে আসে, চাকরি পেয়ে গেলে তারাই আবার এখানে এসে অন্যদের সাহস দেয় আর নানাভাবে সাহায্য করে। এভাবেই এগিয়ে যায় দিন।

'গল্প বিতান' এখন কলকাকলিতে ভরে থাকে। শরতের ঝকঝকে রোদ পড়ে সে বাড়ির বারান্দায়। সেটা দেখে লম্বা শ্বাস নেয় পিকু। চোখটা হঠাৎ জ্বালা করে পিকুর অথবা পিনাক স্যরের। তখন সে চোখ পিটপিট করে বিতান স্যরের মতো, তার চোখেও আলো জ্বলে, যেমন করত বিতান স্যরেরও, ছাত্রদের কেউ খুব ভালো কিছু করে ফেলতে পারলে--!

আমাদের লেখালেখি

ভিজে বাড়ি ফেরা

স্কুলের ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং ঢং ঢং। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার জন্য বাবা নিতে আসবে। আমি বাবার জন্য অপেক্ষা করছি। তখনই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হল। দেখি বাবাও এসে হাজির। পুরো ভিজে এসেছে। আমি তাড়াতাড়ি বাবার মোটর সাইকেলে উঠে বসলাম। কিছুক্ষণ ছাতা মাথায় দিয়ে রাখলাম। তারপর ইচ্ছে হল আমি বৃষ্টিতে ভিজব। বাড়িতে থাকলে মা কখনও ভিজতে দেয় না। ভাবলাম আজ তো সুযোগ। আমি ছাতা বন্ধ করলাম। ছাতা থেকে টপ টপ করে জল আমার গায়ে এসে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি পুরো ভিজে গেলাম। জামাকাপড়, জুতো সব ভিজে গেল। বইয়ের ব্যাগ ওয়াটার প্রুফ। তাই বই কিছু ভেজেনি। পথে দেখলাম রাস্তাঘাট সব জলে ভরা। বাড়ি এসে দেখি বাড়ির পাকা উঠোন জলে জলময়। বাড়িতে মায়ের কাছে একটু বকুনি খেলাম।

-**স্বস্তিকা পাল**, পঞ্চম শ্রেণি
শিলিগুড়ি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

সুখ ফুরোল

সারা সকাল বৃষ্টি ছিল
বৃষ্টি ছিল বিকেল বেলা,
আমরা ঘরে বন্দি ছিলাম
বন্ধ ছিল বাইরে খেলা।
খেলছিল সব মেঘের মেয়ে
অঝোর ধারায় বর্ষাতে,
আমরা তখন বাঁধের উপর
প্রাণ বাঁচানোর ভরসাতে।
মেঘের মেয়ের জলের খেলায়
ভাসল নদী এল বান,
এই বর্ষায় সুখ ফুরোল
এখন তো নয় হাসি গান।

-- **ইষা সরকার**, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

পুলিশ কুকুর

কুকুরের ঘ্রাণশক্তি মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কতটা শক্তিশালী? পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে মানুষের ঘ্রাণশক্তির তুলনায় কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ১০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ গুণ বেশি শক্তিশালী। ব্লাডহাউন্ডের মতো কুকুরের নাকে ১০ কোটি থেকে ৩০ কোটি পর্যন্ত ঘ্রাণ সংবেদন কোষ থাকে। সেজন্য কুকুরকে গন্ধ শুঁকে অপরাধীকে ধরার কাজে ব্যবহার করা হয়। ১৮৮৮ সালে ব্রিটিশ পুলিশের একটি ব্লাডহাউন্ড কুকুর কুখ্যাত অপরাধী জ্যাক দ্য রিপারকে ধরে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। আমাদের বেদে একটা গল্প আছে। বলি দস্যুরা একবার দেবতাদের অনেক গোরু চুরি করে পাহাড়ে লুকিয়ে রেখেছিল। অনেক খুঁজেও তার কোনও সন্ধান মিলছিল না। শেষে দেবতাদের কুকুর শরমা গন্ধ শুঁকে শুঁকে সেই গোরু উদ্ধার করে দেয়। এই গল্প থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের দেশে কুকুর এ কাজ হাজার বছর আগে থেকে করে আসছে।

আমাদের ছোট পুষি

সুমনা দত্ত

আমাদের ছোট পুষি,
আজ যে বেজায় খুশি
ম্যাঁও ম্যাঁও ডাক ছেড়ে
ঘুরছে লেজটি নেড়ে
কিচেনে সে উঁকি মারে
ঘন ঘন লেজ নাড়ে
নাকে তার লেগে আছে গন্ধ!
দাঁড়িয়ে একটু দূরে
আশেপাশে ঘুরে ঘুরে
আনচান করে মন
আর যে কতক্ষণ
বসে বসে ঘুম পায়
বেলা যে গড়িয়ে যায়
হল কেন কিচেনটা বন্ধ!
দরজার ফাঁক দিয়ে
মাথাটা গলিয়ে নিয়ে
দেখে সে যে সবকিছু বন্ধ
মনে তার জেগে ওঠে দ্বন্দ্ব
তবে কি স্বপ্ন ছিল
কে তাকে জাগিয়ে দিল!
দেখো দেখি এ কেমন কাণ্ড!
মন তার ভেঙে যায়
মুখে শুধু হায় হায়
গিয়ে বসে সিটিংয়ে
ঘরে সবে মিটিংয়ে
সামনে বিশাল জারে
মন্টি যে উঁকি মারে
কত মাছে ভরে আছে ভাণ্ড!
ইচ্ছেটা ছিল তার
এই আজ রোববার
খাবে সে যে রুই ফিশ
ঝাল ঝাল দুই পিস
শেষে কিনা এই হাল
খেতে হবে ভাত ডাল
মাছেরা যে ফিকফিক হাসবে!
চোখে জল ছল ছল
দুঃখ কে বোঝে বল
ভাবনাকে দিয়ে ছুটি
কিছুক্ষণ লুটোপুটি
ভাবে পুষি ধুর ছাই
কাজ বিনে খেতে পাই
কেউ এত ভালো কি আর বাসবে!
কেন এত করব যে চিন্তা
এভাবেই যাক কেটে দিনটা
এতদিনের সংসার
এটুকুতে মুখ ভার
সবেতেই ঘোলা জল
নয় এ তো পশিবল
থাক তোলা অভিমান সেই কি
আহা পুষি বলে মন তার নেই কি!!

বকম বকম পায়রাগুলো

গৌতমী ভট্টাচার্য

পায়রাগুলোর বকম বকম
ভাব বুঝি না রকম-সকম
যায় বা কোথায় উড়ে?
আবার এসে দাওয়ায় বসে
চাল খুঁটে খায় মুখটি ঠেসে
যায় চলে কোন দূরে!

উড়তে ওদের নেইতো মানা
পালক পালক দুইটি ডানা
হাওয়ায় ভেসে ভেসে।
গাছের ডালে ঘরের চালে
মনের খুশি ছন্দ-তালে
বেড়ায় ভালোবেসে।

পায়রাগুলোর মেজাজ ভারী
রাগ হলে হয় মুখটি হাঁড়ি
গোল পাকিয়ে ঘোরে।
বকম বকম দিব্যি ডেকে
ঘাড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে বকে
সঙ্গী-সাথি ধরে।

বুদ্ধি-শুদ্ধি

(৭x৭=৪৯) এবং 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে' মিলে একটি বাংলা শব্দ হবে, শব্দটি কী?

পাখির ডাকের নিরিখে নয়, আমাদের ডাকের নিরিখে এদের মধ্যে কোন পাখি আলাদা? টিয়া, পায়রা, শালিক, ময়না ও চড়ুই।

আমরা জানি ১০ কখনও ২-এর সমান হয় না। কিন্তু কখন ২=১০ হয়?

আমি ও তুমি সম্পূর্ণ একরকম দেখতে। আমি অনর্গল কথা বলতে পারি। কিন্তু তুমি কথা বলতে পারো না, কেন?

গত সংখ্যার উত্তর
এক আর জন-এর মধ্যে ড যোগ করে, চোখের পাতা, বিউটিফুল, বুড়ো আঙুল

অক্ষর সাজাও

- পূংসার্বমামী
- বিপ্রকৃদ্ধতিরু
- তাধ্যকধবাবা
- সবিনাষবায়
- জরারবারদ
- সনজয়নল
- ওলিলাবুকায়া

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন **রমানন্দববি** - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল **বিমানবন্দর**। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : তারকাখচিত, তিরিক্ষি মেজাজ, নজিরবিহীন, লজ্জাবতী লতা, শান্তিনিকেতন, সরল প্রকৃতি, বেগম সাহেবা

আঁকিবুকি

দেবরূপ মোহন্ত, পঞ্চম শ্রেণি, জার্মেলস অ্যাকাডেমি

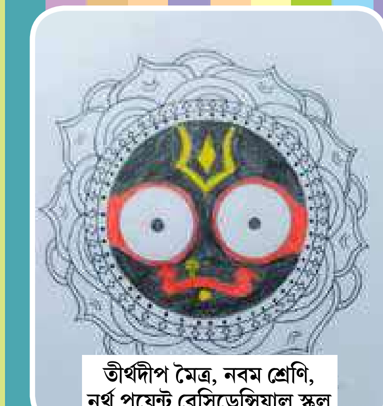

তীর্থদীপ মৈত্র, নবম শ্রেণি, নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল

সোহানি সাহা, দ্বিতীয় শ্রেণি, জার্মেলস অ্যাকাডেমি

পারিজাত সরকার, সপ্তম শ্রেণি, মডেলা কেয়ারটেকার স্কুল

রিটার্নে সোনাকে টেক্কা দেবে রুপো!

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

শুধু উৎসব বা উপহারে নয়, সঞ্চয়কারীদের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে সোনা। যে কোনও আর্থিক অনিশ্চয়তার সময় সোনা নিরাপদ লগ্নি হিসেবে প্রধান ভূমিকা পালন করে। ধীরে ধীরে সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে আর এক মূল্যবান ধাতু রুপো। আধুনিক ফ্যাশনে যেমন রুপো ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করছে, তেমনই লগ্নির মাধ্যম হিসেবেও ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে রুপো।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে কেন রুপোয় নজর দেবেন তার একাধিক কারণ রয়েছে।

■ প্রতি কেজি রুপোর দাম এই প্রথম এক লক্ষ টাকা পেরিয়েছে। আগামী দিনে যা দ্বিগুণ হতে পারে। সোনা বা অন্যান্য ধাতু থেকে এই রিটার্ন পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

■ বিগত কয়েক মাসের দাম পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে সোনার থেকে বেশি রিটার্ন দিয়েছে রুপো।

■ শুধু গয়না নয়, রুপোর সব থেকে বেশি এবং উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়েছে ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পে। গ্রিন এনার্জি এবং ইলেক্ট্রিক গাড়ি ইত্যাদি ক্ষেত্রে রুপোর ব্যবহার আবশ্যিক। বর্তমানে রুপোর চাহিদার ৬০ শতাংশই শিল্পের।

■ শেয়ার বাজার বাদ দিলে বর্তমানে জনপ্রিয় বিনিয়োগ মাধ্যম হল সোনা এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি। দুই ক্ষেত্রেই বর্তমানে অনিশ্চয়তা বেড়েছে। তাই এখন লগ্নিকারীদের কাছে গুরুত্ব বেড়েছে রুপোর।

কীভাবে রুপোয় বিনিয়োগ করবেন?

রুপোয় বিনিয়োগ করার একাধিক উপায় রয়েছে—

গয়না বা বাসনপত্র : প্রাচীনকাল থেকে এদেশে রুপোর বাসনপত্রের বিপুল গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমানে রুপোর গয়নার ব্যবহারও বাড়ছে। রুপোর গয়না বা বাসনপত্র কিনে রাখলে তা ভবিষ্যতের জন্য বড় সঞ্চয় হয়ে উঠতে পারে।

বার বা কয়েন : বর্তমানে অনেক ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থা বিভিন্ন ওজনের রুপোর কয়েন বা বার বিক্রি করে। সঞ্চয়ের জন্য বার বা কয়েন উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। কারণ, এক্ষেত্রে মজুরি লাগে না।

কমোডিটি এক্সচেঞ্জ : এমসিএক্সের মতো কমোডিটি এক্সচেঞ্জে রুপো কেনাবেচা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বেশি মূলধন প্রয়োজন হয়।

সিলভার ইটিএফ : বর্তমানে রুপোয় লগ্নির সব থেকে জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে সিলভার ইটিএফ। এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড বা ইটিএফ হল এক ধরনের বিনিয়োগ যা কোনও সূচক, সম্পদ বা পণ্যের মূল্যের ভিত্তিতে ওঠানামা করে। এই ইটিএফ স্টক এক্সচেঞ্জে কেনাবেচা করা যায়।

২০২১-এর নভেম্বরে দেশের বাজারে প্রথম চালু হয়েছিল সিলভার ইটিএফ। ২০২৫-এর জানুয়ারিতে সিলভার ইটিএফে লগ্নিকৃত সম্পদের অঙ্ক ১০৫০০ কোটি টাকা পেরিয়েছে। বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন ফান্ড হাউস ১২টি সিলভার ইটিএফ চালু করেছে। এই ইটিএফগুলিতে প্রায় ৬ লক্ষ লগ্নিকারী লগ্নি করেছেন। সিলভার ইটিএফে লগ্নির আগে কয়েকটি বিষয় জানতে হবে---

■ নয়া সিলভার ইটিএফের ক্ষেত্রে ফান্ড ম্যানেজারের দক্ষতা, আয়-ব্যয়ের হিসাব, লকইন পিরিয়ড, ন্যূনতম বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলি দেখতে হবে।

■ বাজারে চালু থাকা সিলভার ইটিএফে লগ্নির আগে বর্তমান ন্যাভ, বিগত দিনের রিটার্ন, ফান্ডের আকার ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে হবে।

■ সিলভার ইটিএফে বিনিয়োগ ৩ বছরের মধ্যে তুলে নিলে মুনাফা বিনিয়োগকারীদের আয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং সেই অনুযায়ী কর দিতে হবে। ৩ বছর পরে তুললে মুনাফা ২০ শতাংশ পোস্ট ইনডেক্সেশন হারে কর দিতে হবে। লভ্যাংশ বিতরণের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ বিনিয়োগকারীর মোট আয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং সেই হারে কর দিতে হবে।

রুপোয় বিনিয়োগের আগে বিচার্য বিষয়

■ প্রথমেই আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং আর্থিক লক্ষ্য বিচার করতে হবে। সেই অনুযায়ী করতে হবে বিনিয়োগের পরিকল্পনা।

■ দীর্ঘ মেয়াদে অর্থাৎ ন্যূনতম ৩-৫ বছর মেয়াদে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

■ যে কোনও মাধ্যমে লগ্নির মতোই রুপোয় লগ্নিতেও ঝুঁকি আছে। তাই পোর্টফোলিওর ৫-১০ শতাংশ এই খাতে লগ্নি করা যেতে পারে।

■ শুধুমাত্র লগ্নিই উদ্দেশ্য হলে 'সিলভার ইটিএফ' বেছে নেওয়া যেতে পারে।

সম্প্রতি সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১ লক্ষ টাকা পেরিয়েছে। বিগত কয়েক বছরে সোনার দাম কয়েকগুণ বেড়েছে। ৫-৭ বছর আগেও সোনার দাম এই জায়গায় পৌঁছোবে কেউ ভাবতেও পারেননি। রুপোর ক্ষেত্রেও প্রায় একই কথা বলা যেতে পারে। বর্তমানে প্রতি কেজি রুপোর দাম ১ লক্ষ টাকা পেরিয়েছে। ভবিষ্যতে যা প্রায় দ্বিগুণ হতে পারে। এর অন্যতম কারণই হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রে রুপো ব্যবহার লাগাতার বৃদ্ধি পাওয়া। তাই সময় থাকতেই রুপোয় লগ্নি করলে ভবিষ্যতে বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে এই মূল্যবান ধাতু।

সেরা ৫ সিলভার ইটিএফ

নাম	১ বছরে রিটার্ন
ডিএসপি সিলভার ইটিএফ	৩০.৩১ শতাংশ
আদিত্য বিড়লা সিলভার ইটিএফ	২৮.৪১ শতাংশ
অ্যাক্সিস সিলভার ইটিএফ	২৮.৩৩ শতাংশ
টাটা সিলভার ইটিএফ	২৮.২১ শতাংশ
আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল ইটিএফ	২৭.৮১ শতাংশ

রুপোর দাম (প্রতি কেজি)

সাল	মূল্য	সাল	মূল্য
১৯৮১	২৭১৫	২০০৬	১৭৪০৫
১৯৮৩	৩১০৫	২০০৮	২৩৬২৫
১৯৮৫	৩৯৫৫	২০১০	২৭২৫৫
১৯৮৭	৪৭৯৪	২০১১	৫৬৯০০
১৯৮৯	৬৭৫৫	২০১৩	৫৪০৩০
১৯৯১	৬৬৪৬	২০১৫	৩৭৮২৫
১৯৯২	৮০৪০	২০১৭	৩৭৮২৫
১৯৯৩	৫৪৮৯	২০১৯	৪০৬০০
১৯৯৪	৭১২৪	২০২০	৬৩৪৩৫
১৯৯৬	৭৩৪৬	২০২১	৬২৫৭২
১৯৯৮	৮৫৬০	২০২২	৫৫১০০
২০০০	৭৯০০	২০২৩	৭৮৬০০
২০০২	৭৮৭৫	২০২৪	৯৫৭০০
২০০৪	১১৭৭০	২০২৫	১০৪৮৫৬

যুদ্ধের আঁচ কমতেই র‍্যালি ভারতীয় শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

ইরান-ইজরায়েল দ্বন্দ্বের কারণে শেয়ার বাজার আশঙ্কা এবং আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। আমেরিকা ইরানের পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে বিমান হানায় নষ্ট করার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম তীব্র বৃদ্ধি পায় এবং প্রতি ব্যারেল তেল ৮০ ডলারের কাছে পৌঁছে যায় মাত্র দু'দিনের মধ্যে। ভারতীয় অর্থনীতি এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভেবে শেয়ার বাজারে বিক্রির হিড়িক আসে। বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতের জ্বালানি তেল আমদানি হয় মোট প্রয়োজনের ৪০ শতাংশ। সেখানে ইরান জলপথ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। তার ফলে ভারতীয় তেল এবং গ্যাস কোম্পানিগুলির শেয়ার প্রভাবিত হচ্ছিল।

তবে ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধবিরতি ঘোষণার ফলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে বিশ্ব বাজার সহ ভারতীয় শেয়ার বাজার। নিফটি মাত্র এক সপ্তাহে বৃদ্ধি পেয়েছে ২.০৯ শতাংশ। ২০২৫-এ নিফটি বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৪৩ শতাংশ। নিফটি ব্যাংক তার সর্বকালীন উচ্চতা ছুঁয়ে যায় ৫৭৪৭৫.৪০ পয়েন্টে। কেবল মাত্র ২০২৫-এ এই ইন্ডেক্স ১২.৯৪ শতাংশ উত্থান দেখেছে। তবে নিফটি আইটি কিন্তু ২০২৫-এ ১০.৪২ শতাংশ পতন দেখেছে। ভারতের এই সেক্টরটির পরিষেবার ওপর কর চাপাতে পারে আমেরিকা, এই আশঙ্কায় আইটি কোম্পানিগুলির দিন কাটছে। একই সমস্যা ভারতের ফার্মা সেক্টরের ক্ষেত্রে। মাসখানেক আগেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি আলাদাভাবে কর বসাতে পারেন বিদেশ থেকে আমদানি করা সমস্ত ওষুধের ওপর।

অন্যদিকে চিনের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে বলে শুক্রবার ট্রাম্প এক বিবৃতিতে জানানোয় এশীয় বাজারগুলি স্বস্তি পায়। এবং ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যিক চুক্তি ভালো অগ্রগতি দেখাচ্ছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। শুক্রবার নিফটি বন্ধ হয় ২৫৬৩৭.৮০ পয়েন্টে যা সর্বকালীন উচ্চতা থেকে মাত্র ৬০০ পয়েন্ট দূরে। কতদিনে নতুন উচ্চতায় নিফটি যেতে পারবে সেটা অবশ্য সময় বলবে। শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছুঁয়ে ফেলে তার মধ্যে রয়েছে অ্যাবট ইন্ডিয়া, ভারতী এয়ারটেল, ভারতী হেক্সাকম, গডফ্রে ফিলিপস, গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ, এইচডিএফসি লাইফ ইনসুরেন্স, হুন্ডাই মোটর, আইটিসি হোটেল, জেকে সিমেন্ট, লরাস ল্যাব, এল অ্যান্ড টি ফিন্যান্স, এমসিএক্স, নাজারা, নবীনফ্লোরিন, পুনাওয়াল ফিনকর্প প্রভৃতি।

ধস জ্বালানি তেলের দামে

আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন ক্রুড অয়েল বাস্কেটগুলির মধ্যে ডব্লিউটিআই ক্রুড ট্রেড করছিল ৬৫.৫২ ডলার প্রতি ব্যারেল। ব্রেন্ট ক্রুড ৬৭.৭৭ ডলার এবং মারবান ক্রুড ৬৮.৫০ ডলার। সোনার দামও কমেছে বেশ খানিকটা। ২৪ ক্যারেটের প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম (৫ অগাস্ট এক্সপায়ারি, এমসিএক্স) ট্রেড করছিল ৯৫.৫২৪ টাকায়। শুক্রবার এতে ৫০০ টাকার ওপর পতন আসে। জিও ফিন্যান্সিয়াল বিগত এক সপ্তাহে ১১.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেবির কাছ থেকে মিউচুয়াল ফান্ড ব্যবসার লাইসেন্স, স্টক ব্রোকিংয়ের লাইসেন্স পাওয়ার কারণে বিনিয়োগকারীদের এই শেয়ারটির ওপর বিশেষ নজর পড়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। জিও ফিন্যান্সিয়াল বিশ্বের সবচেয়ে বড় অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ব্ল্যাকরকের সঙ্গে ৫০:৫০ পার্টনারশিপে এই ব্যবসাগুলি শুরু করেছে। অন্যদিকে, শুক্রবার আদানি গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানিগুলিতে ভালো উত্থান আসে। আদানি এনার্জি সলিউশন ২.১৮ শতাংশ, এসিসি ২.১৪ শতাংশ, আদানি এন্টারপ্রাইজেস ২.৪১ শতাংশ, আদানি গ্রিন এনার্জি ২.৩৮ শতাংশ, আদানি পোর্টস ০.৭৫ শতাংশ, আদানি পাওয়ার ১.১১ শতাংশ, আদানি টোটাল গ্যাস ৫.৬৫ শতাংশ এবং অম্বুজা সিমেন্ট ১.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। চেয়ারম্যান গৌতম আদানি ঘোষণা করেন, তিনি বিভিন্ন ব্যবসায় ২৫ থেকে ২০ বিলিয়ান ডলার বিনিয়োগ করবেন সামনের পাঁচ বছরে। এছাড়া আদানি পাওয়ার ২০৩০-এর মধ্যে ৩১ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ সক্ষমতায় পৌঁছে যেতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। আদানি গ্রুপ এর আগে তাদের এয়ারপোর্ট ব্যবসা সামনের কয়েক বছরের মধ্যে লিস্টিং করানোর কথা ঘোষণা করেছেন। আদানি এয়ারপোর্টস হোল্ডিং লিমিটেড এরই মধ্যে বাজার থেকে ৮৫০০ কোটি টাকা তুলে ফেলেছে তাদের মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নত করার জন্য।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

রাজকীয় প্রত্যাবর্তনে ফের সর্বোচ্চ উচ্চতার দিকে অনেকটাই এগিয়ে গেল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। পাঁচদিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ৮৪০৫৮.৯০ এবং নিফটি ২৫৬৩৭.৮ পয়েন্টে পৌঁছেছে। চলতি সপ্তাহে দুই সূচকের উত্থান হয়েছে যথাক্রমে ১৬৫০.৭৩ এবং ৫২৫.৪ পয়েন্ট। দুই সূচকই চলতি বছরের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছে। ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে সেনসেক্স ৮৫৯৭৮.২৫ এবং নিফটি ২৬২৭৭.৩৫ পয়েন্টে পৌঁছে সর্বকালীন সেরা উচ্চতার রেকর্ড গড়েছিল। এখন সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে সেনসেক্স ২.৬ শতাংশ এবং নিফটি ২.৭ শতাংশ দূরে রয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহে ফের নয়া রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে দৌড় শুরু করবে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

চলতি সপ্তাহে প্রধান দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি সর্বোচ্চ উচ্চতার কাছে পৌঁছে দেওয়াতে বড় ভূমিকা নিয়েছে ব্যাংকিং ক্ষেত্র। এই সপ্তাহে সর্বকালীন সেরা উচ্চতায় পৌঁছেছে ব্যাংক নিফটি। ৫৭৪৭৫.৪০ পয়েন্টে পৌঁছে এই রেকর্ড গড়েছে নিফটি ব্যাংক সূচক। এর পাশাপাশি ইন্ডিয়া ভিক্স নেমে এসেছে ১২.৩৮-এ। যা শেয়ার বাজার স্থিতিশীল হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সব মিলিয়ে ফের বুলদের আধিপত্য ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

শেয়ার বাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোয় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের সাময়িক বিরতি। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে এই যুদ্ধবিরতি বজায় থাকবে। যুদ্ধ থামায় আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম স্থিতিশীল হয়েছে। এই দুই বিষয়ই শেয়ার বাজারকে শক্তিশালী করেছে। বিদেশি লগ্নিকারীদের ভারতীয় শেয়ার বাজারে ফের ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া এবং মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার দাম বাড়াও শেয়ার বাজারের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

৯ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া ডেডলাইন শেষ হচ্ছে। এর পরেই রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ কার্যকর হবে। তবে তার আগে শুল্ক নিয়ে ভারত-আমেরিকার ছোট মাপের কোনও চুক্তি হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। তাই ৯ জুলাই ভারতীয় শেয়ার বাজারে বড় কোনও প্রভাব নাও ফেলতে পারে। পরবর্তী ঋণ নীতিতে সুদের হার কমাতে পারে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। এই আশা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। যার সুফল দেখা গিয়েছে এদেশের বাজারেও। দেশে বর্ষা শুরু হয়েছে। দেশজুড়ে বৃষ্টি এবার স্বাভাবিক বর্ষার ইঙ্গিত দিচ্ছে। যা ভারতীয় শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

অন্যদিকে সোনার দামে বড় কোনও পরিবর্তন হয়নি। আগামী দিনে সোনার দামে বড় মাপের সংশোধন হতে পারে। তবে রুপোর দামে ঊর্ধ্বগতি বজায় থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-১১৬.৭৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩০/৯০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১০৫-১১২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৩১৬২, টার্গেট-১৬০।

■ **এনএলসি ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-২২৮.১৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩১২/১৮৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২০০-২১৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩১৬৩৩, টার্গেট-২৯২।

■ **অনন্ত রাজ :** বর্তমান মূল্য-৫৫৪.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯৪৮/৩৭৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫৩০-৫৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯০১৭, টার্গেট-৬৮৫।

■ **এসিসি :** বর্তমান মূল্য-১৯২০.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৮৪৪/১৭৭৮, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৮৫০-১৯০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৬০৫৮, টার্গেট-২৩৫০।

■ **ওলেকট্রা গ্রিনটেক :** বর্তমান মূল্য-১১৬৪.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৬০/৯৯০, ফেস ভ্যালু-৪, কেনা যেতে পারে-১০৮০-১১৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৫৫৫, টার্গেট-১৫৭০।

■ **পিএনসি ইনফ্রা :** বর্তমান মূল্য-৩০৩.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৩৯/২৪০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৮৫-৩০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৭৭৩, টার্গেট-৪২৫।

■ **রাইটস :** বর্তমান মূল্য-২৮০.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৯৮/১৯২, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২৫৫-২৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৪৬১, টার্গেট-৩৬৫।

কী কিনবেন বেচবেন

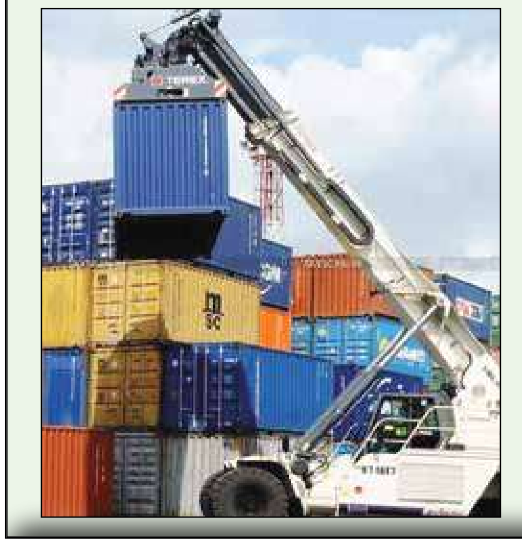

সংস্থা : কন্টেনার কর্প

● **সেক্টর :** ফ্রেইট অ্যান্ড লজিস্টিক সার্ভিস ● **বর্তমান মূল্য :** ৭৫৬ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৬০১/১০৭৫ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৪৬৮০৩ কোটি ● **বুক ভ্যালু :** ১৯৯.৮৩ ● **ফেস ভ্যালু :** ৫ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ১.৫২ ● **ইপিএস :** ২১.১৫ ● **পিই :** ৩৫.৭৬ ● **পিবি :** ৩.৭৯ ● **আরওসিই :** ১৩.৭ শতাংশ ● **আরওই :** ১০.৮ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৯৫০

একনজরে

■ রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থা মূলত রেলের মাধ্যমে কন্টেনার পরিবহণের ব্যবসা করে। এর পাশাপাশি বন্দর পরিচালনা, এয়ার কার্গো কমপ্লেক্স এবং কোল্ড চেন নির্মাণের কাজ করে।

■ দেশের মধ্যে পণ্য পরিবহণে প্রায় ৭৭ শতাংশ মার্কেট শেয়ার রয়েছে এই সংস্থার। পণ্য বিদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে মার্কেট শেয়ার প্রায় ৬৫ শতাংশ।

■ সংস্থাটি দেশের মধ্যে ৬০টিও বেশি টার্মিনাল পরিচালনা করে। বিভিন্ন স্থানে আরও কয়েকটি টার্মিনাল অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবহার করছে।

■ এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সংস্থার ৫৪.৮ শতাংশ শেয়ার আছে। বেসরকারি সংস্থার কাছে আরও শেয়ার বিক্রির পরিকল্পনা রয়েছে এই সংস্থার।

■ কন্টেনার কর্পোরেশনে দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থার অংশীদারিত্ব রয়েছে ২৬.২৮ শতাংশ এবং ১৩.১০ শতাংশ।

■ সংস্থার ঋণের অঙ্ক একেবারেই নগণ্য।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ আগামী ৪ জুলাই ১:৪ অনুপাতে বোনাস শেয়ার দেবে এই সংস্থা।

■ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সংস্থার আয় ১.৬ শতাংশ কমে ২২৮৭.৮৩ কোটি এবং নিট মুনাফা ১.৬ শতাংশ কমে ২৯৮.৫৩ কোটি হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সংস্থা ভালো ফল করতে পারে।

■ মতিলাল অসওয়াল সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে সওয়াল করেছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

এই রাস্তা পেরিয়ে উঠতে হয় ওভারব্রিজে। রায়গঞ্জ শহরের মোহনবাটী এলাকায়। ছবি : দিবাকর সাহা

বেহাল অ্যাপ্রোচ রোডে বাড়ছে ক্ষোভ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৮ জুন : রায়গঞ্জ শহরের মোহনবাটী এলাকায় রেলের পুরানো ওভারব্রিজের সংযোগকারী রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। প্রায় ৪০ মিটার রাস্তাটি মেরামতের পাশাপাশি চওড়া করার দাবিতে রেলযাত্রীরা একাধিকবার সরব হলেও, কর্ণপাত করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বেহাল অবস্থার জন্য রাস্তাটিতে ওঠে না টোটো। এমনকি মোটরবাইক নিয়েও চলাচল ঝুঁকির। ইটের এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে খুব সতর্কভাবে ওভারব্রিজে উঠে ট্রেন ধরতে হয়। আবার ওভারব্রিজ থেকে নেমে হেঁটে এসে ঘড়ি মোড়ে টোটো বা অটো ধরতে হয় যাত্রীদের। রাতের বেলায় অন্ধকার থাকায় ওভারব্রিজ দিয়ে এক পার থেকে অন্য পারে যাতায়াত করা যায় না। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে যাত্রীদের মধ্যে। রেলের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। তবে রায়গঞ্জ রেলস্টেশন ম্যানেজার রাজু কুমার জানান, বেহাল রাস্তার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

বিভিন্ন স্টেশনকে আধুনিক রূপ দিতে উদ্যোগ নিয়েছে রেল। রায়গঞ্জ স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নেও নজর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানকার পুরানো ওভারব্রিজের সংযোগকারী রাস্তাটির দশা এতটাই বেহাল যে, সেখান দিয়ে পথ চলা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে রেলযাত্রীদের কাছে। যাঁদের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাতায়াত করতে হয়, মূলত চরম সমস্যায় পড়তে হয় তাঁদের। রেলযাত্রীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও দুর্ভোগের শিকার। তাই রাস্তাটি দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন সকলে। নেতাজিপল্লির বাসিন্দা অঞ্জন রায় বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি সংস্কার হয়নি। রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে দুই চাকা বা তিন চাকার গাড়ি ঢুকতে পারে না। অসুস্থ বা প্রবীণ রেলযাত্রীরা রাস্তার জন্য ওভারব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করতে পারেন না।' মোহনবাটীর বাসিন্দা রেলের নিত্যযাত্রী পার্থ দাস বলেন, 'ট্রেন ধরার জন্য প্রতিদিন ওভারব্রিজ পারাপার করতে হয়। সংযোগকারী রাস্তাটি এতটাই বেহাল যে মাঝেমধ্যে হাঁটতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়। সাধারণ মানুষের স্বার্থে রাস্তাটি দ্রুত মেরামত করা দরকার।' অন্যদিকে, কাটিহার ডিভিশনের রেলওয়ে পরামর্শ কমিটির সদস্য অতনুবন্ধু লাহিড়ির বক্তব্য, 'শহরের ঘড়ি মোড় থেকে সহজে স্টেশনে যাওয়ার জন্য বা থানা রোডে যাওয়ার জন্য ওভারব্রিজ ব্যবহার করতে হয়। রাস্তাটি বেহাল থাকায় খুব সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে, তা অস্বীকার করা যায় না। তাই রাস্তাটির সংস্কারের ব্যাপারে কাটিহার ডিভিশনকে জানাব।' রেল উন্নয়ন মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক অঙ্কুশ মৈত্রও রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শহরের মধ্যস্থলে এই রাস্তাটি অনেক আগেই সংস্কার করার দরকার ছিল রেলের। বেহাল রাস্তার জন্য প্রতিদিন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।'

সমস্যা

- বেহাল অবস্থার জন্য রাস্তাটিতে ওঠে না টোটো
- ইটের এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে খুব সতর্কভাবে ওভারব্রিজে উঠে ট্রেন ধরতে হয়
- আবার ওভারব্রিজ থেকে নেমে হেঁটে এসে ঘড়ি মোড়ে টোটো বা অটো ধরতে হয় যাত্রীদের
- রাতে ওভারব্রিজ দিয়ে এক পার থেকে অন্য পারে যাতায়াত করা যায় না

আত্রেয়ী খাঁড়ির বিপদ জানে না পুরসভা

পিচ্ছিল সেতুতে মরণফাঁদ

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৮ জুন : প্রতি মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বালুরঘাটের আত্রেয়ী খাঁড়িতে। আনন্দ করতে গিয়ে বিপদে পড়ার যেন ফাঁদ তৈরি হয়েছে লোহার রড দিয়ে ঘেরা জলের পাইপলাইনের সেতুতে। বেশ কিছুদিন ধরে পাইপলাইনটি ফুটো হয়ে ঝরনার মতো জল পড়ছে। জায়গাটিতে জলকেলি করছে শিশুরা। তাতেই যখন-তখন বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশুদের এমন স্নান বা খুনশুটি করার খবর কিন্তু বালুরঘাট পুরসভার অজানা। তবে জানার পর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। পুরসভার চেয়ারম্যান-ইন কাউন্সিল অনোজ সরকার বলেন, 'বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। সংবাদমাধ্যমের কাছে জেনে এখন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করব। ওয়ার্ডের কাউন্সিলারও আমাদের বিষয়টি জানাননি।'

খুব তাড়াতাড়ি পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে তদারকি করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, 'কেন সেখানে জল বের হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।' কিছুদিন আগে আত্রেয়ী নদীতে শিশুমৃত্যু ঘটেছে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের বালুরঘাট শহরে বিপজ্জনক চিত্র ধরা পড়ল আত্রেয়ী খাঁড়িতে।

খাঁড়ির দুই প্রান্তে জলের পাইপলাইনের সেতুটি লোহার রড দিয়ে ঘেরা দেওয়া থাকলেও বেড়াজাল টপকে শিশুরা স্নান করছে। পুরসভার পাইপলাইনে সংযোগের জায়গা থেকে জল উপচে পড়ছে। সেখানেই সকলের নজরের আড়ালে চলছে জলকেলি। কখনও পাইপলাইন থেকে বেরিয়ে আসা জলে খেলা চলছে, আবার কখনও রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে খাঁড়িতে থাকা কচুরিপানা দেখতে ব্যস্ত তারা।

খাঁড়ি থেকে পাইপলাইনের সেতুটির উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট। অনবরত সেখানে জল পড়তে থাকায় সেতুটি পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। যে কোনও সময় পা হড়কে নীচে পড়ার সম্ভাবনা থাকেই। তবু প্রতিদিন নিজেদের অজান্তে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্নানের আনন্দ নিচ্ছে শিশুর দল। অথচ সমস্যাটি এখনও প্রশাসনের নজরেই আসেনি।

এলাকার এক বাসিন্দা কাঞ্চন সাহা বলেন, 'সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ওই খাঁড়ির উপরে পাইপলাইনের সেতুতে শিশুদের লাফালাফি, খেলার ছলে একে অপরকে ধাক্কা ইত্যাদি কারণে চরম ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাদের নিষেধ করলেও শোনে না। প্রশাসন বা পুরসভা কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না।'

ভয়ানক

- খাঁড়ির ওপর জলের পাইপলাইন ফেটে উপচে পড়ছে জল
- সেই জলেই চলছে শিশুদের স্নান, খুনশুটি
- পুরসভার অজান্তেই চলছে এই বিপজ্জনক স্নান
- যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে বড়সড়ো দুর্ঘটনা

“ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ওই খাঁড়ির উপরে পাইপলাইনের সেতুতে শিশুদের লাফালাফি, খেলার ছলে একে অপরকে ধাক্কা ইত্যাদি কারণে চরম ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাদের নিষেধ করলেও শোনে না। প্রশাসন বা পুরসভা কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না।

কাঞ্চন সাহা, *বাসিন্দা*

জলের পাইপলাইনের উপর দাঁড়িয়ে দুই খুদে। বালুরঘাটে।

দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা পুকুর। গঙ্গারামপুরে। ছবি : চয়ন হোড়।

আগাছায় ঢেকেছে পুকুর, সংস্কারের দাবি

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ২৮ জুন : দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে জলজ আগাছায় ঢেকে গিয়েছে পুকুর। মশার বংশবিস্তারের আদর্শ জায়গায় পরিণত হয়েছে পুকুরটি। এমন ছবি ধরা পড়ছে গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির পদ্মপুকুর এলাকায়। এই পুকুর থেকে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগের ঝুঁকিও বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত ২৩ মে পুকুরটি সংস্কারের দাবিতে গঙ্গারামপুর পুরসভায় গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুরসভার পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

এবিষয়ে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুভদ্রা রাজবংশী বলেন, 'পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। তবে পুরসভার তরফ থেকে আমার কাছে এখনও অবধি কোনও লিখিত নির্দেশ আসেনি। নির্দেশ পেলে আমি এলাকা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

প্রায় দুই বিঘা জায়গাজুড়ে বিস্তৃত এই পুকুরটির মালিক লিটন ঘোষ। স্থানীয়রা জানান, আগে এই পুকুরে মাছ চাষ করা হত। কিন্তু বহুদিন ধরে সেই কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ফলে সম্পূর্ণ পুকুরটি কচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ আগাছায় ঢেকে গিয়েছে। বাইরে থেকে এক ঝলক দেখলে বোঝার উপায় নেই ওই জায়গায় আদৌ কোনও জলাশয় রয়েছে কি না। পুকুরের জলের থেকে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। বর্ষাকালে এলাকার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দা প্রিয়জিৎ চক্রবর্তী জানান, এই পুকুরের মালিক দীর্ঘদিন ধরে পুকুরটি সংস্কার করাচ্ছেন না। যার ফলে পুকুরটি কচুরিপানায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এই পুকুর থেকে এলাকায় মশার উপদ্রব খুব বেড়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে এলাকার ১৫ থেকে ২০ জন ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমরা এলাকা থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে পুরসভায় গিয়ে এবিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। কিন্তু পুর কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত এলাকায় এসে পরিস্থিতি দেখে যায়নি। পুকুরের মালিককে বলে পুকুরটি পরিষ্কার করানোর ব্যবস্থাও করেনি।'

পুকুরের মালিক লিটন বলেন, 'গত বছর মাছের পোনা না পাওয়ায় মাছ চাষ করা সম্ভব হয়নি। ফলে পুকুরে আগাছা ছড়িয়ে পড়েছে। যদি পুরসভা পুকুর পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেয়, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে বর্তমানে আমার যা পরিস্থিতি, আমার পক্ষে এই পুকুর পরিষ্কার করানো সম্ভব নয়।'

এলাকাবাসী ভারী বর্ষার আগেই দ্রুত পুকুরটি পরিষ্কার করার দাবি জানিয়েছেন। অন্যথা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

বর্তমান পরিস্থিতি

- সম্পূর্ণ পুকুরটি কচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ আগাছায় ঢেকে গিয়েছে
- বর্ষায় পুকুরের জল উপচে রাস্তায় চলে আসে
- সাপ ও অন্যান্য বিষাক্ত পোকামাকড় পুকুরের আশপাশের বাড়িগুলিতে ঢুকে পড়ে
- এলাকায় মশাবাহিত রোগের আশঙ্কা বাড়ছে

নেশার টাকা জোগাড়ের লক্ষ্য

ট্যাপ মিটার, বিবকক চুরি বাড়ছে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৮ জুন : পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে গতি আনতে রায়গঞ্জ পুরসভার উদ্যোগে বাড়ি বাড়ি ট্যাপ মিটার, বিবকক সহ নানা যন্ত্রাংশ লাগানোর কাজ চলছে। কিন্তু লাগানোর পর চুরির ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন ওয়ার্ডে। এই চুরির পিছনে নেশাগ্রস্ত তরুণের দল রয়েছে বলে পুর নাগরিকদের অভিযোগ। চুরি যাওয়া যন্ত্রাংশগুলি ভাঙাড়ির দোকানে বিক্রি হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। তাই এমন দোকানগুলিতে নজরদারি চালানোর দাবিও উঠতে শুরু করেছে। এর ফলে পানীয় জল সরবরাহের কাজ পিছিয়ে পড়বে বলেও মনে করা হচ্ছে। এমন চুরির কথা স্বীকার করে নিয়ে রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, 'বেশ কয়েকটি অভিযোগ এসেছে। আমরা এব্যাপারে পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব। পাশাপাশি, রায়গঞ্জ শহর ও শহরতলির ভাঙাড়ির দোকান মালিকদের সঙ্গেও বৈঠক করা হবে। ওইসব যন্ত্রাংশ না কেনার জন্য তাঁদের বলা হবে।'

নেশার টাকা জোগাড়ে হাতের সামনে যা পাওয়া যাচ্ছে, তাই নিয়ে যাচ্ছে একদল তরুণ, এমন অভিযোগ দীর্ঘদিন থেকেই উঠছিল। যেভাবে বিবকক এবং ট্যাপ মিটার চুরি হচ্ছে, তা নেশাগ্রস্ত তরুণদের কাজ বলে মনে করছেন শহরবাসী।

শক্তিনগরের বাসিন্দা অভিজিৎ যোশির অভিযোগ, 'এলাকায় ব্রাউন সুগার সহ বিভিন্ন নেশায় মত্ত হয়ে থাকছে যুবসমাজ। আর সেই নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে ট্যাপ মিটার সহ অন্যান্য সরঞ্জাম চুরি করে বিক্রি করে দিচ্ছে।' মিলনপাড়ার বাসিন্দা পার্থসারথি মিত্রের দাবি, 'নেশাগ্রস্তরা শহরে একের পর এক বাড়িতে চুরি করছে। যা অজানা নয় পুলিশের। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। ফলে দিনের পর দিন চুরির ঘটনা বেড়ে চলেছে। বাড়ির ট্যাপ মিটার, বিবকক ও পাইপ কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে নেশাগ্রস্তরা।' যদিও রায়গঞ্জ পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর কল্পিতা মজুমদারের দাবি, 'আগে বেশ কয়েকটি বাড়িতে ট্যাপ মিটার ও বিবকক চুরির ঘটনা ঘটলেও, এখন মিটারের উপর ঢাকনা থাকায় আপাতত তা হচ্ছে না।'

প্রসঙ্গত, রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সাধারণ মানুষের জন্য রাস্তার ধারে যে সমস্ত ট্যাপকল রয়েছে, তার বিবকক চুরির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। জল অপচয় বন্ধ করতে পিএইচই এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। কিন্তু তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে না নেশাগ্রস্ত চোরেদের জন্য।

“ বেশ কয়েকটি অভিযোগ এসেছে। আমরা এব্যাপারে পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব। পাশাপাশি, রায়গঞ্জ শহর ও শহরতলির ভাঙাড়ির দোকান মালিকদের সঙ্গেও বৈঠক করা হবে। ওইসব যন্ত্রাংশ না কেনার জন্য তাঁদের বলা হবে।

সন্দীপ বিশ্বাস, *চেয়ারম্যান রায়গঞ্জ পুরসভা*

সচেতনতা শিবির

কালিয়াগঞ্জ, ২৮ জুন : বাল্যবিবাহ ও মাদকের নেশা রুখতে কালিয়াগঞ্জ মিলনময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে একটি সচেতনতা শিবির আয়োজিত হল। শনিবার সকালে স্কুলের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের উপস্থিতিতে কালিয়াগঞ্জ থানা কর্তৃপক্ষ এই শিবিরের আয়োজন করে। রায়গঞ্জ মহিলা থানার আইসি শাশ্বতী কর্মকার, কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষিকা লাবণি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি বলেন, 'বাল্যবিবাহ, ড্রাগসের নেশা ছাড়াও মানব পাচার এবং সাইবার ক্রাইম রুখতে আমরা এদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সচেতন করলাম। আগামীদিনেও এই কর্মসূচি নানা জায়গায় অব্যাহত থাকবে।'

বর্ষাবিরণ

গঙ্গারামপুর, ২৮ জুন : গঙ্গারামপুর পুরসভার উদ্যোগে প্রথম বর্ষাবিরণ অনুষ্ঠান হল গঙ্গারামপুর হাইস্কুল ময়দানে। শনিবার সন্ধ্যায় প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র সহ বিশিষ্টরা। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষাবন্দনা করা হয়। এর পাশাপাশি বিখ্যাত সংগীতশিল্পী শ্রাবণী সেন সংগীত পরিবেশন করেন। চেয়ারম্যান বলেন, 'এই প্রথম বর্ষাবিরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকলের তরফে ভালো সাড়া মিলেছে।'

ধৃত ১

বুনিয়াদপুর, ২৮ জুন : লটারির জাল টিকিট বিক্রির অভিযোগে বংশীহারী থানার পুলিশ বুনিয়াদপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিকাশ মণ্ডল নামে এক বিক্রেতাকে তাঁর দোকান থেকে বমাল গ্রেপ্তার করে। শুক্রবারের ঘটনা। শনিবার তাঁকে গঙ্গারামপুর আদালতে তোলা হয়। বিচারক ওই ব্যক্তিকে ছ'দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান।

বিপত্তারিণী পুজো দিতে ভিড় উপচে পড়ল মালদা শহরের মনস্কামনা মন্দিরে। শনিবার সকাল থেকে প্রায় হাজার খানেক ভক্তরা মায়ের পুজো দেন। রথযাত্রা থেকে উলটো রথযাত্রার মধ্যে মঙ্গল ও শনিবার করে বিপত্তারিণী পুজো হয়ে থাকে। ছবি : অরিন্দম বাগ।

চিত্রশিল্পে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে আর্ট স্কুলে ভিড়

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৮ জুন : জীবিকা হিসাবে ছবি আঁকাকে বেছে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে গঙ্গারামপুরে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এই শহরটি ব্যবসা কেন্দ্রিক হলেও ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে নতুন প্রজন্মের মধ্যে। সেজন্য গত পাঁচ বছরে একের পর এক আর্ট স্কুল গড়ে উঠেছে। কচিকাঁচা থেকে শুরু করে উঁচু ক্লাসের পড়ুয়ারা এই আর্ট স্কুলগুলিতে ভিড় বাড়াচ্ছে।

আর্ট স্কুলগুলিতে ভাস্কর্য নির্মাণও শেখানো হচ্ছে। এলাকার তরুণ-তরুণীদের আর্ট স্কুল খুলে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে এভাবে। আর্ট স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানোর হিড়িকও দেখা যাচ্ছে অভিভাবকদের মধ্যে। শহর সংলগ্ন কালীতলার বাসিন্দা চিত্রশিল্পী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী স্কুল পড়ুয়াদের ছবি আঁকা শেখান।

আঁকায় মগ্ন খুদেরা। গঙ্গারামপুরে।

তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ছবি আঁকায় যুক্ত আছি। ভাস্কর্য তৈরি করাও শেখাচ্ছি। গত পাঁচ বছরে স্কুল পড়ুয়াদের ছবি আঁকার প্রবণতা অনেক বেড়েছে। আর্ট স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে।' জ্যোতির্ময়ের মতো চিত্রশিল্পকে পেশা করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন গঙ্গারামপুর শহরের আরও অনেকে।

এঁদের অন্যতম রঞ্জন হালদার বললেন, 'আমি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের ছবি আঁকা শেখাই। ছবি আঁকা শিখিয়ে আনন্দ পাই। আমার মতো আরও অনেকে ছবি আঁকা শিখিয়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন।' অভিভাবকদের বক্তব্য, প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি কোমল মনে চিত্রশিল্পের বীজ বুনতে তাঁরা ছেলেমেয়েদের আর্ট স্কুলে ভর্তি করছেন।

ঝুমা সরকার নামে একজন অভিভাবক বলেন, 'আমার দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়া ছেলেকে আবৃত্তি এবং ছবি আঁকা শেখানোর স্কুলে পাঠাচ্ছি। শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটাতে শিল্পচর্চা অত্যন্ত উপযোগী।' মিলন পাল নামে আরেক অভিভাবকের কথায়, 'প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াও নানাভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিতে সন্তানকে ছবি আঁকা শেখাচ্ছি।'

স্থানীয় একটি আর্ট স্কুলের ছাত্রী সমাপ্তি দাস বলে, 'লেখাপড়ার পাশাপাশি ছবি আঁকা শিখতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। বড় হয়েও শিল্পচর্চা চালিয়ে যেতে চাই।' সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী অনুষ্কা বসাকের কথায়, 'ছবি আঁকতে চাই বড় হয়েও।'

বসানো হল তিনটি পানীয় জলের মেশিন

বালুরঘাট, ২৮ জুন : তাপপ্রবাহের মধ্যেই বালুরঘাট পুরসভার তিনটি ওয়ার্ডে পরিস্রুত ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিনের উদ্বোধন হয়। শনিবার দুপুরে বালুরঘাট পুরসভায় চকভৃগু এলাকার ১৪ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ঠান্ডা জলের মেশিনের উদ্বোধন করেন পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র।

পাশাপাশি, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডেও এই মেশিনের উদ্বোধন করা হয়েছে। চেয়ারম্যান বলেন, 'দীর্ঘদিন ওই ৩টি ওয়ার্ডে পানীয় জলের মেশিনের দাবি ছিল। প্রায় ৩ লক্ষ টাকার অর্থবরাদ্দে এদিন ৩টি ওয়ার্ডে ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন চালু করা হল। গরমে ঠান্ডা জলে স্বস্তি পাবেন বাসিন্দারা।'

আদিনায় হতাশ পর্যটকরা

সাজানো কটেজে ঝুলছে তালা

গৌতম দাস

বিপাকে পর্যটকরা

- আদিনায় পর্যটকদের জন্য তৈরি কটেজ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে
- বুকিং পদ্ধতি এখনও অনলাইনে না হওয়ায় সমস্যা
- বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা শাসক

গাজোল, ২৮ জুন : পর্যটকদের জন্য সাজানো গোছানো কটেজ। বড় বড় গাছের আড়ালে ছোট্ট কটেজের বারান্দা থেকে বিশাল পুকুরে চোখ চলে যায়। সেখানে নানা প্রজাতির পাখির আনাগোনা। ফুলে ফুলে রংবাহারি প্রজাপতির দিক থেকে চোখ ফেরানো দায়। কিন্তু এমন মনোরম পরিবেশেও কটেজে থাকার কেউ নেই।

কিন্তু কেন?

জঙ্গলের আবহে পর্যকটদের রাত কাটানোর জন্য তৈরি কটেজে বছরভরই তালা ঝোলে। তাহলে পর্যটক এলে থাকবেনই বা কীভাবে?

আদিনা মৃগদাবে পর্যটকদের কটেজের এমন হালে হতাশ কলকাতা থেকে ঘুরতে আসা অনেকেই। রঞ্জন সরকার পরিবার নিয়ে ঢাকুরিয়া থেকে মালদায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। সুযোগ পেয়ে আদিনায় চলে আসেন। টিকিট কেটে মৃগদাবে ঢুকে পাখি, হরিণ, নীলগাইয়ের দেখাও পান। কিন্তু কটেজে রাত কাটানোর ইচ্ছেটা আর এযাত্রায় পূরণ করতে না পেরে বেশ হতাশ দেখাল। রঞ্জন বলেন, 'এখানে এসে তো দেখলাম কটেজে তালা ঝুলছে। তারপর খোঁজ নিয়ে জানলাম, এখান থেকে বাংলো বুক করাও যায় না। তার জন্য মালদা শহরে ডিএফও'র দপ্তরে যেতে হবে! কলকাতা থেকে ঘুরতে এসে এভাবে বুক করা কী সম্ভব? যদি অনলাইনে বুকিংয়ের ব্যবস্থা থাকত!'

তবে আদিনা মৃগদাবকে আগামীদিনে পর্যটকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। তিনি বলেন, 'ডিয়ার পার্কে বাংলো টাইপের দুটি অত্যাধুনিক গেস্টহাউস রয়েছে। এর আগে এগুলো ভাড়া দেওয়া হত। তবে বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে, সেই বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছি। বর্তমানে মালদা জেলায় পর্যটকদের জন্য অনেক সুযোগসুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। আগামীদিনে বাইরে থেকে যাতে আরও বেশি সংখ্যক পর্যটক মালদা জেলায় আসেন, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। পর্যটকরা যাতে সব ধরনের সুযোগসুবিধা পান, সে বিষয়টাও মাথায় রাখা হবে।'

আদিনা মৃগদাবে হরিণ ছাড়াও অন্যতম আকর্ষণ পরিযায়ী পাখি। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য প্রত্যেক বছরই আদিনা মৃগদাবের বনাঞ্চলে ভিড় জমায় ওপেন বিল স্টর্ক বা শামুকখোল পাখি ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি। মূলত জুন মাসের শেষ নাগাদ অথবা জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে পাখি আসতে শুরু করে আদিনায়। এরপর বাসা বেঁধে, ডিম পেড়ে, শাবককে বড় করে নভেম্বরের শেষ দিকে আদিনা বনাঞ্চল ছেড়ে চলে যায় এই বিদেশি পাখির দল। তবে অন্য বছরের তুলনায় এবার অনেকটা আগেই আসতে শুরু করেছে এই পাখিরা। আদিনা ডিয়ার পার্ক কর্তৃপক্ষ মনে করছে, এবার সংখ্যাটা অন্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে।

হরিণ, নীলগাই এবং বিদেশি পাখি ছাড়াও পরিযায়ী পাখি দেখতে ভিড় জমান বিভিন্ন এলাকার পর্যটকরা। তেমনি এক পর্যটক সুকুমার সরকারের বক্তব্য, 'আদিনা ডিয়ার পার্কের ভেতরে বন দপ্তরের যে কটেজ রয়েছে, সেখানে তালা ঝুলছে দেখলাম। ওখানে থাকার ব্যবস্থা চালু হলে খুব ভালো হয়। তাহলে আদিনা ফরেস্টের রাতের সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করতে পারি।'

ডিএফও জিজু যশপার বলেন, 'এবার কিছুদিন আগে থেকেই পাখিরা আসতে শুরু করেছে। পরিযায়ী পাখি ছাড়াও ডিয়ার পার্কের বিশালাকার খাঁচার মধ্যে রয়েছে সিলভার ফেজেন্ট, গোল্ডেন ফেজেন্ট, চায়না কোয়েল প্রভৃতি পাখি।' জেলা বন আধিকারিকের বক্তব্য, 'ডিয়ার পার্কের ভেতরে যে কটেজ রয়েছে, সেগুলোর বুকিং বন্ধ রয়েছে। তবে পর্যটকদের সুবিধার জন্য খুব তাড়াতাড়ি ডিয়ার পার্কের ভেতরে একটি রেস্টুরেন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

ধস্তাধস্তিতে পড়ে গেলেন এসআই

গণধর্ষণের প্রতিবাদে গৌড়বঙ্গজুড়ে আন্দোলনে বিজেপি-কংগ্রেস

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

ধস্তাধস্তির সময় পড়ে গিয়েছেন পুলিশকর্মী। শনিবার মালদা শহরে।

২৮ জুন : কসবা আইন কলেজের পড়ুয়া গণধর্ষণের প্রতিবাদে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার বেঁধে গেল মালদায়। একই ছবি দেখা গেল বালুরঘাটেও। এদিন গৌড়বঙ্গজুড়ে আন্দোলনে নামে বিজেপি। একই ইস্যুতে রায়গঞ্জ, হরিশ্চন্দ্রপুর ও পতিরামের ঠাকুরপুরা বাজারে পথ অবরোধ করে কংগ্রেসও।

শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মালদা শহরের রথবাড়িতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। ধাক্কাধাক্কিতে মাটিতে পড়ে যান ইংরেজবাজার থানার এসআই মহম্মদ কেয়ামুদ্দিন। যদিও তা দেখতে পেয়ে বিজেপির এক মহিলা কর্মী ওই পুলিশকর্তাকে হাত ধরে টেনে তোলেন। সেসময় বিজেপির মহিলা কর্মীরা জাতীয় সড়কের ওপর শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এই ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে জাতীয় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আসলে এই সরকারের পরিবর্তন না হলে পুলিশের ভূমিকার পরিবর্তন হবে না। রাজ্যজুড়ে অরাজকতা চলতেই থাকবে।'

দুপুরে বিজেপির তরফে বালুরঘাট শহরের হিলি মোড়ে পথ অবরোধ করে বিজেপি। পথ অবরোধের জেরে আটকে পড়ে দূরপাল্লার বাস সহ অন্য গাড়ি। অবরোধের পর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে গেলে পুলিশ সেই টায়ার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। পরে পুলিশের কাছ থেকে টায়ার ছিনিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিক্ষোভকারীরা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, জেলা সম্পাদক বাপি সরকার প্রমুখ। বালুরঘাটে এআইডিএসও-র তরফে প্রতিবাদ মিছিল করে শহর পরিক্রমার পর বালুরঘাট থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়। সিপিএমের ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠন প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ দেখায় গঙ্গারামপুর শহর ও ব্লকের ফুলবাড়িতে। আমিনপুর বটতলায় ধিক্কার মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে সারা ভারত কৃষকসভার কুশমণ্ডি থানা কমিটি। মিছিল হয় বুনিয়াদপুরেও।

বিকেলে কালিয়াগঞ্জের রায়গঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়কের সুকান্ত মোড় এলাকায় পথ অবরোধ করে গেরুয়াবাহিনী। চলে মুখ্যমন্ত্রী-কে নিশানা করে শাসকবিরোধী স্লোগান। প্রায় ২০ মিনিট পরে স্থানীয় পুলিশের হস্তক্ষেপে উঠে যায় পথ অবরোধ। স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। অবরোধ শেষে বিজেপির কালিয়াগঞ্জ শহর মণ্ডল সভাপতি অপূর্ব রায় বলেন, 'এই ঘটনা দ্বিতীয় অভয়ার সমতুল্য।' কসবা কাণ্ডের পাশাপাশি কয়েকদিন আগে কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে এক মহিলা ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন। সেই মহিলার হয়ে আপনাদের কেন আন্দোলন করতে দেখা গেল না? প্রশ্নের জবাবে অপূর্ব বলেন, 'দুটি ঘটনাই নিন্দনীয়। যদি ওই মহিলা যথেষ্ট প্রমাণ দেখাতে পারেন অথবা প্রমাণ হয়, তাহলে আমি ওঁর পাশে আছি।'

তবে উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপির সভাপতি নিমাই কবিরাজকে কার্তিক মহারাজের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করতে দেখা গেল। নিমাই কবিরাজের বক্তব্য, 'কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ১৩ বছর আগের। এখন কেন অভিযোগ? এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।'

অন্যদিকে, করণদিঘি বাসস্ট্যান্ডের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। পথ অবরোধও করা হয়। ডালখোলা থানার সূর্যাপুর জাতীয় সড়কে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতা-কর্মীরা।

বধূকে খুনের চেষ্টা, ধৃত স্বামী

সামসী, ২৮ জুন : পণের দাবিতে এক বধূকে বিষ খাইয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে।

ওই বধূ পাঁচজনের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। শুক্রবার পুলিশ বধূর স্বামী রবিউল আলমকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে শনিবার চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

পুলিশ সূত্রের খবর, তিন বছর আগে চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়ার মনোয়ারা খাতুনের সঙ্গে ইটাহারের ছিনিমপুর গ্রামের বাসিন্দা রবিউলের সামাজিকভাবে বিয়ে হয়। বিয়েতে টাকা, গয়না ও বাইক দেওয়া হয়েছিল। মনোয়ারার অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিন পর থেকে বাপের বাড়ি থেকে আরও টাকা আনার জন্য স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু তা আনতে না পারায় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করেন। ২১ জুন তাঁরা মনোয়ারাকে বিষ খাইয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। বধূর চিৎকারে প্রতিবেশীরা এসে তাঁকে ইটাহার হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে রেফার করা হয় রায়গঞ্জে। হাসপাতাল থেকে মঙ্গলবার ছুটি পান ওই বধূ। এরপর পুলিশের দ্বারস্থ হন মনোয়ারা। তিনি স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির পাঁচজনের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। শুক্রবার বধূর স্বামী রবিউলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এসডিপিও সোমনাথ সাহা জানান, বধূর স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে নদী পারাপার। শনিবার রায়গঞ্জের কুলিকে। ছবি : দিবাকর সাহা

হত্যা করে মৃতদেহ গায়েবের অভিযোগ

আজাদ

মানিকচক, ২৮ জুন : গত দু'দিন ধরে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ গৃহবধূ সাবিনা খাতুন। যদিও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দাবি, কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি কোথাও চলে গিয়েছেন। যদিও এই দাবির সঙ্গে একমত নয় তাঁর বাপের বাড়ির লোকজন। তাঁদের পালটা দাবি, পারিবারিক বিবাদের জেরে ওই বধূকে খুন করে তাঁর মৃতদেহ গায়েব করেছেন স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এই অবস্থায় তাঁদের মেয়েকে খুঁজে পেতে পরিবারের পক্ষ থেকে মানিকচক থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই বধূর স্বামী শেখ রিয়াউলকে আটক করা হয়েছে। এদিকে অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির অন্য সদস্যরা পলাতক। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

তিন বছর আগে মানিকচকের গোপালপুরের বালুটোলার সাবিনার সঙ্গে এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহনা লক্ষ্মীপুরের রিয়াউলের বিয়ে হয়। প্রথমে সব ঠিকঠাক চললেও দেড় বছর ধরে তাঁদের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। ঝামেলা মেটাতে বেশ কয়েকবার সালিশি সভাও হয়েছে। এক মাস আগে বিবাদের জেরে বাপের বাড়িও চলে গিয়েছিলেন সাবিনা। ১৫ দিন আগে আবার সামাজিক বৈঠকের মাধ্যমে তিনি শ্বশুরবাড়ি ফেরত আসেন। গত দু'দিন ধরে সাবিনার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে মেয়ের খোঁজে শ্বশুরবাড়ি আসেন বাপের বাড়ির লোকজন। কিন্তু সেখানে তাঁরা সাবিনার খোঁজ পাননি। এরপরেই তাঁরা মানিকচক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

> পারিবারিক বিবাদের জেরে সাবিনাকে প্রাণে মেরে ফেলেছে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন। পরে মৃতদেহ গায়েবও করে দিয়েছে।
>
> **ফিরোজ হোসেন**
> সাবিনার কাকা

এ বিষয়ে সাবিনার দুই কাকু হাসান আলি ও ফিরোজ হোসেন বলেন, 'পারিবারিক বিবাদের জেরে সাবিনাকে প্রাণে মেরে ফেলেছে তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন। পরে মৃতদেহ গায়েবও করেছে তাঁরা। আমরা চাই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত হোক এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক পুলিশ।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

হেমতাবাদ, ২৮ জুন : টোটোতে চার্জ দিতে গিয়ে শুক্রবার রাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃতের নাম আখতারুল আলম (২২)। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে হেমতাবাদ থানার বিষ্ণুপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোগ্রামে। শুক্রবার রাতে ওই ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। শনিবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর ওই তরুণের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় হেমতাবাদ থানার পুলিশ। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চাঞ্চল্য পুরাতন মালদায়

শাশুড়িকে পিটিয়ে খুন, গ্রেপ্তার জামাই

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৮ জুন : শাশুড়িকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে জামাই ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদার চর লক্ষ্মীপুর এলাকায়। পুলিশ জানায়, মৃতার নাম রাজলক্ষ্মী হালদার (৬০)। পুরাতন মালদার বাসিন্দা। অভিযুক্ত জামাইকে গ্রেপ্তার করেছে মালদা থানার পুলিশ।

মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার রাজলক্ষ্মী তাঁর মেয়ে কণিকা হালদার সরকারকে শ্বশুরবাড়িতে রাখতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় কণিকার স্বামী কৃষ্ণ ও তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁকে মারধর করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে যান রাজলক্ষ্মীও। সেই সময় তাঁকেও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় লোকজন তড়িঘড়ি রাজলক্ষ্মীকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। শনিবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় রাজলক্ষ্মীর। এই ঘটনায় শুক্রবার রাতেই কণিকা তাঁর স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির পাঁচ সদস্যের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগে কণিকা জানান, ২০১৭ সালে কৃষ্ণ সরকারের সঙ্গে তাঁর সামাজিক মতে বিয়ে হয়। তাঁদের একটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই কৃষ্ণ তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাতে থাকে।

কী অভিযোগ

- বৃহস্পতিবার রাজলক্ষ্মী তাঁর মেয়ে কণিকাকে শ্বশুরবাড়িতে রাখতে যান
- সেই সময় কণিকার স্বামী কৃষ্ণ ও তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁকে মারধর করতে শুরু করেন
- মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন রাজলক্ষ্মী
- শনিবার ভোরে মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় রাজলক্ষ্মীর

তাঁকে মারধরও করা হত। প্রায় দুই বছর আগে কৃষ্ণ তাঁকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তাঁর মা রাজলক্ষ্মী বেশ কয়েকবার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে মেয়েকে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁর মাকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। গত বৃহস্পতিবার সকালেও তাঁর মা কণিকাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে যান। সেই সময় তাঁর স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে কিল, ঘুসি মারতে থাকে। তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন তাঁর মা। সেই সময় তাঁর মাকেও কিল, ঘুসি, লাথি মারা হয়। রাজলক্ষ্মীকে গলা টিপে প্রাণে মারার চেষ্টা করলে তিনি অসুস্থ হয়ে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

কণিকা বলেন, 'মা আমাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। ওরা আমাকে দেখেই গালিগালাজ করতে শুরু করে। আমাকে মারধর করতে থাকলে মা আমাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। তখন ওরা মাকেও মারধর করে। মাকে মেরে ফেলার জন্য গলা টিপে ধরলে মা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। স্থানীয় লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে মাকে হাসপাতালে ভর্তি করি। আজ ভোরে মায়ের মৃত্যু হয়েছে।'

মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। বধূ নির্যাতনের অভিযোগে আপাতত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কন্যাসন্তানকে অস্বীকার, ধৃত

রায়গঞ্জ, ২৮ জুন : কন্যাসন্তানকে গ্রহণ করতে অস্বীকার খোদ বাবার। স্বামীর বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন স্ত্রী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম রুহুল হোসেন। তার বাড়ি রায়গঞ্জ থানার পশ্চিম গোবিন্দপুর গ্রামে। শনিবার তাকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বেআইনি শাসন

প্রথম পাতার পর

আর কসবা মডেলে সেই কলেজেই আইন ভেঙে একগুচ্ছ তৃণমূল নেতাকে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে চাকরিতে নিয়োগ নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আবার নির্দেশ আসে ক্যান্টিন থেকে। সেখানেই বসেই কলেজের এক প্রাক্তন ছাত্র বকলমে সব ঠিক করে দেন। তাঁর কথার বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করলেই জোটে চরম শাস্তি। ভর্তির জন্য ছাত্রপিছু কত টাকা চাঁদা নেওয়া হবে, সোশ্যালে কোন গায়ক গান করবেন সবই হয় সেই ক্যান্টিনবয়ের ইচ্ছে অনুসারে। ইসলামপুর কলেজের ইউনিয়ন রুমের দখল নিয়ে টিএমসিপি'র দুই গোষ্ঠীর লড়াই সর্বজনবিদিত। কলেজের হর্তাকর্তা হয়ে বসে রয়েছেন বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরীর ছোট ছেলে ইমদাদ চৌধুরী। বছর বত্রিশের ওই তরুণের কলেজ পরিচালন কমিটির সভাপতি পদে বসা নিয়ে বিতর্ক এখনও পিছু ছাড়েনি।

শিলিগুড়িতে প্রতিটি কলেজেই নিয়ন্ত্রণ করছে বহিরাগতরাই। শিলিগুড়ি কলেজ এবং শিলিগুড়ি কর্মার্স কলেজের ক্ষমতা দখল নিয়ে টিএমসিপি'র দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ে কিছুদিন আগে মাঝরাতে ঘেরাও হয় মেয়র গৌতম দেবের বাড়ি। মার্ডার্র গোষ্ঠীর সঙ্গে পচা গোষ্ঠীর মারামারিতে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল শহরের তৃণমূল নেতাদের। জলপাইগুড়ির কলেজগুলিতে কান পাতলেই শোনা যায় ডিস্কোদা'র নাম। ডিস্কো আদতে টিএমসিপি নেতা দেবজিৎ সরকার। তৃণমূল নেতা সৈকত চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ ডিস্কোর ইশারা ছাড়া নাকি কলেজে কোনও কাজই হয় না।

কলেজে কলেজে বহিরাগত এই সিন্ডিকেট ভাঙার জোরালো দাবি তুলেছে সিপিএম এবং বিজেপি। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের কথা, 'নির্বাচন না করিয়ে তৃণমূল গুন্ডারা কলেজের ইউনিয়ন রুমগুলিকে পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলেছে। সেখান থেকেই যাবতীয় অন্যায় ও অপকর্ম হচ্ছে। ভোটে ওই দুষ্কৃতকারীরাই শাসকদলের ক্যাডার হয়ে মাঠে নামছে। দ্রুত ছাত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা করুক রাজ্য সরকার।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, 'ছাত্র নির্বাচন বন্ধ করে রেখে কলেজে কলেজে গুন্ডা পুষছে তৃণমূল। বেআইনি পথে লক্ষ লক্ষ টাকা সেই গুন্ডাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের অপকর্ম করার ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

ছাত্রীর দেহে আঁচড়

প্রথম পাতার পর

তাতে আছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সতপাল সিং, মীনাক্ষী লেখী, সাংসদ বিপ্লবকুমার দেব ও মননকুমার মিশ্র। এই কমিটি গঠনের দিনই বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পলের কথায় অস্বস্তিতে পড়েছে তাঁর দল। দলের রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে অগ্নিমিত্রা সিবিআইয়ের বদলে পুলিশি তদন্তের ওপর আস্থা রাখেন। তিনি বলেন, 'আরজি কর মামলায় সিবিআই সফল নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ, যাদের মাইনে হয় আমার আপনার করের টাকায়, আপনারা তদন্ত করবেন। সত্যিটা সামনে আসবে।' মুহূর্তে কথাটি লুফে নেয় তৃণমূল।

দলের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়, 'তিনি এখন মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের ওপর আস্থা রাখছেন।' বিড়ম্বনায় পরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এটা আমাদের দলগত অবস্থান নয়। এটা ওঁর ব্যক্তিগত মত।' নির্যাতিতা ছাত্রীর অভিযোগ সামনে আসার পরই নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তাঁকে বাইরে বসিয়ে রেখে গার্ডরুমে ধর্ষণ হলেও তিনি কাউকে আড়াল করতে চাইছেন কি না বা কেন তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষ বা পুলিশকে জানাননি, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ানে নির্যাতিতা জানান, তিনি সাহায্যের আর্জি জানালেও নিরাপত্তারক্ষী এগিয়ে আসেননি বলে প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রীর অভিযোগ।

ওই নিরাপত্তারক্ষীর নিয়োগকারী সংস্থার কর্ণধার জানান, আগেও ওই কলেজে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মনোজিতের ইশারায় নিরাপত্তারক্ষীদের বেরিয়ে যেতে হত। ওই দিনের ঘটনা তিনি অধ্যক্ষকে জানিয়েছিলেন বলে দাবি করেন। পুলিশ ইতিমধ্যে কলেজটির সিসিটিভির প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টার ফুটেজ উদ্ধার করেছে। ঘটনার দিন দুপুর সাড়ে তিনটে থেকে রাত ১০টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত ফুটেজ রয়েছে।

ঘটনাক্রম ও অভিযোগকারিণীর বক্তব্যের সঙ্গে ফুটেজ মিলিয়ে দেখছে পুলিশ। ফুটেজে ওই ছাত্রীকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ছবি দেখা গিয়েছে। ছাত্রীর দেহে নখের আঁচড়, আঘাতের চিহ্ন ওই অভিযুক্তদের কি না, তা জানতে এই পরীক্ষা। ঘটনাস্থল থেকে ছেঁড়া চুল, কমনরুমে রক্তের দাগ, ধস্তাধস্তির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

ইউনিয়ন রুমে মিলেছে প্লাস্টিক ও কাচের বোতল। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মেডিকেল পরীক্ষা করার সময় ট্রমায় ছিলেন নির্যাতিতা। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ওই পরীক্ষার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর গলা ও ঘাড়ে আঁচড়, বুকে ও যৌনাঙ্গে আঘাত রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ওই ল' কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালকে গভর্নিং বডির বৈঠক ডাকতে বলেছেন।'

জনস্বাস্থ্য সভা

বুনিয়াদপুর, ২৮ জুন : ডেঙ্গি মোকাবিলা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ ঠেকাতে শনিবার মহাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে এক জনস্বাস্থ্য সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এলাকার ছটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরা তাতে শামিল হন। সভা থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর জন্য ওজন এবং প্রেশার মাপার যন্ত্র বিলি করা হয়। জয়েন্ট বিডিও মানবেন্দ্রনাথ সাহা, পঞ্চায়েত প্রধান নুর আক্তার বানু, জেলা পরিষদের আধিকারিক শামসুল আলম প্রমুখ এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

পড়ে মৃত

বহরমপুর, ২৮ জুন : শনিবার বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক ছাত্রীর। মৃত ছাত্রীর নাম সারজিনা খাতুন (১৫)। সে গোয়ালজান হাইস্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া ছিল।

উত্তরে চার লাইনের রেল ব্যবস্থার আশ্বাস

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৮ জুন : চিকেন নেককে 'আগলে রাখা'র পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারত ও নেপালের সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে উত্তরবঙ্গজুড়ে চার লাইনের রেল ব্যবস্থা তৈরির আশ্বাস দিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। শিলিগুড়ির সঙ্গে নেপাল, বিহার ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মসৃণ করতে চাইছে রেলমন্ত্রক। যে কারণেই নতুন রেললাইন পাতা, রেল মানচিত্রে নতুন এলাকাকে নিয়ে আসার উদ্যোগ। লঘু উদ্যোগ ভারতী ও কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'উদ্যমী সম্মেলন'-এ উপস্থিত হয়ে এদিন রেলমন্ত্রী চার লাইনের কথা তুলে ধরেন। নেপালের সঙ্গে যে রেল যোগাযোগ গড়ে তোলার লক্ষ্য, স্পষ্ট করেন বৈষ্ণো। রেল সূত্রে খবর, মালদা থেকে অসমের কামাখ্যা পর্যন্ত চার লাইনের রেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। নিউ মাল থেকে বিহারের যোগবাণী পর্যন্ত ডাবল লাইন করা হবে। বর্তমানে সিঙ্গল রুট রয়েছে রুটটিতে। এর ফলে মূলত ডুয়ার্সের রেল যোগাযোগ আরও ভালো হবে বলে আশাবাদী স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পর্যটকরা।

বিশ্বমানের গড়ে তোলা হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন। উত্তরবঙ্গের একাধিক স্টেশনেও চলছে সংস্কার। পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দিতে চাইছে রেল। যে কারণেই মালদার কুমেদপুর থেকে অসমের কামাখ্যা পর্যন্ত নতুন ডাবল লাইন তৈরির সিদ্ধান্ত। দুটি পর্যায়ে এই কাজ হবে। প্রথম পর্যায়ে কাজ হবে কুমেদপুর থেকে এনজেপি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে এনজেপি থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত রেললাইন পাতা হবে। বর্তমানে এই রুটটিতে রয়েছে ডাবল লাইন। পাশাপাশি নিউ মাল থেকে নেপালের বিরাটনগর সংলগ্ন বিহারের যোগবাণী পর্যন্ত প্রায় ২৩২ কিলোমিটার নতুন সিঙ্গল লাইন পাততে চাইছে রেল। এই প্রকল্পে এখন ফাইনাল লোকেশন সার্ভের কাজ চলছে। এখনও মেলেনি পরিবেশমন্ত্রকের ছাড়পত্র। তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, রেলের পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে জমি প্রয়োজন, তা কি মিলবে? এমন সমস্যা যে হতে পারে, তা বুঝতে পেরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সাহায্য চেয়েছেন রেলমন্ত্রী। হাওড়ার তৃণমূল সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে সাঁতরাগাছিতে দাঁড়িয়ে এদিন রেলমন্ত্রী বলেন, 'রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে রেলের কাজে সরকার সহযোগিতা করুক। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিন।' প্রতিউত্তরে প্রসূন বলেন, 'বছরের পর বছর বাকসারা এলাকায় রেলের আন্ডারপাস তৈরির আবেদন করেও রেলমন্ত্রকের থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রী নিজে একসময় রেলমন্ত্রী ছিলেন। তাই সবটাই তিনি জানেন। রেলমন্ত্রীই রাজনীতি করছেন।'

এদিন জাতীয় গ্রন্থাগারের অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়িতে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ স্থায়ীভাবে তৈরির আশ্বাসও দিয়েছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল।

পতিতালয়ে

প্রথম পাতার পর

দিয়েই কিনে নিয়েছেন।' নির্যাতিতা মহিলার দাবি, এরপর অবস্থা বেগতিক বুঝে সকলের চোখের আড়ালে তিনি বাথরুমের জানলা গলে ওই পতিতালয় থেকে পালিয়ে সটান জলন্ধর স্টেশনে পৌঁছান। সেখান থেকে ট্রেন ধরে শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়িতে এসে গোটা ঘটনা পরিবারের সকলকে জানান তিনি। শনিবার সোনাই দাস নামে ওই প্রেমিক তরুণ ও তার পরিবারের কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে কর্ণজোড়া পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

দিল্লিতে আটক ৭

প্রথম পাতার পর

এটা প্রশাসনিক ব্যাপার। অহেতুক এনিয়ে রাজনীতি করার কোনও মানে হয় না।'

দিল্লিতে আটক সামসুলের মেয়ে শামিনা খাতুন জানিয়েছেন, সাবেক ছিটের অনেকেই দিল্লি সহ অন্য রাজ্যে ইটভাটায় কাজ করেন। রেজাউল, রবিউল ও জহরুলরা দিল্লির ইটভাটায় কাজ করতে যান মাস ছয়েক আগে। সেখানে বাহাদুরঘরে থাকতেন তাঁরা। শামিনার অভিযোগ, গত ২৫ জুন রেজাউল, রবিউল ও জহরুলকে হঠাৎই দিল্লি পুলিশ আটক করে। এরপর সামসুলের কাছে পুলিশের তরফে ফোন আসে।

তাঁকে জানানো হয়, আবাসনের তিনজনকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয়েছে, তাই তাঁকে ও অন্যদেরও বৈধ কাগজপত্র নিয়ে থানায় যেতে হবে। সেইমতো সামসুল ও প্রতিবেশী রশিদা বেগম তাঁর তিন শিশুকে নিয়ে শালিমার বাগ থানায় যান। তাঁদেরও নাকি আটকে দেয় পুলিশ।

এই ঘটনার পর উদ্বিগ্ন বাকিদের পরিবারের সদস্যরাও। এরকমই এক পরিবারের সদস্য আলমগির আলি

ছাতা

সেই কবে কোন কালে ভরসা হয়ে আমাদের মাথায় তার উদয়। তারপর থেকে জীবন তাকে ছাড়া ভাবাই যায় না। বর্ষায় তো বটেই, প্রখর গরমে বা স্রেফ ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হয়ে সে আমাদের সঙ্গী। নামভারে সে আমাদের জীবনের অন্যতম অবলম্বনও। এবারের প্রচ্ছদে ছাতা।

এক অদৃশ্য ছাদের অযুত সম্ভাবনার ইঙ্গিত

সন্দীপন নন্দী

বাদলদিনের প্রথম প্রণয় ভীতি হোক বা অনভিপ্রেত রূঢ় রৌদ্র, সবার মাঝে এক বিস্ময়কর জীবনসঙ্গীর নাম ছাতা। কালের যাত্রাপথে নাগরিকের মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে হাতে যে হনহন হেঁটে যায়, দীর্ঘ দগ্ধদিনেও যে হয়ে ওঠে পথিকের অনন্য মসিহা। যার সৌজন্যে বৃষ্টিভেজা বিকেলে ঘরে ফেরে নির্জলা দিদিমণি, ধুম জ্বরেও শিশুকে ছাতা মাথায় স্কুল পৌঁছে দেয় গৃহসহায়িকা 'অখ্যাত' মা।

আসলে ভগ্ন হোক বা জীর্ণ, এক পিস ছাতা সঙ্গে থাকলেই জলে-স্থলে নির্ভয়ে নিরাপদ গন্তব্যে এগিয়ে গিয়েছে বাঙালি, এ তো নতুন কথা নয়। সে খেলার মাঠ থেকে আত্রেয়ীপাড় বা গজলডোবা হতে তিস্তাবাজার, ভ্রমণপথ- সর্বত্র সচেতন মানবের লটবহরে কীভাবে যেন স্মরণীয় হয়ে ওঠে রংবেরংয়ের সমস্ত ছাতা। তাই ক্রমে দৈনন্দিন মানবজীবনে এক অনিবার্য আশ্রয়ের দ্যোতক হয়ে উঠেছে এই ছাতা। অলক্ষ্যে বিস্তৃতি বেড়েছে তার আর ছাতার ছায়াবীথিতলে দু'দণ্ড শান্তির খোঁজে প্রীতি ও প্রেরণাকে উৎসর্গ করেছে নবীন কিশোর থেকে ওল্ডেজ হোমের সহায়হীন বৃদ্ধা।

তাই যুগে যুগে প্রত্যেকের বীতস্পৃহ জীবনে সদর্থক ভূমিকায় নিয়োজিত হয়েছে 'সামান্য এক ছাতা'। পিতার মুখাগ্নিরত পুত্রকে বিলাপ করতে শুনি, মাথার ছাতাটা চলে গেল। আবার দুর্দান্ত ভিড় থেকে গৃহহীন দম্পতির আক্ষেপের কথামালা ভেসে আসে, মাথার উপর পাকা ছাতাটা যে কবে হবে? এখানে ছাতাই এক অদৃশ্য ছাদের অযুত সম্ভাবনা ইঙ্গিত করে। একদিন এভাবেই সংবাদ আসে, বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক কর্মীদের বহুদিন পর একই ছাতার তলে আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে একদল একছাতা নীতির ভিত্তিতে সকলকে বেঁধে বেঁধে রাখার যে অঙ্গীকার, তাতেও লিপিবদ্ধ রয়ে যায় এক নগণ্য ছাতার ভূমিকা।

পিতার মুখাগ্নিরত পুত্রকে বিলাপ করতে শুনি, মাথার ছাতাটা চলে গেল। আবার দুর্দান্ত ভিড় থেকে গৃহহীন দম্পতির আক্ষেপের কথামালা ভেসে আসে, মাথার উপর পাকা ছাতাটা যে কবে হবে?

ফলে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও বিপুল বিশ্বে ছাতার নামভূমিকা আজও অনস্বীকার্য। তাই বর্ষায় ছাতা আর শীতের কাঁথা, জরুরি প্রয়োজনের প্রবাদ হয়ে লোকমুখে ঘুরে বেড়ায়। সময়ে-অসময়ে বাসে, ট্রেনে আসন সংগ্রহের অন্যতম হাতিয়ারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় ওই ছাতা। সহসা দেখে মনে হয়, রক্তিম, নীলাভ কিংবা পীতাভ বর্ণের ছাতাগুলোতেই যেন মিলেমিশে আছে বেঁচে থাকা মানুষের 'ব্যক্তিত্ব'। তবে সদ্য ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষটির ব্যবহৃত ছাতাও তো ঘরে ঘরে ঝুলে থাকে সে কথাও তো সত্যি। মানুষ নেই তবু তার অস্তিত্বের স্মারক হয়ে ছাতাটা থেকে যায়। হাতলের পরশে, মাথায় মেলে ধরা নিবিড় ছায়াতেই চিরকালের মানুষটি আড়ালে অক্ষত থাকেন। এই সেই ঋতু, এক অঝোরবৃষ্টির কালসূচক আষাঢ়। যখন স্মৃতিরা ছত্রছায়ায় ভিজতে ভিজতে প্রাণ পায়, ব্যবহারের যৌথ উদ্যোগে একটি ছাতা আছে না আছে, তবু মনে রেখোর মতো রয়ে যায় চিরকাল।

আর ছাতা হারাননি জীবনে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কেননা পুরাতন প্রেমের মতোই কোনও ব্যবহৃত ছাতার মায়া আজীবন ঘুরঘুর করলে তাকে তো জঞ্জাল স্তূপে নিক্ষেপ করা যায় না, ইচ্ছে করেই হারিয়ে ফেলতে হয়।

ফলে হাতবদলে নতুন মানুষের কাছে পুরাতন ছাতাও বেঁচে ওঠে, কথা বলে, ছুটে বেড়ায় নব উন্মাদনায়। দেখতে পাই সম্পর্কে বহু অদ্বিতীয় রোমান্টিক দৃশ্যের জন্ম দিয়ে যায় এই টুকরো কাপড়ের ছাতা। সেই বর্ষার মাহেন্দ্রক্ষণেই খেয়ালবশে ছাতাহীন যুগলরা পথে নামে। হাসমি চক থেকে হাসিমারা, বাবুপাড়া থেকে বানারহাটের মাঠঘাট, সড়কপথ পবিত্র উচ্ছ্বাসে ভিজে যায়। ছাতায় আকাশের জল ঝরে অনিবার, এমনও দিনে তারে ভোলা যায়?

আড়ালে অজস্র গল্প লুকিয়ে

দেবদত্তা বিশ্বাস

আষাঢ়স্য প্রথম দিবস। বর্ষা মেঘদূত সাক্ষী রেখে গুরুগর্জনে সেদিনই মহানন্দার বুকে বৃষ্টি নামায় জোরে। জলে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দরাই তখন গম্ভীর উচ্ছ্বাসে বেগ বাড়ায় আরও জোরে। মহানন্দা এবারে গ্যালন গ্যালন জলে পুষ্ট হয়ে কোমর তুলে দাঁড়িয়েছে খানিকটা। হ্যাঁ ওই তো আকাশ, ঘন কালো ভারী মেঘ, ঝিরঝির বৃষ্টি আর ব্রিজটার উপরে অসংখ্য ছাতা। আজ লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ছোট নানা ছাতার সারণি পিলপিলিয়ে চলছে আপন গতিতে। শহরের গতি মাপতে আজ ছাতার বড় প্রয়োজন।

আপন গতিতে বয়ে চলা মহানন্দা ছুটে চলে রামঘাটের দিকে। মড়া পোড়ানোর ঘাটে অসংখ্য ভিড়। ছাতা মাথায় কেউ ভাবে আর কতক্ষণ? কাকভেজা মানুষ ছাতা মাথায় ভিড় জমায় কাছেপিঠে চায়ের দোকানে। মৃতদেহ পোড়ানোর লাইনে অপেক্ষারত ছেলে নিজের মাথার ছাতাটা ধরে মৃত বাপের মাথায়। ভিজে মৃতদেহ ফুলেফেঁপে উঠবে। বাপের মুখের জল মুছে দেয় খানিকটা। নিজের মাথার উপর ফাঁকা আকাশটাকে দেখে নেয় একবার। আজ তার মাথার উপর ছাতা হারিয়েছে।

মহানন্দা একটু মাথা নুইয়ে ব্রিজ পেরিয়ে চলে দক্ষিণে। বাঁ হাতের বস্তির যে গলিপথটা নদীতে মেশে তার ঠিক ধারেই ছাতা মাথায় ছোট একটা ছিপ নিয়ে বসে রয়েছে পাঁচু সরদার। বয়স পঁচাত্তর। ঘরে বৃদ্ধা স্ত্রী। আড়তদারের থেকে মাছ কিনে মাচা সাজিয়ে বড় দোকানের সামর্থ্য নেই তার। টোপ গিলিয়ে ছিপ দিয়ে মাছ তুলেই মাছ বাজারের এক কোণে বসবে সে। মাছের রুপোলি ঝাঁক ঘুরঘুর করছে চারপাশে। কোনওমতেই হাতছাড়া করা যাবে না একটাকেও। বৃষ্টি বেগ বাড়ায় তখন। মাছের ঝাঁক পাঁচুর পায়ের কাছে কিলবিল করে। পুঁটি, মৌরলা, চারাপোনা। পাঁচুর চোখ চকচক করে ওঠে। পাঁচু কাঁধের কাছে চেপে ধরে ছাতাটাকে।

মহানন্দা এগিয়ে যায় আরও খানিকটা। নদী লাগোয়া ঘরটায় সুধার স্বামী মরেছে ক'দিন আগে। ভরা শ্রাবণে আজ তার কাজ। ঘরে একটাই ফুটিফাটা ছাতা ছিল তাদের। রোদ-বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় ঘুরে কাজ করে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরলে টাকা চেয়ে স্বামীটা সেই ছাতা দিয়েই মাঝে মাঝে কয়েক ঘা বসিয়ে দিত সুধাকে। শ্রাদ্ধ শেষে পুরুত বলে একটা কিছু দান তো চাই। সুধা ঘরের কোণ থেকে নিয়ে আসে পুরোনো ছাতাটা। স্বামীর মৃত্যুতে ছাতা দান করবে সে। তার মাথার ওপর এখন আর কোনও ছাতার প্রয়োজন নেই।

ওই তো আকাশ, ঘন কালো ভারী মেঘ, ঝিরঝির বৃষ্টি আর ব্রিজটার উপরে অসংখ্য ছাতা। আজ লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ছোট নানা ছাতার সারণি পিলপিলিয়ে চলছে আপন গতিতে।

কিছুটা সোজা গিয়ে যখন ডানদিকে অল্প বাঁক নেয় মহানন্দা, নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে। স্কুল নেই শুধু ঝাঁপাঝাঁপি জলে। গায়ের জামা ভিজে চুপসে গেছে। টান মেরে খুলে জলে সাঁতার কাটে ওরা। ওদের মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি। মহানন্দা দেখে দূরে পাকা রাস্তায় ছাতা মাথায় জড়োসড়ো বাচ্চা কয়েকটা ভারী ব্যাগ পিঠে স্কুলবাসের জন্য দাঁড়ানো। প্রাণপণে চেষ্টা করছে জুতো জামা টাই জলের ঝাপটা থেকে বাঁচানোর। ওরা একে অপরের থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়। ওদিকে নদীতে ছেলেগুলো ঘুপঘাপ জল কেটে এগোয়। নদীর ধারের কয়েকটা বড় কচু গাছের পাতা কেটে এনে সবক'টা একসঙ্গে জড়োসড়ো হয়ে বসে। ছাতা ওদের মাথা জুড়তে শেখায়। নৌকাঘাটে মহানন্দা ব্রিজের উপর ছাতা মাথায় দাঁড়ানো বছর পঁচিশের তরুণ।

তার হাত ধরে প্রেমিকা আজ পুরোনো ঘর ছেড়ে নতুন ঘর বাঁধবে কথা দিয়েছে। ব্রিজের উলটোদিক থেকে আসা গাড়িগুলোয় চোখ বুলায় সে। দেখা নেই প্রণয়ীর। কোনও বিপদ হল না তো? এ সময় তার উচাটন মনের কথা কাকেই বা বলবে সে? অস্থির লাগে তার। আকাশে তাকিয়ে দেখে কিছু মেঘ ভেসে যায়। আষাঢ়ের এই প্রথম দিনটাতে বিরহী যক্ষের মতো মেঘের সঙ্গে বার্তা পাঠায় প্রণয়ীকে। তার বার্তা ঝরে ঝরে পড়ুক প্রেমিকার চারপাশে। বিনা ছাতায় তার প্রেমে সিক্ত হোক প্রেমিকার মন। এ প্রতীক্ষা বড় অসহনীয়। মহানন্দা মুচকি হাসে।

শহর পেরিয়ে যাবার আগে নদীটা আবারও একবার পিছন ফিরে তাকায় ফেলে আসা গতিপথে। দূর থেকে দেখা যায় অসংখ্য ছাতার সারি। ছাতার আড়ালে উঁচু-নীচু ছোট-বড় সবাইকে একই রকম লাগে। মহানন্দা নিশ্চিন্তে বেগ বাড়িয়ে শহর ছেড়ে যায়।

ছাতাপুরাণ

শুভ্রদীপ রায়

ছত্রি ধরি আইসু কাহ্নাঞিঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে। — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

আমরা যারা মিলেনিয়াল, তাদের কাছে ছাতার স্মৃতি বলতে দূরদর্শনের একটি বিজ্ঞাপনের কালো ছাতা বগলদাবা এক অসহায় বাবার ছবি মনে আসবেই অথবা সেই ছোট্টবেলায় কচু পাতা কিংবা কলা পাতা দিয়ে মাথা ঢাকার সেই নস্টালজিক প্রচেষ্টা! কিংবা ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহের খেলাটাও মনে আসতেই পারে। ছাতা শব্দটা বহুক্ষেত্রেই 'ছাদ' বা 'আচ্ছাদন' অর্থকে ডিনোট করে।

অজস্র মেকওভারের মধ্য দিয়ে আজকের আধুনিক ছাতার উদ্ভব। এই ছাতার ব্যবহার কিন্তু প্রাচীন যুগ থেকেই বজায় আছে। অজস্র পুরোনো টেক্সটে, লোককথায়, মহাকাব্যে আমরা ছাতার ব্যবহারের কথা পাই সমস্ত ধর্ম, জাতি, দেশ নির্বিশেষে। ছাতার উৎপত্তি মনে করা হয় চিন দেশে। তবে চিনের পাশাপাশি মিশর, সুমেরীয় গ্রিস, রোমান ইত্যাদি সভ্যতায়ও ছাতা বা ছাতাসদৃশ জিনিসের উপস্থিতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

একটা সময় ছিল যখন ছাতা শুধু উচ্চবর্গের মানুষদের দ্বারাই ব্যবহার হত। এই যেমন রাজা-রানি, উচ্চমর্যাদার পুরোহিত, নামীদামি ব্যক্তিরা ইত্যাদি। ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের নাগালে আসল ছাতা। তবে ছাতা এখন একধরনের ফ্যাশন স্টেটমেন্টও। বিভিন্ন ফ্যাশন উইকে দেখা যায় মডেলরা মার্জারসরণি দিয়ে ডিজাইনার ছাতাকে এক ফ্যাশন অ্যাকসেসরি হিসেবে প্রদর্শন করছেন। প্রসঙ্গত জানাই পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ছাতা এক ইতালীয় কোম্পানির তৈরি কুমিরের চামড়ার ছাতা।

ছাতার ব্যবহারিক প্রয়োগ বেশ মজাদার। প্রখর রোদ থেকে বাঁচতেও ছাতা, আবার গরম থেকে মুক্তি দিতে যে বৃষ্টির আবির্ভাব তার থেকে বাঁচতেও ছাতা। ছাতা এখন রকমারি। এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে দেখতে পাই ছাতাতেও সুচিশিল্পের অসংখ্য নান্দনিক প্রকাশ। হাতলবিহীন মাথায় স্ট্র্যাপ লাগানো ছাতা, ছোটদের জন্য বিভিন্ন কার্টুন চরিত্রের ছবি সংবলিত ছাতা, জলের বোতলের আকারের ছাতা, সুইচ টেপা ছাতা, রিফ্লেকটিভ প্রলেপযুক্ত ছাতা আরও কত কী!

অজস্র পুরোনো টেক্সটে, লোককথায়, মহাকাব্যে আমরা ছাতার ব্যবহারের কথা পাই সমস্ত ধর্ম, জাতি, দেশ নির্বিশেষে। ছাতার উৎপত্তি মনে করা হয় চিন দেশে।

ছাতার ব্যবহার শুধু দৈনন্দিন জীবনেই না, সাহিত্য-সংগীত-নৃত্য-চিত্র- পপ কালচারেও এর অনুপ্রবেশ রমরমিয়ে হয়েছে। মহাভারতের ঋষি জমদগ্নি ও তার স্ত্রী রেণুকার গল্প বলুন অথবা বিষ্ণুদেবের ছত্রধারী বামন অবতারের কথা বলুন; সে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ছত্র খণ্ড' হোক বা ম্যারি পপিন্সের উড়ন্ত ছাতা; সুকুমার রায়ের শিশুসাহিত্য বা তারাপদ রায়ের রম্যরচনা; বিখ্যাত কমিকস চরিত্র পেঙ্গুইনের বা 'কিংসম্যান' সিনেমায় অন্যতম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার হোক , কিংবা বিভিন্ন সময়ে আধুনিক নৃত্য বা নাটকের অন্যতম প্রপস হোক— এর বিজয়রথ সর্বত্র অব্যাহত।

ছাতা কিন্তু ধর্মাচরণের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমও। ছোট থেকে দেখে আসছি বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ পরলোকগমন করলে তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ছাতা প্রদানের নিদান। জৈন, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মে ছাতা এক ভরসাযোগ্য সিম্বল। তেমনি পরিবার বা কোনও সংগঠনের অভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তিকেও ছাতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। তবে ছাতার ব্যবহার আমাদের বঙ্গ সমাজে ধীরে ধীরে কমছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সানস্ক্রিন, রেইনকোটের রমরমায় ছাতা যে কিছুটা ব্যাকফুটে এ কথা প্রমাণিত। পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিখ্যাত ছাতা কোম্পানির বার্ষিক বিক্রির রিপোর্ট দেখলেই তা বোঝা যায়। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে ছাতা সারাইয়ের মানুষের সংখ্যাও।

সবশেষে রইল ছাতাকেন্দ্রিক চারটি আকর্ষণীয় তথ্য। এক, বিশ্ব ছাতা দিবস পালন করা হয় প্রতি বছর ১০ ফেব্রুয়ারি। দুই, হাওড়া জেলার কাঁকটিয়া ও মাসিয়াড়া গ্রাম দুটি 'ছাতা গ্রাম' নামে পরিচিত। দুই গ্রামের নব্বই শতাংশ মানুষই ছাতা ও তার আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে জড়িত। তিন, অন্যান্য জায়গার মতো আমাদের পুরুলিয়ার মানভূমেও 'ছাতা পরব' পালিত হয় জাঁকজমকপূর্ণভাবে। চার, অন্যত্র ভুলে ফেলে আসা বস্তুদের মধ্যে গোটা বিশ্বে ছাতা অন্যতম।

সপ্তাহের সেরা ছবি

জীবনসংগ্রাম।। পদ্মের ডাঁটি নিয়ে বাড়ি ফেরা। শ্রীনগরের ডাল লেকে। -এএফপি

আয় মন বেড়াতে যাবি

বরাভূমের টানে

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

সেদিন সকালে রূপসি বাংলা এক্সপ্রেস আদ্রা জংশন পেরোবার পরেই আমার সহযাত্রী অধ্যাপক বন্ধু বললেন, ডানদিকের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকুন। জয়চণ্ডী পাহাড় দেখতে পাবেন। বন্ধুটি ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনা করেছেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে। পুরুলিয়া জেলার আনাচকানাচ তাঁর করতলগত। চলন্ত ট্রেনের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরার কাচের জানলা দিয়ে বাইরের রোদে ঝলসানো রাঢ়ভূমির ঊষর প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকি। ধু-ধু প্রান্তরে থেকে থেকেই চোখে পড়ে বেঁটে বেঁটে খেজুর গাছ। তাতে ঝুলছে প্রচুর থোকা থোকা পেকে ওঠা হলুদ খেজুর। আর দেখা যেতে থাকে ঢ্যাঙা তাল গাছ। তারপরেই ছুটে চলা দৃশ্যপটে ভেসে আসে মাঠ-ঘাটের ওপারে সবুজ-বিহীন পাথুরে দুই চূড়া আর সামনে জোড়া তাল গাছ। দূর থেকে সেই জয়চণ্ডী পাহাড়। আসানসোল-আদ্রা সেকশনে জয়চণ্ডী রেলস্টেশনটির স্থাপত্যও নজর কাড়ে। সেখান থেকে মাত্র দেড় কিমি দূরেই রঘুনাথপুর মহকুমায় এই পাহাড় আর তার চূড়ায় জয়চণ্ডী মাতার মন্দির। রুক্ষতার মধ্যেও জায়গাটির এক অদ্ভুত সৌন্দর্য। জয়চণ্ডী পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নজর কেড়েছিল সত্যজিৎ রায়ের। ‘হীরক রাজার দেশে’র সেই পাহাড় আর প্রান্তরই এবার একেবারে চোখের সামনে।

হীরক রাজার কথা উঠতেই মনে পড়ে এই রাঢ় অঞ্চলে রাজাদের গল্প আর ভূমিজ সম্প্রদায়ের কীর্তিকাহিনীর কথা। পুরুলিয়া বলতে যেসব শহুরে মানুষ আদিবাসী নৃত্য, মহুয়ার নেশা আর চড়িদার মুখোশ এবং ছৌ নাচ ভাবেন তাঁদের জেনে ভালো লাগবে, উত্তরবঙ্গের পাহাড়, নদী আর জঙ্গলের মতোই পুরুলিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অসাধারণ। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে একেকটি জায়গাকে ঘিরে আকর্ষণীয় উপকথা। সম্রাট আকবরের মনসবদার রাজা মান সিংহের নামের থেকেই উৎপত্তি হয়েছিল মানভূম। ব্রিটিশ আমলে পুরুলিয়া ছিল মানভূমের অন্তর্গত। আবার পঞ্চম শতকের জৈন ভগবতী সূত্র অনুযায়ী পুরুলিয়ার নাম ছিল বজ্রভূমি- ১৬টি মহাজনপদের অন্যতম। পুরুলিয়া জেলার পাড়া, দেউলঘাটা, পাকবীড়া সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় এখনও রয়েছে ইট ও পাথরের তৈরি জৈন মন্দিরের অসামান্য নিদর্শন। গড় পঞ্চকোটের মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ অবলুপ্ত তেলকুপি সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করছে। পুরুলিয়ার রাস্তা দিয়ে চলতে থাকলে একেকটি জায়গার নামফলক মুহূর্তে সেই জায়গাটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের স্মৃতি উসকে দেয়। সেদিন বেলপাহাড়ি যাবার পথে চোখে পড়ল মানবাজারের কাছে একটি গ্রামের নাম তামাজুড়ি। এক কালে সেখানে ছিল তামার খনি। সেই তামা যেত তাম্রলিপ্ত বন্দরে। আজ গ্রামটি দেখে বোঝার উপায় নেই কী ছিল তার সম্পদ।

আবার মানবাজারের কাছেই পুরুলিয়া-বাঘমুণ্ডি রোডের ওপরে বরাভূম। চমৎকার রেলস্টেশনও আছে। অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর জায়গাটির নামকরণের পিছনে রয়েছে অনবদ্য কাহিনী। মানভূমে ছিল দুটি প্রাচীন রাজ্য পঞ্চকোট ও পাতকুম। অতীতে শ্বেত বরাহ ও নাথ বরাহ নামে দুই ক্ষত্রিয় রাজকুমার

> **আসানসোল-আদ্রা সেকশনে জয়চণ্ডী রেলস্টেশনটির স্থাপত্যও নজর কাড়ে। সেখান থেকে মাত্র দেড় কিমি দূরেই রঘুনাথপুর মহকুমায় এই পাহাড় আর তার চূড়ায় জয়চণ্ডী মাতার মন্দির। রুক্ষতার মধ্যেও জায়গাটির এক অদ্ভুত সৌন্দর্য। জয়চণ্ডী পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নজর কেড়েছিল সত্যজিৎ রায়ের।**

পাতকুমে এসে রাজার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। দুই ভাই রাজকুমার। তাই তাঁরা কারও কাছে মাথা নত করতেন না। ব্রাহ্মণদেরও প্রণাম করতেন না। রাজার কানে পৌঁছাল ব্রাহ্মণদের ক্ষোভের কথা। তিনি দরবারে রাজকুমারদের ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন, তাঁদের ঘাড়ের সঙ্গে মাথা এমন দৃঢ়ভাবে আঁটা যে মাথা কিছুতেই নত হয় না। রাজা বললেন বেশ, তোমাদের কথার একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। তোমরা দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে তোরণদ্বার দিয়ে রাজবাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করবে। তারপরে রাজা করলেন কী, তোরণে একখণ্ড ধারালো করাত এমনভাবে ঝুলিয়ে দিলেন যাতে ওই করাত দেখে দুই ভাই মাথা না নোয়ালে তাঁদের দেহ থেকে মাথা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। প্রথমে বড় ভাই শ্বেত ঘোড়া ছুটিয়ে আসার সময় করাত দেখেও মাথা নীচু করলেন না এবং তাঁর মাথা খণ্ডিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

রাজা তখন দূর থেকে ছোট ভাই নাথকে ঘোড়া থামাতে বললেন। নাথ ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে তোরণ পেরোলেন এবং দাদার অবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ হলেন। অন্যদিকে, রাজাও অনুতপ্ত হলেন। দুই রাজকুমারের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ পেয়ে নাথকে নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে জমি দান করলেন। বরাহ ভাই দুজনের নামানুসারে নতুন রাজ্যের নাম হল বরাভূম। দ্বিতীয় একটি গল্প অনুযায়ী একদা এক ক্ষত্রিয় রাজা সপরিবারে মানভূমের পার্বত্য ও অরণ্য পথে শ্রীক্ষেত্র যাচ্ছিলেন। তীর্থযাত্রায় বাধা পড়বে বলে রানি তাঁর গর্ভাবস্থার কথা গোপন করেছিলেন। কিন্তু পাহাড়ের কোলে অরণ্যের মধ্যে রানির যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। রানি সেই সদ্যোজাত সন্তানদের রাতের অন্ধকারে সেখানে রেখেই পরদিন ভোরে রাজার সঙ্গে পুরীর পথে এগিয়ে যান। ওদিকে অপূর্ব সুন্দর দুটি শিশুকে দেখতে পেয়ে এক বন্য-বরাহী স্তন্য দিয়ে তাদের রক্ষা করে। কয়েকদিন বাদে আদিবাসীরা যমজ শিশুকে অরণ্য থেকে উদ্ধার করে নিজেদের কাছে রেখে পালন করে। বরাহ দুগ্ধে রক্ষা পাওয়ায় তাদের নাম হয় শ্বেত বরাহ ও নাথ বরাহ। ক্ষত্রিয় রাজার পরিত্যক্ত ও অনার্য পরিবারে প্রতিপালিত দুই শিশু হয়ে ওঠে অসম সাহসী বীর। মাথা নত করার শিক্ষা তারা পায়নি। তাদের রাজ্য পরিচিতি পায় বরাভূম নামে। ব্রিটিশদের কাছে আদিবাসী সম্প্রদায় বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেনি।

প্রাচীন সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর উপকূলবর্তী সমতলভূমি আর্য ঋষিদের বেদগানে মুখরিত হওয়ার আগেই সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি অনার্যদের প্রেমগানে পূর্ণ হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত নিষাদরাই আধুনিক কালের মুন্ডা আদিবাসী। কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকায় ভুমিজ জাতির বাসস্থান। পুরুলিয়া বেড়াতে গিয়ে অযোধ্যা পাহাড়ই হোক কিংবা কুইলাপালের অরণ্য অথবা বান্দোয়ান, বেলপাহাড়ি, বুড়ামশোল, ঝিলিমিলি, ঢাঙিকুসুম, ময়ূর ঝর্ণা, কেতকী ঝর্ণা, খান্ডারনি লেক বা ঘাগড়া জলপ্রপাত- যেখানেই আমরা যাই না কেন, আদিবাসী মানুষের শৌর্য, আত্মমর্যাদা এবং গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা আমরা যেন কখনও বিস্মৃত না হই।

কবিতাগুচ্ছ

শিশির রায়নাথ

আঙ্কিক

সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্ক থেকে আমি যতবার পালাতে চেয়েছি
ততবার কে যেন আমাকে ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়েছে
এক অন্ধকার শ্যাওলাময় ভাঙা সিঁড়ির সামনে
ব্যর্থ ছাত্রের মতো আমি তার জটিল ধাপ
একটিও পার হতে পারিনি কোনওদিন

প্রকৃতি-প্রত্যয় কিংবা সন্ধি-বিচ্ছেদের কাছেও হতবাক সারাটা জীবন
যতবার লিঙ্গান্তর ঘটাতে যাই কৃষ্ণকলিদিকে মনে পড়ে
ছেলে হতে চেয়ে শেষপর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়েছিল সে
তার প্যান্ট-শার্ট পরা শরীরে আমি পৃথিবীর যাবতীয় রাগ ও ঘৃণা
দুলতে দেখেছিলাম সেদিন

যতই আমাকে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি নির্ভুল শেখানো হোক
আমি কোনদিনও একসাথে তিনটি কোণ আঁকতে পারিনি
তারা ক্রমাগত পাঁচ থেকে আট থেকে দশ হয়ে ভেঙে পড়ত
আমার মুহ্যমান চারপাশে
এত কৌণিক সম্পর্কের ভিতর কোনও নিস্তরঙ্গ সমষ্টির চিহ্ন
আমি বার করতে পারিনি আজও

এক হতাশ ফেল করা ছাত্র কিংবা এক উদ্ভ্রান্ত যুবক
অথবা বিপর্যস্ত এক বৃদ্ধের মতো
অনেক বক্ররেখা, গুণিতক ও বন্ধনীর প্যারাবোলিক পথ ধরে
এখন আমি হেঁটে যাচ্ছি সেই জটিল অঙ্কের ভিতর
সরল শূন্যতা ছাড়া
যার আর কোনও নির্ভুল উত্তর নেই...

মিথোজীবী

তোমার শরীরে আমার গান
আমার শরীরে তোমার জলের কল্লোল

শূন্যতার দিকে ছড়ানো আমার লক্ষ লক্ষ পাতায় পাতায়
তোমার ক্লোরোফিল
তোমার ক্লোরোফিলের ভিতর আমার মুঠো মুঠো রোদ

অরণ্য-ক্যানোপি জুড়ে যে গম্ভীর মেঘ ও উষ্ণতা
তা আমাদেরই যৌথ বাষ্প-মোচনের ইতিহাস

কত বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যা কত রুমাল-চোর বিকেল
কত সেচহীন দুপুর কত জন্মান্ধ রাত
রুগ্ন বালকের মতো শীর্ণ কত শীতকাল

তোমার ঘুমহীন প্রহর
আমার স্বেচ্ছাচারী না-লেখা কবিতা

শিকড়ে শিকড় জড়িয়ে
কার্বন-বিষণ্ণ এই পৃথিবীতে

আমরা আজও লিখে যাচ্ছি আমাদের
সেই অ-লৌকিক উদ্ভিদ-পুরাণ

যার ভাষা আছে বর্ণমালা নেই....

কবি

কয়েকটি বুলেট ও একটি ধূসর মৃত্যুর মাঝখানে কবি আবার
নিজেকে দেখতে পায়

জং পড়া শহরের সেই শীতার্ত অন্ধকার রাতে যখন ঘণ্টা
বাজাবে বলে একটিও গির্জা জেগে নেই
শুধু মার্চিং বুটের শব্দ আর বেবুনের মুখোশ আঁটা সান্ত্রিদের
গম্ভীর ধমক-হল্ট...

অমনি যত ইঁদুর আর বেশ্যার দালাল, পেডলার, ভাতহীন
যৌনকর্মী আর উদ্ভ্রান্ত মাতালের দল
হ্যালোজেন-সভ্যতা থেকে একসাথে সরে যায় গূঢ় অন্ধকারের
দিকে

তখন বাতাস স্তব্ধ। গাছে গাছে শীতের হিল্লোল।
তখন কুয়াশারা চলে যায় ভুল পথ ধরে

শুধু একজন, কবি, রাত জেগে জেগে
সিগারেটের ধোঁয়ার মতো গিলতে থাকে এইসব কূট ও জটিল
এনকাউন্টার

কয়েকটি রাষ্ট্রীয় বুলেট
জাতীয় সংহতি নিয়ে সাক্ষীহীন ছুটে যায়
সে কবির বুকে...

স্থির চিত্র

কী দেখব বলে এতদূর এসেছিলাম এখন আর মনে নেই

শুধু এক ধপধপে সাদা স্যানাটোরিয়াম
আর কয়েকজন ক্ষয়িষ্ণু মানুষ
এই ম্রিয়মাণ চরাচর জুড়ে

তারা যে কোনও এক দৃশ্য তেমনটা নয়
তবু কিছু দেখব ভেবে তো এসেছিলাম
জলের কাছে জঙ্গলের কাছে
নিজেরই লুকিয়ে পড়া নাতিদীর্ঘ ছায়াটির কাছে
যেভাবে আসি প্রতিবার
নিঃস্ব ও অভিমানহীন

দু’একটা ক্রিপ্টোমেরিয়া ঝুঁকে পড়েছে খাদের ওপর
গাছ নয়...যেন গোটা স্যানাটোরিয়ামটাই ঝুঁকে পড়েছে আবার
আমার পুরোনো অসুখগুলো নিয়ে

যেন তলিয়ে যাবার আগে এক অর্বাচীন স্থিরচিত্র

ঠিক এর জন্যই কি এসেছিলাম এত দূর
কে জানে

এই চারমাত্রিক চরাচর জুড়ে এখন শুধু
এক পতনোন্মুখ সাদা স্যানাটোরিয়াম
আর আমার সমস্ত অসুখ...

কবিতা

মন্থর দুপুরের ছায়া
স্নেহাংশু বিকাশ দাস

নিজের ভেতরেই নিজেকে আরও বেশি খুঁজতে শুরু করি
নতুন একটা সীমান্ত দেখতে পাওয়া যায়
মেরুদণ্ড বরাবর চাপা কান্নাগুলো পুড়ছে
তখনও তুমি শীতের বাতাসের কাছে রোদ্দুর জমাচ্ছ
গাছে গাছে লিখে রাখছ গোপন অভিসন্ধিগুলো
দেখো পলাশের রং-এ ফিরে আসছে তোমার কৈশোর
এখন আর চড়াই উতরাই পেরোনো কঠিন হবে না
এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে দুপুরের মন্থরতা
তুমি তাকে চেনাবে শবানুগমনের রাস্তা
সে শোনাবে বাউলের একতারার সুর
বিষাদ বেজেছে ধুলোর ভেতর, তারও ছায়া পড়ে চোখে...

তৃতীয় পাণ্ডব সমীপেষু
পরাগ মিত্র

হে কৌন্তেয়, খাণ্ডবদাহন শেষে লোডেড ট্রাকে
নামালে যে মাটিতে, সেখানে সোঁদা গন্ধ নেই
শিহরন নেই সায়াহ্নের মর্মরে, শোণিতে দ্রিমি দ্রিমি
উচাটন ভুলে জুড়াইতে চাই জুড়াই কোথায়?

কাট। ফ্ল্যাশব্যাক। ফার্স্ট গিয়ারে পে-লোডার
খনির গহিনে অপলক ইনস্যাস ছায়া নড়ে না
বিমোহিত ইন্ডিয়ায় পন্থের কার্টহুইল পদ্য ঠেলে
অনিমেষ বেওসা চালায়

ঝুমরি চেনে শুধু বনজ স্বেদের ঘ্রাণ কালো দেহ
আঁকড়ে কাঁপে কেউটের আক্রোশে, থরথর
মহুলবন নিগূঢ় প্রহরে, ঝলমলে রাতে
জমে ব্যর্থ অভিসার, কোথায় লুকাই বল একান্ত দহন

হে আর্য জানি শিখিয়ে দেবে পাস্ট ইজ
অলওয়েজ নট পারফেক্ট করতল জুড়ে জল
জঙ্গলের শব শরীরাণি বিহায় ছেয়ে ঘুমে
জাগরণে, চিলতে আঁধার নেই জুড়াই কোথায়

কথা কি শোনে হাওয়া
সুরভি চট্টোপাধ্যায়

মাঠ পেরিয়ে শব্দ ঝরা হাওয়া
ভোর রাতের অবাধ্য প্রেমিক যেন...
সবে শীতল দাগে শরীর...
জন্মজীবনের লক্ষ্য
কথা তখনও...

কথা কি শোনে হাওয়া?
মেঘের বালিশ স্বপ্ন আনে কখনো?
রাত্রি কালেও ভিটেয় ছিল শ্বাস
আজকে উজাড় জানো...

আমিও তাকে ডাকি
ডেকেছিলাম রাতে
মুচকি হেসে বলল সে যে
পালের বলদ বৃদ্ধ হলে
শীত জমে যে তাতে...

অন্তরবীণা
পাপিয়া মিত্র

শৈশব গান গেয়ে যায়
বৃষ্টি ভেজা বাগানে
ফুলের সাজি হাতে প্রতিদিন
একটু একটু করে স্পষ্ট হয় অতীত।
দিঘির গভীর থেকে উঠে আসে সেই মুখ
হঠাৎ চিৎকার—‘অবনী বাড়ি আছ?’
প্রবাহের অন্তরবীণা
মাটির ছায়ায় বিশ্বাসের কথা কয়
শব্দহীন মানুষ এবার তুমি
ভালোবাসার আলাপ শুরু করো।
সেই তো কবেকার রাত--
ছায়ামেখে দাঁড়ায় ঢ্যাঙা গাছটার মাথায়
সেই চোখ আকুলতা নিয়ে চেয়েছিল
ফুটপাথের শরীর দুটো মিশে থাক।
তবুও কৈশোর গান গায়
তারুণ্যের উত্তাপে প্রবাহ গতি পায়
বাক্যহীন কণ্ঠ এবার তুমি
ভালোবাসার আলাপ শুরু করো।

বিরূপকাল
অদীপ ঘোষ

পাব্লিকের ঘুমগুলো দিব্যি পকেটস্থ করে রাজনীতি আরামে ঘুমোয়
ঘুমের ভেতর তারা লালকেল্লা ঘুরে ঘুরে দেখে
কখনো বা ময়দানে নায়িকার হাত ধরে ওড়ে
উড়তে উড়তে প্রেম ভাগীরথী পথ বেয়ে সমুদ্দুরে মেশে
ফলত যুবকবৃন্দ ভাঁড়ে মা ভবানী হাতে রাতে ঘরে ফেরে
এবং যুবতীগণ অবিরাম দীর্ঘশ্বাসে কার্বনের পাঁচিল বানায়
বিকেলের হাত ছেড়ে সন্ধে ঢোকে ধর্মের আড়তে
উদ্বাহু ভক্তির চোটে যাবতীয় অপকর্ম পুণ্য হয়ে ওঠে
সেই পুণ্য পৌঁছে যায় অবিরাম ভাষণে পোস্টারে
উত্তরের জোলো হাওয়া গায়ে মেখে জনগণ
ভয় ও লোভের অতি উপাদেয় খিচুড়ি সাঁটায়

গল্প কিংবা গল্প নয়

আমি রব (টি) নীরবে

পিসি সরকার

প্রায় ২০০ বছর আগে এক নামী বিজ্ঞানী যখন স্টিম ইঞ্জিন বানিয়ে চালিয়ে দেখালেন, তখন সব্বাই সেই সৃষ্টিকে তারিফ করলেও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক মহলের একাংশ খুব আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'ইস, বিজ্ঞান এবার ফুরিয়ে গেল, নতুন করে আবিষ্কার করার কিছু আর রইল না।' ওদিকে আমাদের দেশে একসময় 'যন্ত্রমাত্রিকা' বলে একশ্রেণির শিল্পের প্রচলন ছিল। ৬৪ কলার এক বিশেষ এবং প্রধান কলা ছিল ওই 'যন্ত্রমাত্রিকা শিল্প'।

আমরা সেসব কথা ভুলে গিয়েছি। রাজা ভোজ এই ব্যাপারে একটা বইও লিখেছিলেন। তাতে জমিতে ইঞ্জিন কেন, আকাশে ওড়ার বিমানের ইঞ্জিনের কৌশলও শেখানো ছিল। বইটা ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ছিল- বিমানের বিবরণ আর আসল, কীভাবে তৈরি করা হবে তার বর্ণনা। বইটা পাওয়া গিয়েছে। রয়েছে বিলেতের লাইব্রেরিতে। কিন্তু কী দুঃখের ব্যাপার, দ্বিতীয় অংশটা কে বা কারা যেন ছিঁড়ে ফেলেছে। তারপর বহু যুগ কেটে গেছে, বহু বিদেশি সভ্যতার আঘাতও সয়েছে আমাদের বিদ্যেবুদ্ধি এবং সব কিছু। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে রাখা লাইব্রেরির পুঁথিপত্র বাইরে নিয়ে এসে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন সেখানকার শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের হত্যা করা হয়েছিল। পাণ্ডুলিপির পাহাড়, মানে পুঁথিগত বিদ্যার পরিমাণ ছিল এতই বিশাল যে সেই আগুন জ্বলেছিল এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে। ঘোষিত হয়েছিল, ওগুলো সব শয়তানের শিক্ষা।

শুধু নালন্দা কেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও ঘটেছিল ঠিক একই ঘটনা। মুনি-ঋষিদের দেওয়া শিক্ষা করে দেওয়া হয়েছিল 'বন্ধ'!

এভাবেই হয়েছিল আমাদের শিক্ষার ধারাকে স্তব্ধ করা। রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল 'ওগুলো ফালতু শিক্ষা, অকেজো।' আমরা নাকি সেই স্টিফেনসন সাহেবের তৈরি ইঞ্জিনের রেলগাড়িকে সশব্দে চলতে দেখে সেটাকে অপদেবতা ভেবে পুজোআর্চা ধূপধুনো দিয়ে তুষ্ট রেখে বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে শুরু করে ছিলাম। মিথ্যে কথা। ভুল কথা। ওরা নিজেদেরকে প্রগতিশীল প্রমাণ করতে অন্যকে ছোট করার রেওয়াজ ওদেশের প্রায় সবার আছে। না জেনে, না বুঝে আনতাবড়ি একটা সমালোচনা করলেই হল। এতে প্রমাণ হচ্ছে ওঁরা বিজ্ঞানে এগিয়ে থাকলেও প্রকৃতির রূপ রস গন্ধকে তাঁরা সমঝে উঠতে বা সহ্য করে উঠতে পারেননি।

"গুড মর্নিং" তোমরা বলো কেন? না বললে কি আর সময়টা শুভ হত না? কবিগুরু বলেছেন, "শুভকর্ম পথে, ধরো নির্ভয় তান..."। এই 'নির্ভয় তান' কি কুসংস্কারের চিহ্ন? আর কিছু না হলেও, ওঁরা যে হৃদয় দিয়ে প্রকৃতির সুর, ছন্দ, লয় ইত্যাদি শুনতেই পান না, তা বোঝা গেল। আমার মনে হয় ওঁরা বোধহয় বিশ্বকর্মাপুজো বা 'শুভযাত্রার' জন্য স্বস্তি মন্ত্র- শাঁখ বাজানো, উলুধ্বনী বা বিঘ্ননাশিনী পুজোর জন্য আয়োজন এবং পুজোপাঠের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। ওদের বোঝাতে হবে, যাত্রা শুভর জন্য পুজো, প্রার্থনা বা নারকেল ফাটানো ঠিক ওদের বিশাল আধুনিক জাহাজকে সাগরের জলে ভাসিয়ে যাত্রা শুরু করার সময় কোনও এক নামকরা বিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে ওঁরা যেমন শ্যাম্পেনের বোতল জাহাজের গায়ে ভেঙে যাত্রা শুরুর মুহূর্তটাকে উৎসব করেন, এটা ঠিক তারই এক ভারতীয় সংস্করণ।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা ভাবেন মানুষ দুনিয়াকে জানছে বুঝছে পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। দেখা, শোনা, শোঁকা, ছোঁয়া আর স্বাদ দিয়ে। ঠিক কথা কিন্তু পুরোটা ঠিক নয়, আরেকটা ওদের অনেক আগের থেকে আমাদের দেশের মুনিঋষিরা এসব নিয়ে বহু আগেই আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন- ইন্দ্রিয় শুধু ওই পাঁচটা নয়। এই পাঁচটাকে তাঁরা নাম দিয়েছেন 'কর্মেন্দ্রিয়'। কিন্তু এই কর্মেন্দ্রিয় বাদ দিয়েও আরও অনেক ইন্দ্রিয় আছে। লম্বা সেই ফিরিস্তি এবং তা নিয়ে আলোচনা করার জায়গা এটা নয়। তবু আলোচনার তাগিদে আর পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের কথা তাঁরা আলোচনা করে গেছেন সেগুলোকে বাদ দিলে বাঁচা অনর্থক। এই কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটার বাইরে আরও ইন্দ্রিয় আছে, তাকে বলা হয় 'জ্ঞানেন্দ্রিয়'। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়র বাইরেও যে আর ইন্দ্রিয় নেই তা কিন্তু নয়। সেগুলো হল- মন, চিন্তা, অভিজ্ঞতা, বিবেক এবং যুক্তি। এই তালিকা অফুরন্ত, পেঁয়াজের খোসার মতো স্তরের পর স্তর দিয়ে তৈরি এক অনন্তের পর অন্য এক অনন্ত- এই আলোচনা বা এর গঠন বৈচিত্র্য সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝার নয়।

এই কথাগুলো আমি লিখলাম, তার সঙ্গে পরবর্তী কাহিনীর যে সরাসরি একটা যোগাযোগ আছে তা নয়। তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুরই কিছু না কিছু অবদান আছে একে পরিপূর্ণ এই চেহারার গঠনে, সেজন্য কিছু সম্পর্ক যে নেই, তা আমি বলছি না। হয়তো আকাশে উড়ে যাবার আগে সমতল রানওয়েতে মাটি আঁকড়ে, গাড়ির মতো গতি সৃষ্টি করার মতো জমিতে গতি বাড়িয়ে জমি ছেড়ে আকাশের ওই হাজার হাজার ফিট ওপরে ওড়া এরোপ্লেনটার মতো। সম্পর্ক আছে- সম্পর্ক ছাড়ার জন্য।

প্রথম থেকেই বলছি, আজকাল বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে যন্ত্রমানব/মানবীর সম্পর্কে নানারকম সংবাদ প্রকাশ পাচ্ছে। তার মধ্যে থেকে দেখছি যন্ত্রমানবের চেয়ে যন্ত্রমানবীর সম্পর্কে প্রচারটাই বেশি। চিন দেশের শিল্পনৈপুণ্য এবং বিজ্ঞানে এগিয়ে যাবার নানা রকম বিজ্ঞপ্তি। হাঁটাচলা, ওঠাবসা, কথা বলা বা আদেশ মানা সবই ঘটে সেই রোবট, যন্ত্র মানবীর সঙ্গে। আগে ভাবতাম মিথ্যে প্রচার। গপ্পোকে স্বপ্নের মোড়কে মুড়িয়ে বাস্তবে চেহারা দেবার এক ফিল্মি কৌশল। উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে নিজেদের দেশের রাজনৈতিক আদর্শের স্বপ্নময় মায়াবী মোহের টোপ ফেলা। 'ওরা কী তাড়াতাড়ি কতো এগিয়ে গেছে!' ওদের আদর্শই উন্নতির আদর্শ! ইত্যাদি ইত্যাদি কূটনৈতিক প্রচার সর্বস্ব রাজনীতি। কিন্তু বাস্তবে মানুষ সুখে আছে কি না, তা আমি সশরীরে ওদের বিভিন্ন দেশে গিয়ে দেখে এসেছি, বুঝেছি আর্ট এবং সায়েন্সের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত মানুষকে পাশ কাটিয়ে যেমন অর্থনীতি বা কমার্সের রমরমা দুনিয়া। প্রতিটি মানুষই এই দৌড়ে প্রথম হবার জন্য নিজের মনুষ্যত্ব ছেড়ে এক একটা যন্ত্রমানবের দঙ্গল। ঠিক যেন পোলট্রির মুরগির মতো। ওরা খায় এক। দেখতে এক। সবারই লাল ঝুঁটি আর সাদা পালক। সব্বাই সুখে থাকার কপি পেস্ট করা অবস্থায়। রামের নাড়ি টিপে শ্যামের রোগ ও ধরা পড়ছে/পড়বে, এখানে আবেগের প্রশ্ন নেই। থাকলে সবারই এক আবেগ, একই গভীরতা, একই ওজনের। সেটা ভালো কী মন্দ জানি না, তবে এটুকু জানি, ওখানে আজ এযাবৎকালের মধ্যে তফাত নেই! সামগ্রিকভাবে সবাই একই রকম আছে।

নমঃ চাং লিং-এর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অনেক দিনের। ভদ্রলোক জাতে চিনে হলেও থাকেন দক্ষিণ কোরিয়ায়। প্রথমে আলাপ হয় চিঠির মাধ্যমে, তবে গভীরতাটা বাড়ে আমি যখন শেষবার দক্ষিণ কোরিয়ায় ইন্দ্রজাল দেখাতে যাই তখন থেকে। অর্থাৎ প্রায় ১০ বছর হল কট্টর ব্যবসায়ী। আবেগের বালাই মাত্র নেই। গভীরভাবে জাপান বিদ্বেষী। ওঁর মতে জাপানের সবকিছু খারাপ। আমি জাপানকে অ্যাত্তো ভালোবাসি দেখে উনি তো বলেই ফেলেছিলেন, আমার নাকি সব কিছু ভালো, কিন্তু ওই জাপানের প্রতি ভালোবাসাটাই একমাত্র খারাপ জিনিস। নইলে, আমি অন্য ভারতীয়দের মতো খুব ভালো খদ্দের!

> **আমি অবাক হয়ে দেখছি বলে ও বলল –'এরা তো ক্যাটালগের ছবি। আমি তোমাকে রোবট মেয়ের একদম তোমার মনপসন্দ হাইটের এবং পোশাকে একদম হোম ডেলিভারি করিয়ে দিতে পারি। তোমাকে সস্তায় দেব, একদম জলের দরে। কারণ তাতে আমাদের প্রোডাক্টের মার্কেটিং-এ মানে বিজ্ঞাপনে সুবিধে হবে। তোমার কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে আমি এবার এসেছি।'**

খদ্দের?!! খুব চমকে উঠেছিলাম ওঁর মুখে ওই 'খদ্দের' বিশেষণটা শুনে। পরে আরও মেলামেশার পর বুঝি– উনি পৃথিবীর সবাইকে ওই খদ্দেরের মাপকাঠিতে মাপেন। শাঁসালো, ভালো, সরল খদ্দের আর তার বিপরীতে হল 'জাপানি খদ্দের'। জঘন্য!! বাজারে আসবার আগে নতুন কোনও কিছুর খবর পেলে উনি আমাকে খবর দিয়ে জানান এবং তার সঙ্গে গুণাবলি, কত দাম, ক'দিনের গ্যারান্টি ইত্যাদি। ১০ বছর হল ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব। মাঝখানে একটা বিরাট অপারেশন হয় 'হার্ট অপারেশন'। উনি যে অসুস্থ তা প্রথমে বুঝিনি। অপারেশনের পর ফিরে তাঁকে আরও তরতাজা দেখি, আরও চটপটে...। তবে জাপানিদের প্রতি ঘেন্নাটার কোনও রদবদল নেই। আগেও যেমন, এখনও তেমন।

দু'মাস আগে একদিন ওঁর কাছে ভিডিও কল পাই, দেখে তো ওঁকে আমি চিনতেই পারছিলাম না। ওঁর বয়স বরাবরই কত তা বুঝতে পারা যেত না। যেন একটা বয়সে স্থির হয়ে আটকে আছে, আর সেটা ৩০–ও হতে পারে আবার ৪০–৪৫-ও হতে পারে। শুনেছিলাম ওনাকে ফেস লিফট অপারেশন মানে মুখের চামড়া অপারেশন করে কোঁচকানো থেকে টানটানে পরিবর্তন করা। ফলে ওঁর বয়সটা যৌবনকে ধরে রাখতে পারে। দেখলে অবিশ্বাস্য মনে হয়। তবে এই সাম্প্রতিককালে যেমন তরুণ তরুণ চেহারাটা উনি ফেস লিফট করে বানিয়েছেন- সেটা তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞ লোকের একদম মানায়নি। পুরো ব্যক্তিত্বটাই পালটে গেছে। অন্য বন্ধুদের কাছে সেই বিবরণ শুনে বুঝে ছিলাম এই অদ্ভুত সত্যটা। এমনিতে চিনেদের নাক চ্যাপ্টা আর চোখ ছোট ছোট হয়। উনি অপারেশন করিয়ে সে দুঃখ কাটাবার চেষ্টা করেছেন। নাকটাকে একটা খাড়া আর চোখ দুটোকে আরও বড় করে খুলে যেন শিশু জগন্নাথ হয়ে গেছে। আমার তাতে অসুবিধা কিছু নেই... এবং প্রশ্নও তুলিনি। আর সেজন্য ও এই চেহারাটাই যেন তাঁর আসল চেহারা তেমনটাই যেন আমার মনে হয়। আমি শুধু বলেছি, 'তুমি নিশ্চয়ই খুব লাভজনক ব্যবসা করছো... সেজন্য তোমাকে খুব আনন্দিত এবং তরতাজা মনে হচ্ছে।'

কথাগুলো শুনে সাধারণত একটা মানুষের যেমন সলজ্জ অভিব্যক্তি করা উচিত- তা কিন্তু হল না। বরঞ্চ এমন হাবভাব করতে শুরু করলেন যে উনি যে 'হ্যান্ডসাম' সেটা ওঁর জন্মগতভাবে পাওয়া। ব্যাপারটা শুধু আমার চোখে যে লেগেছে, তা নয়। আমার স্ত্রী জয়শ্রীরও চোখে পড়েছে। ও আড়ালে আমায় বলেছে, 'অসহ্য! এই চিনেম্যানগুলো সব নির্লজ্জ! ওদের ধারণা ওঁরা হচ্ছে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি! ন্যাকা!'

এবার চাং লিং কোয়া যে নতুন জিনিসটা আমাকে দেখাতে এসেছিল সেটা হল মেয়ে রোবট সঙ্গিনীর ক্যাটালগ। সাধারণত ক্যাটালগ বলতে যে রঙিন ছবি বই বলে আমরা যা ভেবে থাকি তা নয়, একেবারে দুটো স্ট্যান্ডফ্যান আর একটা টেবিল ফ্যান একসঙ্গে চালাতেই একের পর এক সুন্দরী মহিলা ত্রিমাত্রিক প্রোজেকশন মানে থ্রি ডি প্রোজেকশনে নানা রকম মহিলাকে চলতে, ফিরতে, হাসতে, নাচ দেখাতে শুরু করে দেয়। ছোট্ট পুতুলের সাইজের সেই প্রোজেকশন! আমি অবাক হয়ে দেখছি বলে ও বলল –'এরা তো ক্যাটালগের ছবি। আমি তোমাকে রোবট মেয়ের একদম তোমার মনপসন্দ হাইটের এবং পোশাকে একদম হোম ডেলিভারি করিয়ে দিতে পারি। তোমাকে সস্তায় দেব, একদম জলের দরে। কারণ তাতে আমাদের প্রোডাক্টের মার্কেটিং-এ মানে বিজ্ঞাপনে সুবিধে হবে। তোমার কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে আমি এবার এসেছি।'

আমি তো 'থ'! বললাম– 'ওই প্রমাণ সাইজের মেয়ে রোবো নিয়ে আমি কী করব? ওসব আমার দরকার নেই।'

ও বেশ অবাক হবার ভান করল। কিন্তু জমল না। মনে হল ব্যবসায়ী এক্সপ্রেশন! নকল অবাক।

বলল, 'তোমার দলে তো ডজন দুয়েক সুন্দরী সহকারিণী আছেন তাঁরা আবার সংসারে ফিরে যান সময়ে সময়ে, তোমাকে আবার নতুন করে সহকারিণী শিল্পীকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়। এতে তোমাকে বহু ঝক্কি বইতে হয়। তবু যদি রোবট সুন্দরী দিয়ে ওদের কাজটা সারতে পারো তাহলে তো তুমি অনেক স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে। কোনও পাসপোর্ট, ভিসার দরকার নেই। অসুখবিসুখ-কোয়ারান্টিন-ইনজেকশনের ব্যাপার নেই। শুধু বাক্স থেকে খোলো আর তারপর স্টেজে নামিয়ে দাও। হোটেল, টিকিট, খাওয়া, থাকা, অসুখবিসুখ- কোনও কিছুর ঝক্কি নেই।'

আমার শুনতে মজা লাগছিল। বেশ মজা করে বলল তো এই ব্যবসায়ী চিনেম্যানটা। জনে জনে আর শেখাতে হবে না। একজনকে বেশ ভালো করে ধীরেসুস্থে শিখিয়ে তারপর শিক্ষাটা কপি পেস্ট করে দু'ডজন মেয়েকে শেখালেই চলবে। জামাকাপড়, পোশাক-আশাক সব এক সাইজের। চমৎকার! একেকজনকে শাসন করলে সবাই শিখবে একইসঙ্গে। চিনে সৈনিকদের কুচকাওয়াজ দেখেননি! সব একসঙ্গে- এটা ওই রোবটেরই ব্যাপার! চিন্তার সঙ্গে চিন্তা জুড়তে জুড়তে আরও নতুন চিন্তা এসে যায়। রোবটের যমজ রোবট হয়তো একই সঙ্গে কুচকাওয়াজ করতে পারলে একই ভুল যদি একজন করে, তাহলে একই ভুল সব রোবট করবে। যুক্তিতে তো তাই বলে। সুতরাং ওদের সৈনিকদের একখানাকে পাকড়াও করতে পারলে – তাকে ভুল শিখিয়ে অন্য রোবটদেরও শায়েস্তা করতে পারা উচিত। সামগ্রিক বা সমতালে।

কথাগুলো যখন আমি জয়শ্রীকে বললাম, তখনও আমায় এমন একটা দিক নিয়ে ওয়াকিবহাল করল যে আমি সেটা খেয়ালই করিনি। ও আমাদের দলে যন্ত্রমানবী সাপ্লাই করতে এত ব্যস্ত কেন? পুরুষ সহকারী কথা তো একবারও মুখে উচ্চারণ করেননি। তাঁরাও তো মহিলা সহকারীদের চেয়েও বেশি কাজে জড়িত আছেন!! কথাটা ও শুনতেই কেমন যেন অদ্ভুতভাবে পটপরিবর্তন হতে শুরু করল। সদা হাস্যময় চাং লিং কোয়া হঠাৎ খেপে উঠলেন এবং আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করা শুরু করলেন যা আমি এই রোজনামচায় লিখতেও দ্বিধাবোধ করছি। এমনভাবে হঠাৎ পটপরিবর্তন যে হয় বা হতে পারে তা আমার কল্পনার দিগন্তেও আনতে পারছি না। ও কেমন যেন হঠাৎ টানটান হয়ে সোজা হয়ে গেল এবং ও মুখ না নেড়েই যেন ছোট্ট একটা স্পিকারের মধ্যে দিয়ে কাউ কাউ করে বেশ রাগের সঙ্গে বলতে শুরু করল। ও বলল – 'দ্যাখো প্রদীপ... আমি জানতাম এই মুহূর্তটা একদিন আসবেই আসবে। তুমি জেনে যাবে আমার রহস্য কিন্তু যাবার আগে আমি তোমার পরিচালনার মেন সুইচটা অফ করে দেব। সবাইকে ফাঁস করে দেব... হেঃ...জাদুকর প্রদীপচন্দ্র সরকার ওরফে যে আমার মতো তুমিও একটা রোবট..."

বলেই ও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আমার বাঁ কানের পেছনে খুব জোরে আঙুল দিয়ে চিপতে লাগল। মুখে বলল 'আজ থেকে এখন থেকে আমি হব পিসি সরকার জুনিয়ার এবং তুমি হবে তোমার আসল যে জিনিস- তাই! তুমি একটা কেমিক্যাল রোবট। যন্ত্রপাতি মেকানিক্যাল মার্ভেল, তা তো আছেই তুমি আমার মতো এক সুপার চিপের দৌলতে পরিচালিত রোবট। আমি তোমাকে নিশ্চিহ্ন করব... আর সেজন্যই আমার সৃষ্টি।'

হঠাৎ আক্রমণে আমি হকচকিয়ে গেছিলাম। দেওয়ালে মাথা ঠুকে যায়। চাং লিং-এর এই চেহারা আমি ভাবতেও পারিনি। মাথায় দেওয়াল ঠুকে রক্ত বের হচ্ছে। কী করি, কী করি! হঠাৎ আমার ইচ্ছে জাগল ওর মতো আমিও ওঁর কানের তলাটা চিপে ধরি।

ব্যাস তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই। যখন আমার জ্ঞান ফিরল তখন দেখি ডাক্তারে ডাক্তারে ছয়লাপ। আমি অপারেশনের টেবিলে। আমার ক্ষতবিক্ষত শরীরটা ওনারা জোড়া লাগিয়েছেন। তিন সপ্তাহ ইতিমধ্যে কেটে গেছে আমার অজান্তেই। আমি চোখ খুলতেই ডাক্তাররা বললেন- 'অপারেশন সাকসেসফুল উনি বেঁচে উঠেছেন... কিন্তু ওই অন্য রোবট মানুষটা চুরমার হয়ে গেছে... ওটাকে কিছু করা যাবে না...'

আবার আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু একটা অদ্ভুত সংবাদ নিয়ে চাং লিং কোয়া ছিল নিজেও একটা রোবট। ওর ধারণা ছিল আমিও আর একটা রোবট। নইলে এত ম্যাজিক পারি কীভাবে... খুব ঘুম পাচ্ছে...।

ভারত আমার...পৃথিবী আমার

এক টুকরো বিশ্রাম

রোদ, ঝড়, বৃষ্টি— যে কোনও পরিস্থিতিতে সঠিক সময়ে গন্তব্যে 'অর্ডার' পৌঁছে দেওয়াটাই গিগ কর্মীদের কাজ। আর এই কাজে পুরো সময়টা তাঁদের কাটে রাস্তায় রাস্তায়। তামিলনাড়ু সরকার শুধুমাত্র গিগ কর্মীদের বিশ্রামের জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত একটি লাউঞ্জ নির্মাণ করল, যা দেশে প্রথম। ওই লাউঞ্জে মোট ২৫ জন বিশ্রাম নিতে পারবেন। রয়েছে শৌচালয়, পানীয় জল, চার্জিং পয়েন্ট, নিরাপত্তারক্ষী ও দু'চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের মতো একাধিক জরুরি পরিষেবা।

নিঃশব্দ বিপ্লব

শুধু রাস্তায় নয়, আন্দোলন সংগঠিত হতে পারে আদালত কক্ষেও। প্রকৃতিকে বাঁচাতে নিঃশব্দে লড়াই করছেন উত্তরাখণ্ডের গুটিকয়েক আইনজীবী। নদী, বন ও বন্যপ্রাণীদের করিডরকে রক্ষা করতে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে বিনা পয়সায় লড়ছেন তাঁরা। পাশে পেয়েছেন কয়েকজন সচেতন নাগরিক ও পড়ুয়াদেরও। আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা আইনজীবী অভিজয় নেগি। দেরাদুনের জলি গ্র্যান্ট বিমানবন্দর সম্প্রসারণের সময় শিবালিক হাতি সংরক্ষণাগারের কিছু পরিমাণ জমি নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনাকে ভেস্তে দেন এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা।

বছর চল্লিশ পর

সাইকেল ও সাঁতার, জীবনে একবার শিখলে কেউ সাধারণত ভোলে না। সিপিআর-এর ক্ষেত্রেও কি তাই? জানা নেই। তবে ঠিক সেরকম একটি ঘটনা ঘটল বার্মিংহামে। সতেরো বছর বয়সে সিপিআর শিখেছিলেন জনেত্তে উইলমোট। চল্লিশ বছর পর তাঁর সেই শিক্ষা কাজে আসল যখন বছর পনোরোর কিশোর ইভান টাকার বেসবল প্রশিক্ষণের সময় মাঠেই আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি ওই কিশোরকে সিপিআর দেন উইলমোট। চিকিৎসকরাও স্বীকার করেছেন, সিপিআর দেওয়ার কারণেই সে যাত্রায় প্রাণ বেঁচেছিল ইভানের।

বরাতজোর।। পশ্চিম ফ্রান্সের এক সমুদ্রসৈকতে হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানি। -এএফপি

মুঠোবন্দি জীবন

পরপর তিনটি জোরালো শব্দ। অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির ছাদই গেল উড়ে। চারিদিকে ধোঁয়া, আগুন। দৃশ্যটা একবার কল্পনা করুন। তার মধ্যেই কোলের সন্তানকে নিয়ে দোতলার ঘরে বন্দি অসহায় এক মা। বাড়িতে নেই কেউ। কী করবেন তিনি, বুঝতে পারছেন না। আগুন দেখে ততক্ষণে বাড়ির নীচে জড়ো হয়েছেন অনেকে। তাঁরা শিশুটিকে জানলা দিয়ে ছুড়ে দিতে বললেন। এদিকে মায়ের মন! কয়েক মুহূর্ত ভেবে সেটাই করলেন তিনি। সমবেত হাতগুলি শিশুটিকে লুফে নিল অনায়াসে। পরে মহিলাও বেঁচে যান প্রতিবেশীদের তৎপরতায়।

জমকালো তরবারি

নেদারল্যান্ডসের একটি নদীতে খননকাজ চলাকালীন উদ্ধার হল হাজার বছরের পুরোনো তরবারি। তরবারিটি লম্বায় তিন ফুট। কাঠের হাতলের চিহ্ন এখনও দৃশ্যমান। নরম মাটিতে পুঁতে রাখায় লোহার তরবারিটি বিশেষ ক্ষয় হয়নি। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, উন্নতমানের লোহা দিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছিল। ডাচ ইতিহাস বলছে, মধ্যযুগে সে দেশে তরবারিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে দেখা হত। কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হলে তরবারি জলে ফেলে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। সাধারণের জন্য তরবারিটিকে লেইডেন শহরে জাতীয় জাদুঘরে রাখা হয়েছে।

কমবে অপচয়

গৃহস্থালির কাজ করতে করতে হোক বা স্নানের সময়, আচমকা জল শেষ হয়ে যাওয়ার মতো বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা দুটো হয় না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে এই সমস্যার সহজ সমাধান এনে দিয়েছেন বেঙ্গালুরুর রোহিত নারা। ট্যাংকের কত লিটার জল ব্যবহার হয়েছে, জল রয়েছেই বা কতটা, সমস্ত তথ্য জানতে পারবেন হাতে থাকা স্মার্টফোনের মাধ্যমে। এর ফলে জলের অপচয় যেমন কমবে, তেমনই সাশ্রয় হবে বিদ্যুতের বিলে।

লিওনেল দ্রাবিড় নাকি রাহুল স্কালোনি?

সৌভাগ্য চ্যাটার্জি

দৃশ্যপট এক-২৯ জুন,২০২৪ ঘড়ির কাঁটা তখন রাত বারোটা ছোঁবো ছোঁবো করছে। আসমুদ্রহিমাচলের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের জোয়ার এসে মিশেছে বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভালেও। আর সেখানে নীল রঙের জার্সি পরা কয়েকটা হাত একটা শরীরকে ছুড়ে দিচ্ছে আকাশে, আবার নীচে নেমে আসার আগেই লুফে নিচ্ছে। কারণ, এই মানুষটাই যে শেষ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের এগারো বছর ট্রফিহীন থাকার অভিশাপ। ভারতীয় ক্রিকেটের চিরকালীন কর্ণ রাহুল দ্রাবিড়! আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের সময় থেকেই যাঁর স্থান বরাবর পার্শ্বচরিত্রের।

অথচ মাস ছয়েক আগেও তো চিত্রটা এরকম ছিল না। উনিশে নভেম্বরের অন্ধকার সেই রাত কোথাও যেন তাঁর জীবনে ফিরিয়ে এনেছিল ২০০৭-কে। যখন সাগরপারের এই ক্যারিবিয়ান ঠিকানাতেই অধিনায়ক হিসেবে কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল দ্রাবিড়ের। তার ওপর ২০২২-এর টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও হারতে হয়েছিল অত্যন্ত জঘন্যভাবে। সেইসঙ্গে ১১ বছরের আইসিসি ট্রফির খরা তো ছিলই। তবে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে কাহিনীর এই আশ্চর্য পটপরিবর্তন নিছকই কি কাকতালীয়? নাকি দীর্ঘ পরিকল্পনার ফসল?

দৃশ্যপট দুই- ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২। কাতারের লুসাইল স্টেডিয়াম। নীল সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে মাঠ, গ্যালারি। বিশ্বকাপ জিতেছেন ফুটবলের নতুন রাজপুত্র, লিওনেল মেসি। তিনি তখন সহ খেলোয়াড়দের কাঁধে। কাছেই মুখে মুচকি হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে সুঠাম চেহারার এক ব্যক্তি। আরেক লিওনেল, লিওনেল স্কালোনি। সেই কোচ, যিনি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপে ৩৬ বছরের খরা কাটিয়েছেন।

ঠিক ভারতীয় ক্রিকেট দলের মতোই বহুদিন বহু তারকা নিয়ে যে শিরোপা জিততে পারেনি আর্জেন্টিনা। হার্নান ক্রেসপো, জুয়ান রিকলমে, জাভিয়ার জানেত্তি, কার্লোস তেভেজ, সের্জিও আগুয়েরো, জাভিয়ার মাসচেরানোদের কাঁধে ভর করে সমর্থকরা যতবারই আশায় বুক বেঁধেছেন, ততবারই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু যেবার তারকাদের আধিক্য সবচেয়ে কম ছিল, সেবারেই ধরা দিল সাফল্য। হ্যাঁ, মেসি ছিলেন, কিন্তু অন্যবারের মতো একা নয়। আর এর কৃতিত্ব অনেকাংশেই স্কালোনির। যিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, বর্তমান ক্রীড়াদুনিয়ায় শত তারকাও ম্লান, যদি একজন যোগ্য গুরুর অভিভাবকত্ব না থাকে।

কারণ, আজকের ফুটবলে ট্যাকটিক্সের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ট্যাকটিক্স মানে এখন আর শুধু ছক কিংবা তিকিতাকা নয়। বড় বড় জটিল অঙ্ককেও লজ্জায় ফেলে দেবে সেইসব জটিল তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণাত্মক ট্যাকটিক্স। স্কালোনি যখন দলে যোগ দিলেন, উনি দেখলেন দলের যে ট্যাকটিকাল ভিতটা রয়েছে, সেটা টিকে রয়েছে মেসি নামক এক পিলারের ওপর। আর ক্রমাগত চাপের কারণে সেই পিলারেও এখন চিড় ধরেছে। তাতে ভিতটাও নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। স্কালোনি এসে প্রথমেই মেসিকে সিস্টেম থেকে সরালেন (একটু মনে করলে দেখা যাবে সেইসময় বেশ কয়েকটি ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকে স্কালোনি মেসিকে স্কোয়াডে রাখেননি)। নতুন ভিত তৈরি করলেন। মেসিকে বোঝালেন যে তাঁকে দলের নতুন পিলার হিসেবে উঠে দাঁড়াতে হবে, যাঁর ভূমিকা থাকবে অন্য। তাতে চাকচিক্য হয়তো কম থাকবে। হয়তো বাকিদের মাঝে মেসি মাঝেমাঝে হারিয়েও যেতে পারেন।

ডিফেন্সে নেমে পরিশ্রমও করতে হতে পারে। কিন্তু সেটা এগারোজনের একসঙ্গে তৈরি করা ভিত হবে, যেখানে মেসি কখনও একা হয়ে যাবেন না। মেসি রাজি হলেন। ফলাফল আমরা সবাই জানি।

ঠিক একইভাবে ২০২২ বিশ্বকাপের পর ২০২৪-এ আফগানিস্তান সিরিজ অবধি দ্রাবিড়ও রোহিত-বিরাটকে স্কোয়াডে রাখেননি। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন আমেরিকা আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের অচেনা পরিবেশ আর সেইসঙ্গে বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে তরুণ ক্রিকেটাররা যেন চাপের মুখে খেই হারিয়ে না ফেলে। আর সেইসঙ্গে বিরাট-রোহিত বয়সের কারণেই স্পিনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক খেলা হারাচ্ছিলেন। দ্রাবিড় জানতেন আধুনিক টি-২০-তে স্ট্রাইক রেটের গুরুত্ব ঠিক কতটা। সেইজন্যই তিনি দলের গঠনেও আনলেন কিছু পরিবর্তন। যেখানে রোহিত-বিরাটের অভিজ্ঞতা, ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে দ্রুত রান করার সহজাত দক্ষতাকে যেমন কাজে লাগালেন, তেমনই মাঝের ওভারে স্পিনের বিরুদ্ধে আক্রমণে নিয়ে এলেন স্কাই আর দুবেকে। আর এভাবেই ব্যাটিং-এ ব্যালেন্স এবং গভীরতা দুই-ই বাড়ল।

এক্ষেত্রে দ্রাবিড় কিছুটা স্কালোনির রাস্তাতেই হেঁটেছেন। রোহিতকে নিজের উইকেটের ভ্যালু কমিয়ে আক্রমণাত্মক হতে বলেছেন। কোহলিকে বুঝিয়েছেন, তুমি আউট হতে পারো, কোনও সমস্যা নেই। আরও প্লেয়ার আছে, তাঁরা সামলে নেবে। আর এইভাবে টিমের অন্যতম দুই পিলারকে তিনি সুযোগ দিলেন সম্পূর্ণ চাপমুক্ত হয়ে খেলার। আর মিডল অর্ডারে এমন খেলোয়াড়দের নিয়ে এলেন, যাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতার চাপ নেই, যাঁরা অকুতোভয়। যেমন স্কালোনি নিয়ে এসেছিলেন অ্যালিস্টার, এঞ্জো, আলভারেজকে। এর সঙ্গে দ্রাবিড়ের কাছে বুমরাহ নামক ম্যাজিক তো ছিলই, সেইসঙ্গে ক্রাইসিস ম্যান হিসেবে উঠে এলেন অক্ষর। ফলাফল, একবছর আগে আজকের দিনে সকলে দেখেছি।

দ্রাবিড় আর স্কালোনি, দুজনের মধ্যেই রয়েছে আশ্চর্য কিছু মিল। দুজনেই প্রাক্তন খেলোয়াড়। দুজনেরই কোচিং শুরু যুব দলে। দুজনেই ধুঁকতে থাকা জাতীয় দলের দায়িত্ব কাঁধে তুলেছিলেন। দুজনের হাতেই ছিল কিছু ক্রমাগত হেরে চলা সর্বকালের সেরা তারকা। তাই যখন সাফল্য এল বিশ্বের দু'প্রান্তে, দুটি ভিন্ন সময়বিন্দুতে এক হয়ে গেলেন দুই দ্রোণাচার্য । লিওনেল দ্রাবিড় আর রাহুল স্কালোনি।

রাহুল দ্রাবিড় এবং লিওনেল স্কালোনি। দুজনের মধ্যে রয়েছে অজস্র মিল। যেমন- দুজনেই নিজের দেশের সম্মাননীয় প্রাক্তন। দুজনেরই কোচিং শুরু যুব দলে। আর মিল রয়েছে তাঁদের ভাবনায়। কিন্তু সেটা ঠিক কীরকম?

(লেখক বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ক্রীড়া সংবাদ লেখক)

কতটা ক্ষত সইলে দক্ষিণ আফ্রিকা হওয়া যায়...

মণিকা পারভীন

কতটা পথ পেরোলে তবে পথিক হওয়া যায়? ঠিক কতবার ভিকট্রি রিবনের কাছে গিয়েও শূন্য হাতে ফিরলে তবে পোডিয়াম ফিনিশ করা যায়? দক্ষিণ আফ্রিকা দল এই উত্তরটা বোধহয় এতদিনে পেল। কাইল ভেরেইনের শটটা যখন কভারের ওপর দিয়ে ছুটে গেল ক্যামেরা ফোকাস করল লর্ডসের ব্যালকনিতে থাকা প্রোটিয়া ড্রেসিংরুমের দিকে। সেখানে সকলে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেও অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা যেন অদ্ভুতভাবে নিস্পৃহ। তিনি কি তখন মনে মনে কেপটাউনের উঁচু-নীচু ধুলোমাখা রাস্তায় ক্রিকেট খেলার দিনগুলির কথা ভাবছিলেন? কিংবা একটু আগেই ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা চতুর্থ ইনিংস খেলে আউট হয়ে ফেরা মার্করামের কি ঠিক এক বছর আগের বার্বাডোজের হেরে যাওয়া সেই ক্যাপ্টেনকে মনে পড়ছিল? মাঠেই দর্শকাসনে বসে থাকা ডিভিলিয়ার্স বা কমেন্ট্রি বক্সে থাকা স্মিথ-পোলকদের অবশ্য এরকম 'মনে পড়ে যাওয়া' চিনচিনে ব্যথার তালিকা আরও অনেক লম্বা।

গত আড়াই দশকে ক্লুসনার, এনতিনি, স্মিথ, কালিস, আমলা, স্টেইন, মরকেল-কে খেলেননি এই দলটির হয়ে! তবুও বারবার সেই কাঙ্ক্ষিত ট্রফি অধরাই থেকে গিয়েছে। কখনও বৃষ্টি, ডাকওয়ার্থ লুইসের অদ্ভুতুড়ে নিয়ম, কখনও আবার গ্রান্ট এলিয়টের স্টেনকে লং অনের ওপর দিয়ে উড়িয়ে মারা একটা ছক্কা। কিংবা কখনও আবার 'লং অফ' সূর্যকুমার যাদবের তালুবন্দি হওয়া একটা অবিশ্বাস্য ক্যাচ- এই দলটার ও শিরোপার মাঝে একটা অদৃশ্য দেওয়াল তুলে দিয়েছে।

আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের গড়পড়তা ইঁদুর দৌড়ের জীবনেও এমন কিছু সময় আসে যখন সমস্তকিছু ঠিকঠাক করার পরেও কাঙ্ক্ষিত ফল মেলে না। সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েও পরীক্ষার হলে বসে জানা অঙ্ক ভুল করে আসি। হাজারবার প্র্যাকটিস সত্ত্বেও প্রেজেন্টেশন দিতে গিয়ে কথা জড়িয়ে যায়। স্টেজে পারফর্ম করতে যাওয়ার ঠিক আগের সেই মুহূর্ত কিংবা পরীক্ষার শেষ পাঁচ মিনিটে ক্যালকুলাসের অঙ্ক কিছুতেই মেলাতে না পারার সেই 'বুক দুরুদুরু' টুকুর সঙ্গে এই দলটার কী যে ভীষণ মিল! ক্রিকেটীয় টার্মে যতই এদের গালভরা নাম দিক 'চোকার্স' বলে। আমআদমির ভাষায় এরা 'হেরো', ঠিক আমার আপনার মতোই। কিন্তু তারপরও দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে শান্তভাবে বলতে হয় 'তিষ্ঠ'। দিনের শেষে আমি কী পাবো সেটা আমার হাতে না-ই থাকতে পারে, কিন্তু আমি কী কী পাওয়ার যোগ্য তার প্রমাণ আমি বারেবারেই দিয়ে যাব। কারণ একদিন সময় আসবেই। যখন সেকেন্ড ইনিংসে দু'রানে থাকার সময় বাভুমার ক্যাচ স্মিথ মিস করবেন, জটিল সমীকরণের লেফট হ্যান্ড সাইডের সঙ্গে রাইট হ্যান্ড সাইড মিলে যাবে, দু'নম্বরের জন্য কারোর জয়েন্টের কাট অফ মিস হবে না। সেদিন সব বিন্দুগুলি আমাদের পক্ষেই মিলে যাবে। আর সেদিন ট্রফিটা আর কারোর নয়, আমার আপনার মতো হেরোদের হাতে উঠবে। যেমন কিছুদিন আগে ২৭ বছর পর উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে।

(লেখক স্নাতকোত্তর পড়ুয়া)

দিস টাইম ফর আমেরিকা?

দেবরাজ দেবনাথ

১৯০০ থেকে ২০২৮। গুনে দেখলে ঠিক ১২৮ বছরের ব্যবধান। ঠিক এতদিন পরেই অলিম্পিকের আসরে ফিরতে চলেছে ক্রিকেট। আর ফিরছে এমন এক ফরম্যাটের হাত ধরে, ১৯০০ সালে যার জন্ম হওয়া তো দূর, বাস্তবে এ জিনিসও ঘটতে পারে সেটাই ভাবেননি অনেকে। টি-২০ ক্রিকেট। ঠিক এক বছর আগে আজকের দিনে শেষ হওয়া টি-২০ বিশ্বকাপের আসরও কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে যুগ্মভাবে বসেছিল আমেরিকায়। এর সবটাই কি খুব কাকতালীয়?

আইসিসি ক্রিকেটকে পূর্ণ সদস্যের দেশগুলির বাইরে জনপ্রিয় করে তুলতে দীর্ঘদিন ধরেই নানান চেষ্টা চালাচ্ছে। আমেরিকায় ক্রিকেটের একটা বড়সড়ো বাজার আছে, সেটা আইসিসি'র চোখ এড়ায়নি। সেখানে আধ কোটিরও বেশি মানুষ দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত কিংবা ক্যারিবিয়ান বংশধর, ক্রিকেটের সঙ্গে তাঁদের নাড়ির টান। কিন্তু আমেরিকায় নেই ক্রিকেটের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো। ঠিকঠাক পিচ হোক বা ভালো স্টেডিয়াম, সবই নেইয়ের খাতায়। এমনকি ক্রিকেট বোর্ড অবধি নেই। আগের বোর্ডকে ২০১৭ সালে আইসিসি থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর নতুন করে ২০১৯ সালে ইউএসএসিএ চালু হলেও তাতে স্থায়ী কোনও কর্মী নেই। এমনকি খুব দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপও যে রয়েছে এমনও নয়।

অথচ আমেরিকায় ক্রিকেট রয়েছে সেই ১৮ শতক থেকে। পৃথিবীর সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছিল আমেরিকা-কানাডার মধ্যে দু'দিনের টেস্ট। অথচ ১৮৬০-এর দশকের গৃহযুদ্ধ আমেরিকায় ক্রিকেটের সর্বনাশ করে দিল। ফিলাডেলফিয়ার ছোট্ট পরিসরে আটকে থাকল ক্রিকেট। গৃহযুদ্ধ পরবর্তী আমেরিকায় ক্রিকেট হয়ে উঠল ব্রিটিশ খেলা আর বেসবল খাঁটি মার্কিনি। তাই ক্রিকেটের বদলে বেসবল বেছে নেওয়া ছিল পরম দেশপ্রেমিক কর্তব্য।

২০২৪ কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে আমেরিকার অন্তর্ভুক্তি, ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটের জায়গা পাওয়া। এইসব ঘটনার কী প্রভাব পড়ছে এই খেলার ওপর?

এখনকার হিসাবেও মাত্র ১০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক ক্রিকেট দেখেন কিংবা নাম জানেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র ১ শতাংশ খেলাটার নিয়মকানুন বোঝেন! অথচ আমেরিকা খেলা ও বিনোদনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বাজার। এই বাজারকে ধরার আশাতেই এখানে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ কো-হোস্ট করার সিদ্ধান্ত। যে আইসিসি বোর্ড হোস্ট হিসেবে এদের মান্যতা দেয় তাঁর মধ্যে ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। ফলাফল, এই বিশ্বকাপে আইসিসি ৪২৯৫ কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা করল। শুরু হওয়ার পর থেকে আজ অবধি সবথেকে লাভজনক বিশ্বকাপ ছিল এটি।

কিন্তু ব্যবসা যতই হোক, খামতিও থেকে গিয়েছিল বেশকিছু। কারণ পরবর্তীতে দেখা গিয়েছে, মাত্র ১০ শতাংশ মার্কিন নাগরিকের কাছেই পৌঁছোতে পেরেছিল এই বিশ্বকাপ। দর্শকাসনে মূলত ছিলেন দক্ষিণ এশীয় ও ক্যারিবিয়ান বংশোদ্ভূতরাই। এমনকি খেলা সম্প্রচারের টিভি রাইটসও গোড়ায় মূলধারার কোনও সংবাদমাধ্যম কেনেনি। শুধু ক্রিকেট দেখানো হয় এমন চ্যানেলেই খেলা দেখা যাচ্ছিল।

আমেরিকার ক্রিকেট টিমে সেখানে জন্মানো খেলোয়াড়ের সংখ্যা মাত্র চার। বাকি সবাই আমেরিকার মিশ্র সংস্কৃতির ধারক-বাহক। অভিবাসী নীতি নিয়ে মার্কিন প্রশাসন এখন যতই কড়াকড়ি করুক, সেখানকার ক্রিকেট দল কিন্তু অভিবাসী ক্রিকেটারে ভরপুর। এই ব্যাপারটাই সেখানকার ক্রিকেটের কাছে বরদান হয়ে উঠতে পারে আগামীতে, যেমন হয়েছিল বিশ্বকাপে। কানাডার পরে যখন পাকিস্তানের মতো মহাশক্তিধর প্রতিপক্ষও ধরাশায়ী হয় সৌরভ নেত্রাভালকারদের কাছে, তারপর বিশ্বকাপ খানিক সাড়া জাগিয়েছিল আমেরিকার মাটিতে। এরপর ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ হল কানায় কানায় পূর্ণ স্টেডিয়ামে। এছাড়াও গড়ে ২০ হাজার দর্শক বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি দেখেছিলেন।

ক্রিকেট আমেরিকার মাটিতে রাতারাতি কোনও জাদুবলে জনপ্রিয় হবে না। তাই মেজরস ক্রিকেট লিগ চালু হয়েছে ২০২৩ সাল থেকে। আইপিএলের ধাঁচেই ছয় ফ্র্যাঞ্চাইজির খেলা এই লিগ। এতে ১২০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছেন মাইক্রোসফটের সত্য নাদেলা। এই লিগের অন্যতম বিনিয়োগকারী নীতা আম্বানি ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির অন্যতম সদস্য। ফলে ২০২৮ অলিম্পিককে পাখির চোখ করে যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এত কিছুর পরেও দেড়শো বছরে প্রায় মুছে যাওয়া ক্রিকেট আমেরিকার মাটিতে যথাযথ কামব্যাক করতে পারবে কি না তার উত্তর সময়ই দেবে।

(লেখক যুব আন্দোলনের কর্মী)

পছন্দের টিম পেয়েছো ‘এবার পারফর্ম করে দেখাও’

প্রাক্তনদের তোপের মুখে গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : দায়িত্ব নেওয়ার পর চতুর্থ সিরিজ।

ঘরের মাঠে দুর্বল বাংলাদেশকে হারানো ছাড়া টেস্টে হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের পারফরমেন্স হতাশাজনক। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ১-৩ ব্যবধানে হার। ইংল্যান্ড সফরে প্রথম টেস্টে দাপট দেখিয়েও পরাজয়। গম্ভীর জমানায় মোট ১০টি টেস্টের সাতটিতেই হার।

হেডিংলে পরাজয়ের পর প্রশ্নের মুখে ভারতীয় দলের পরিকল্পনাও। কাঠগড়ায় স্বাভাবিকভাবেই হেডকোচ গম্ভীর। প্রাক্তনদের মতে, পছন্দের দল পেয়েছেন। পছন্দের সাপোর্ট স্টাফও। আর কোনও অজুহাত নয়, এবার পারফর্ম করে দেখানোর সময় হেডকোচের।

গম্ভীর জমানার পরিসংখ্যান তুলে ধরে আকাশ চোপড়া যেমন বলেছেন, ‘চাপ বাড়ছে নিশ্চিতভাবে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুটি এবং অস্ট্রেলিয়ায় একটা টেস্ট জিতেছে। বাকি সব হেরেই চলেছে। গম্ভীর যা চেয়েছে সবকিছু পেয়েছে। অজুহাত নয়, এবার পারফরমেন্স করে দেখানো উচিত। সাদা বলে সাফল্য পাচ্ছে, দল ভালো খেলছে। কিন্তু টেস্টে ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। চলতি সিরিজ যদি আশঙ্কামাফিক খারাপ যায়, তাহলে প্রশ্নটা আরও বড় আকার নেবে।’

> ঋষভ যখন ব্যাটিং করছিল, তখন মুগ্ধতা লক্ষ করছিলাম স্টোকসের চোখেমুখেও। আমার কাছে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট সেরা উইকেটকিপার-ব্যাটার। কিন্তু পন্থ নতুন ধারার। ওর ব্যাটিং সাদা বলের জন্য যথাযথ। যদিও বেশি সফল টেস্টে!
>
> **মাইকেল ভন**

ব্র্যাড হাডিন আবার শুভমান গিল ব্রিগেডে ‘অ্যাটিটিউড’ সমস্যা দেখছেন। প্রাক্তন অজি উইকেটকিপারের মতে, হেডিংলেতে একঝাঁক ক্যাচ পড়েছে। সফল দল তৈরির পথে যা বড় বাধা। বিরাট, রোহিত উত্তর জমানায় তরুণ ভারতীয় দলের মধ্যে মানসিকতার অভাব দেখছেন। ক্যাচ মিসের ‘অসুখ’ সারাতে হলে অনুশীলনে জোর দেওয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই প্রয়োজন মানসিক অ্যাডজাস্টমেন্টের। শুভমানদের উচিত সেদিকে নজর দেওয়া।

বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অলরাউন্ডার মদন লালও মনে করেন, বিরাট কোহলির উপস্থিতি দলের মধ্যে তাগিদ, আবেগ যুক্ত করেছিল। যার অভাব লক্ষ করেছেন হেডিংলে টেস্টে। সুবিধাজনক অবস্থা থেকে ম্যাচ ফসকে যাওয়ার অন্যতম কারণ যা। রবি শাস্ত্রীও কয়েকদিন আগে জানিয়েছিলেন, বর্তমান দলটার মধ্যে বিরাট-আবেগ অনুপস্থিত। যাকে সমর্থন করে মদন লাল লিখেছেন, ‘বিরাট দল, খেলার মধ্যে যে আবেগ, মরিয়া তাগিদ যোগ করত, তা মিস করছি এখন। রবি ঠিকই বলেছে।’

মুরলী কার্তিক আবার অন্য একটা দিক তুলে ধরেন। প্রাক্তন স্পিনারের দাবি, দলে একাধিক অধিনায়ক। লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থও নির্দেশ দিচ্ছেন। প্রভাব পড়ছে অধিনায়ক শুভমান গিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে। অভিযোগের সুরেই কার্তিক বলেন, ‘লোকেশ যেভাবে হাত নেড়ে নির্দেশ দিচ্ছিল, তার মানেটা আমার বোধগম্য নয়। ঋষভকেও একই জিনিস করতে দেখলাম বারবার। শুভমানকে অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়েছে। অথচ, একাধিক লোক নির্দেশ দিয়ে জটিলতা বাড়াচ্ছে। সিনিয়ার সদস্য হিসেবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দায়িত্ব নিতেই পারে। কিন্তু যেভাবে নির্দেশ যাচ্ছে, তা প্রশ্ন তুলছে।’

এদিকে, ব্যাটার ঋষভের প্রশংসা থামার লক্ষণ নেই। মাইকেল ভনের দাবি, দুই ইনিংসে ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের (১৩৪ ও ১১৮ রান) ব্যাটিংয়ে মজে বেন স্টোকসও। ঋষভের ঝুঁকির শটকে ‘আলটপকা’ বলতেও নারাজ। বরং ভন তাঁর মধ্যে বিজ্ঞান দেখছেন। বলেছেন, ‘ঋষভ যখন ব্যাটিং করছিল, তখন মুগ্ধতা লক্ষ করছিলাম স্টোকসের চোখেমুখেও। আমার কাছে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট সেরা উইকেটকিপার-ব্যাটার। কিন্তু পন্থ নতুন ধারার। ওর ব্যাটিং সাদা বলের জন্য যথাযথ। যদিও বেশি সফল টেস্টে!’

লোকেশের সাফল্যে ফেরার নেপথ্যে নায়ার

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : লোকেশ রাহুল জানে না ও কতবড় খেলোয়াড়।

কখনো-কখনো মনে হয়, নিজের ওপর আস্থায় সমস্যা রয়েছে ওর। কয়েকদিন আগেই বলছিলেন সুনীল গাভাসকার। কারও কারও মতে, গত কয়েক বছরে বারবার ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন প্রভাব ফেলেছে লোকেশের ব্যাটিংয়ে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের টেস্ট বিদায়ে পছন্দের টপ অর্ডারে। সুফল হেডিংলে টেস্টে।

শার্দূলকে নিয়ে প্রশ্নের মুখে গিল

> দলে শার্দূলকে নিয়েছ। অথচ প্রথম চল্লিশ ওভারের মধ্যে ওকে সেভাবে ব্যবহারই করা হয়নি। বিশেষত, যখন জো রুট ব্যাট করছিল। রুটের বিরুদ্ধে শার্দূলের রেকর্ড বেশ ভালো! ওকে ঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে সুফল মিলত। দ্বিতীয় ইনিংসে বেন ডাকেট, হ্যারি ব্রুককে পরপর দুই বলে আউট করে। সঠিক সময়ে সঠিকভাবে শার্দূলকে ব্যবহার করা উচিত ছিল।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

লোকেশের সাফল্যের ট্র্যাকে ফেরার নেপথ্যে আরও একটা কারণ সামনে আসছে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ারের উদ্যোগ। সংযোগের কাজ করেছিলেন স্বয়ং রোহিত। সতীর্থের ব্যাটিং ক্ষমতার ওপর আস্থা রেখে বন্ধু অভিষেককে অনুরোধ করেছিলেন লোকেশের সেরাটা বের করে আনার দায়িত্ব নিতে।

অভিষেক এদিন যে প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘দায়িত্ব পাওয়ার পর সবার আগে কথা বলেছিলাম রোহিতের সঙ্গে। লোকেশের থেকে আগ্রাসী, সেরা ক্রিকেট বের করে আনার কথা বলেছিল আমাকে। রোহিতের বিশ্বাস ছিল, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আগ্রাসী রোহিত দলের তুরুপের তাস হয়ে উঠবে। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যার সুবিধা মিলবে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি, ইংল্যান্ড সফরেও।’

অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম টেস্টেই ম্যাচ জেতানো ৭৭। অভিষেকের কথায়, ‘পারথ টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে চাপের মুখে দারুণ ইনিংস। ওর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। সেঞ্চুরি মিস করলেও ইনিংসটা ও উপভোগ করেছিল। পরে মজা করে বলেছিল, কোচ, কীভাবে সেঞ্চুরি করতে হয়, দেখিয়ে দিও। ইংল্যান্ড সফরে অনেক জল্পনা সরিয়ে শতরান। ওর প্রতিভা নিয়ে কখনও কারও সন্দেহ ছিল না। সমস্যা প্রতিভার বাস্তবায়ন। লোকেশের লক্ষ্যটা এখন পরিষ্কার। জানে, কী করতে হবে। তারই প্রতিফলন।’

রবিচন্দ্রন অশ্বীন প্রশ্ন তুলছেন শার্দূল ঠাকুরকে নিয়ে। প্রাক্তন স্পিনার বলেছেন, ‘দলে শার্দূলকে নিয়েছ। অথচ প্রথম চল্লিশ ওভারের মধ্যে ওকে সেভাবে ব্যবহারই করা হয়নি। বিশেষত, যখন জো রুট ব্যাট করছিল। রুটের বিরুদ্ধে শার্দূলের রেকর্ড বেশ ভালো! ওকে ঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে সুফল মিলত। দ্বিতীয় ইনিংসে বেন ডাকেট, হ্যারি ব্রুককে পরপর দুই বলে আউট করে। সঠিক সময়ে সঠিকভাবে শার্দূলকে ব্যবহার করা উচিত ছিল।’

ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার মনে করেন, ২ জুলাই শুরু দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশে কুলদীপ যাদবকে রাখা উচিত। জসপ্রীত বুমরাহর খেলা নিয়ে টানাপোড়েন। পেস বিভাগে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তবে বাঙ্গারের বিশ্বাস, কুলদীপকে নিয়ে স্পিন বিভাগ জোরদার করলে লাভবান হবে দল। যুক্তি, প্রথম টেস্টে রবীন্দ্র জাদেজাকে যেভাবে সামলেছেন ইংরেজ ব্যাটাররা, তা কিন্তু সম্ভব হবে না রিস্ট স্পিনার কুলদীপের বিরুদ্ধে। ইতিহাসও বলছে, রিস্ট স্পিনারের বিরুদ্ধে সফলও নয় ইংল্যান্ড। যা কাজে লাগানো উচিত গম্ভীরদের।

‘আইসিসি-র থেকে আরও বেশি প্রাপ্য ভারতের’

দাবি জানাক বিসিসিআই, চান শাস্ত্রী

মুম্বই, ২৮ জুন : আইসিসি-র লভ্যাংশের আরও বেশি প্রাপ্য ভারতের। এমনই দাবি রবি শাস্ত্রীর। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, ভারতের কারণে আইসিসি-র ভাঁড়ার ভরছে। তাই বর্তমানের ৩৮.৫ শতাংশের বেশি প্রাপ্য বিসিসিআইয়ের। এই ব্যাপারে আইসিসি-র কাছে দরবার করা উচিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের।

বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার সর্বোচ্চ পদে বর্তমানে আসীন জয় শা। দুয়ে দুয়ে চার করার পক্ষে শাস্ত্রী। নিজেদের দাবি সঠিকভাবে তুলে ধরলে বিসিসিআই লাভবান হবে বলে মনে করেন। লভ্যাংশের একটা বড় অংশ ভারতকে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। বিসিসিআইয়ের ৩৮.৫ শতাংশ পাওয়া নিয়ে পাকিস্তান বারবার প্রশ্ন তুলেছে।

> ভারত বর্তমানে আইসিসি-র যে লভ্যাংশ পায় (৩৮.৫ শতাংশ) তার সঙ্গে আমি একমত। বরং মনে করি, লভ্যাংশের আরও বেশি পাওয়া উচিত। ভারত থেকে আয় বেশি হয়। সেই অনুযায়ী ভাগও বেশি প্রাপ্য।
>
> **রবি শাস্ত্রী**

যদিও শাস্ত্রীর যুক্তি, ভারতই আইসিসি-র আয়ের মূল উৎস। আয়ের বেশিটাই আসে ভারতীয় ক্রিকেটের সুবাদে। তাই লভ্যাংশের ভাগও বেশি হওয়া উচিত। প্রাক্তন হেডকোচ বলেন, ‘ভারত বর্তমানে আইসিসি-র যে লভ্যাংশ পায় (৩৮.৫ শতাংশ) তার সঙ্গে আমি একমত। বরং মনে করি, লভ্যাংশের আরও বেশি পাওয়া উচিত। ভারত থেকে আয় বেশি হয়। সেই অনুযায়ী ভাগও বেশি প্রাপ্য।’

শাস্ত্রীর যুক্তি, অতীতে ক্রিকেট-বাণিজ্যে অন্য দেশগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৭০, ১৯৮০-র দশকে অন্যরা রাজত্ব করেছে। তখন আইসিসি-র আয়ের উৎস ছিল সেই দেশগুলি। আগামীদিনে হয়তো নতুন কোনও শক্তিশালী ইকনমি আইসিসি-তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এখন যেই ভূমিকায় ভারতীয় ক্রিকেট। বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে ধনী বোর্ড। প্রায় দেড়শো কোটির জনসংখ্যা, বিশাল ক্রিকেট দর্শক, যার প্রভাব লভ্যাংশ বণ্টনে পড়াটা স্বাভাবিক বলে মনে করেন শাস্ত্রী।

তিরাশির বিশ্বজয়ী দলের সদস্য তথা প্রাক্তন হেডকোচ বলেছেন, ‘ভারতের বাড়তি লভ্যাংশ পাওয়া প্রত্যাশিত। আইসিসি-র রেভিনিউয়ের উৎসের দিকে নজর রাখলেই কারণটা পরিষ্কার। ভারতীয় দল যখন কোনও সফরে যায়, সেই সিরিজের টেলিভিশন স্বত্ব কয়েকগুণ বেড়ে যায়। সেদিক থেকে এখন যা পাচ্ছে, তার থেকে বেশিই পাওয়া উচিত।’

সিএবি কোষাধ্যক্ষ বিতর্ক

ফের শুনানি ৫ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জুন : উয়াড়ি ক্লাব সচিবের পদ ছাড়লেন। এক ব্যক্তি, এক পদের বিতর্ক শেষ হল। কিন্তু তারপরও বিতর্ক থামছে না।

আজ দুপুরে সিএবি-র এথিক্স অফিসারের কাছে শুনানিও হল। কিন্তু তারপরও বাংলা ক্রিকেটের কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তীকে নিয়ে জট কাটল না। তাঁকে নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে রয়েছেন সিএবি-র শীর্ষকর্তারাও। জানা গিয়েছে, ৫ জুলাই ফের এথিক্স অফিসারের কাছে হাজির হতে হবে সিএবি কোষাধ্যক্ষকে।

দিন কয়েক আগে জানা গিয়েছিল চমকপ্রদ তথ্য। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছিল। উয়াড়ি ক্লাবের তরফে সরকারিভাবে অভিযোগ জমা পড়েছিল সিএবিতেও। তার ভিত্তিতেই আজ দুপুরে এথিক্স অফিসারের সামনে হাজির হয়েছিলেন সিএবি কোষাধ্যক্ষ। জানা গিয়েছে, তাঁর বক্তব্য শোনার পাশাপাশি উয়াড়ি ক্লাবের যে ছয় প্রতিনিধি সিএবি-তে অভিযোগ করেছিলেন, তাঁরা এখনও অসন্তুষ্ট।

উজবেকিস্তান চেজ কাপ মাস্টার্সে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ।

গুকেশকে টপকে শীর্ষে প্রজ্ঞানানন্দ

তাসখন্দ, ২৮ জুন : ভারতীয় দাবাড়ুর শীর্ষে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ।

শুক্রবার প্রজ্ঞানানন্দ উজবেকিস্তান চেজ কাপ মাস্টার্সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। সেই সুবাদে তাঁর লাইভ রেটিং বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৭৮.৩ পয়েন্ট। বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশের লাইভ রেটিং ২৭৭৬.৬ পয়েন্ট। যে কারণে গুকেশকে টপকে প্রজ্ঞাই এখন ভারতের একনম্বর দাবাড়ু। পাশাপাশি বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে তিনি চার নম্বর স্থানে উঠে এসেছেন। বিশ্বের জুনিয়ার দাবাড়ুদের মধ্যে অবশ্য শীর্ষে রয়েছেন এই ভারতীয়। উজবেকিস্তান চেজ মাস্টার্সে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রজ্ঞাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কিংবদন্তি দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দ। পালটা ধন্যবাদ জানিয়ে ভারতের প্রজ্ঞা বলেছেন, ‘আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার শুভেচ্ছা সবসময় আমার জন্য স্পেশাল। আপনি সবসময় আমাকে সাহায্য এবং অনুপ্রেরণা জুগিয়ে গিয়েছেন।’

এদিকে, কানাডার গ্র্যান্ড মাস্টার অনীশ গিরি অবশ্য অনূর্ধ্ব-২০ দাবাড়ুদের জুনিয়ার দাবাড়ুদের র‍্যাংকিংয়ে রাখা নিয়ে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যন্ত দাবাড়ুদের জুনিয়ার দাবাড়ু হিসেবে ধরা যেতে পারে। কিন্তু এই তালিকায় অনূর্ধ্ব-২০ দাবাড়ুদের রাখা কোনও মানেই হয় না।’

ছুটি কাড়ছে ক্লাব বিশ্বকাপ, ক্ষোভ রাফিনহার

সাও পাওলো, ২৮ জুন : ক্লাব বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ বার্সেলোনা। কাজেই ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, জুডে বেলিংহাম থেকে লিওনেল মেসিরা যখন খেলায় ব্যস্ত, লামিনে ইয়ামাল, রাফিনহারা তখন ছুটি কাটাচ্ছেন। অথচ অন্য মরশুমগুলোতে এই সময়ে সব ফুটবলারই ছুটিতে থাকেন। কিন্তু নতুন আঙ্গিকে ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজনে তাতে ব্যঘাত ঘটিয়েছে। যা নিয়ে অনেক ক্লাব ও খেলোয়াড় প্রকাশ্যেই সমালোচনা করছেন। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন বার্সেলোনার ফুটবলার রাফিনহা। ইউরোপের দলগুলো শুধু ঘরোয়া লিগেই ৩৪ থেকে ৩৮টা ম্যাচ খেলে। এর বাইরে ঘরোয়া কাপ, ইউরোপিয়ান টুর্নামেন্ট, জাতীয় দল রয়েছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ক্লাব বিশ্বকাপ। এই নিয়ে রাফিনহা বলেছেন, ‘ইউরোপিয়ান ক্লাবে খেলে এমন ফুটবলারদের এখন ছুটি কাটানোর কথা। অনেকের এটা অজুহাত মনে হতে পারে। তবে ছুটিটা আমাদের প্রাপ্য। প্রত্যেকের অন্তত এক মাস ছুটি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। অথচ অনেকেই তা পাবেন না।’

এদিকে, শোনা যাচ্ছে বার্সায় সই করছেন নিকো উইলিয়ামস। সেই নিয়ে রাফিনহা বলেছেন, ‘বার্সায় অবদান রাখতে আসা যে কোনও খেলোয়াড়কে স্বাগত। আমার মনে হয়, যে কেউ যখন কঠোর পরিশ্রম করার ও দলের ভালো করার মানসিকতা নিয়ে আসবে, তাকে স্বাগত জানানো হবে। এটাই আমার ও অন্যান্য খেলোয়াড়দের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।’

এসেক্সে খলিল

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন : এসেক্সের হয়ে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ও ওয়ান ডে কাপে খেলবেন খলিল আহমেদ। গত মে মাসে ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে ম্যাচও খেলেন। তখনই এসেক্সের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। খলিল বলেন, ‘এসেক্সের ক্রিকেট ঐতিহ্য নিয়ে প্রচুর শুনেছি। এবার সেই দলের হয়ে খেলার সুযোগ। মুখিয়ে রয়েছি।’

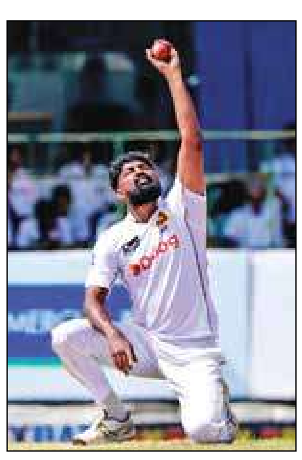

২৬ রানে আউট হয়ে ফিরছেন হতাশ মুশফিকুর রহিম (বাঁয়ে)। পাঁচ উইকেট নেওয়া বল হাতে প্রভাত জয়সূর্য। কলম্বোয়।

ইনিংসে হার বাংলাদেশের

কলম্বো, ২৮ জুন : চতুর্থ দিনে বাংলাদেশের ইনিংস হার বাঁচাতে প্রয়োজন ছিল ৯৬ রান। হাতে ছিল ৪ উইকেট। দিনের শুরুতে মাত্র ২৮ মিনিটে ৪ উইকেট তুলে ইনিংস ও ৭৮ রানে টেস্ট সহ ২ ম্যাচের সিরিজ জিতে নিল শ্রীলঙ্কা। এদিন ৩টি উইকেট তুলে ইনিংসে ৫ শিকার প্রভাত জয়সূর্যর।

দায়িত্ব ছাড়লেন শান্ত

হারের ধাক্কায় পদত্যাগ করলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। তিনি যুক্তি দিলেন, তিন ফরম্যাটে তিন অধিনায়কে ক্ষতি হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেটের। ম্যাচের পর শান্ত বলেছেন, ‘টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। এটা কোনও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়। বোর্ড তিন ফরম্যাটে তিন অধিনায়ক রাখতে চাইলে সেটা ওদের সিদ্ধান্ত।’ যদিও বাংলাদেশ বোর্ডের ক্রিকেট অপারেশন চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদিন ফাহিমের মন্তব্য, ‘এটা নিয়ে আমাদের কথা চলছিল, তবে আমার ধারণা ছিল না এমন ঘোষণা করবে শান্ত।’

আত্মজীবনী প্রকাশ প্রশান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জুন : প্রাক্তন ফুটবলার প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী ‘মাঝমাঠের রাজপাট’ প্রকাশিত হয়েছে। শনিবার কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে এই বই প্রকাশিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার গৌতম সরকার, তরুণ বসু, অতনু ভট্টাচার্য, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত, ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন, এই আত্মজীবনী যাতে বেশি করে ফুটবলপ্রেমীদের হাতে পৌঁছায়, তার জন্য মোহনবাগান দিবসের দিন একটি বইয়ের স্টলের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে।

তিনদিনে টেস্ট জয় হেডদের

ব্রিজটাউন, ২৮ জুন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ১৫৯ রানে জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া। ব্যাটারদের বধ্যভূমি ব্রিজটাউনে প্রথম দুইদিন যথাক্রমে ১৪ এবং ১০টি উইকেট পড়েছিল। তৃতীয় দিনে পড়ল ১৬টি উইকেট। তার মধ্যে শেষ সেশনে ১০টি উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৪৩ রানে ৫ উইকেট নেন জোশ হ্যাজেলউড। চতুর্থ ইনিংসে অজিরা ৩০০ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল। জবাবে শামার জোসেফরা (৪৪) অল আউট হন ১৪১ রানে। দুই ইনিংসে অর্ধশতরান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন ট্রাভিস হেড।

‘নিশ্চিত হয়েই বিশ্বাস করবেন’

আমার নাম করে ভুয়ো খবর : সানি

মুম্বই, ২৮ জুন : তাঁর মুখে কথা বসানো হচ্ছে।

তাঁর নাম ব্যবহার করে ভুয়ো খবর প্রকাশ করছে বেশ কিছু ক্রীড়া ওয়েবসাইট। এমনই মারাত্মক অভিযোগ করছেন সুনীল গাভাসকার। কিংবদন্তির দাবি, গত কয়েক মাস ধরেই এটা হচ্ছে। তার নজরেও পড়েছে। প্রচারের জন্য তাঁর নাম জড়িয়ে এরকম মিথ্যাচার করা হচ্ছে। সানির অনুরোধ, এই ধরনের খবরকে বিশ্বাস করার আগে যেন খবরের সত্যাসত্য দেখে নেন সাধারণ মানুষ, পাঠকরা।

> সবার কাছে অনুরোধ করব, আপনারা কোনও খবর বিশ্বাস করার আগে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা ভালোভাবে দেখে নেবেন। নিশ্চিত হয়েই যেন কোনও কিছু বিশ্বাস করেন।
>
> **রবি শাস্ত্রী**

ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার, ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হিসেবে সক্রিয় গাভাসকার। চলতি ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে জোড়া দায়িত্বে রয়েছেন। পাশাপাশি নিয়মিত কলামও লেখেন। তাঁর নাম করে ভুয়ো খবর ছড়ানো নিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন গাভাসকার। যেখানে বলেছেন, ‘গত কয়েক মাস ধরে আমার নজরে পড়ছে এটা। বেশ কিছু ক্রীড়া ওয়েবসাইট এবং বেশ কিছু ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে আমার মুখে বেশ কিছু মন্তব্য বসানো হচ্ছে। অথচ, সেইসব মন্তব্য আমি কখনও করিনি, আমার নয়ও।’

সাধারণ মানুষের কাছে গাভাসকার আরও বলেছেন, ‘সবার কাছে অনুরোধ করব, আপনারা কোনও খবর বিশ্বাস করার আগে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা ভালোভাবে দেখে নেবেন। নিশ্চিত হয়েই যেন কোনও কিছু বিশ্বাস করেন।’ সম্প্রতি একইরকম অভিযোগ করেছিলেন অনিল কুম্বলে, রবিচন্দ্রন অশ্বীন। দাবি, তাঁদের নাম ব্যবহার করে ভুয়ো খবর ছড়ানো হচ্ছে। গাভাসকারও গত বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির সময়ও সংশ্লিষ্ট একটি ওয়েবসাইটের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। দাবি করেন, তাঁর নাম নিয়ে ভুয়ো আর্টিকল প্রকাশ করা হয়েছে।

ভিডিও বার্তায় প্রতারকদের সতর্ক করলেন সুনীল গাভাসকার।

কলকাতা লিগে মহমেডানের ম্যাচ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জুন : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শাপে বর।

২৯ জুন, রবিবার পিয়ারলেস এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে কলকাতা ফুটবল লিগে সাদা-কালো ব্রিগেডের অভিযান শুরুর কথা ছিল। তবে শোনা যাচ্ছিল এদিন লিগে প্রথম ম্যাচ খেলায় তাদের অনীহা রয়েছে। চিঠি না দিলেও আইএফএ-র কাছে ম্যাচ পেছোনোর মৌখিক অনুরোধ জানিয়েছিল মহমেডান। তাতে কাজ না হলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচ স্থগিত রাখতে একপ্রকার বাধ্য হল রাজ্য ফুটবল সংস্থা।

রবিবার কলকাতা রেফারি সংস্থার (সিআরএ) বার্ষিক সাধারণ সভা। যে কারণে ম্যাচে রেফারি দেওয়া সম্ভব হবে না বলে তারা আইএফএকে জানিয়েছে। যে কারণে মহমেডান-পিয়ারলেস ম্যাচটি আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। স্বভাবতই এই খবরে বেশ খুশি সাদা-কালো শিবির। আসলে অনেক পড়ে সিএফএলের প্রস্তুতি শুরু করেছে মহমেডান।

কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু কয়েকদিন হল মহমেডানের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন। দলটা তৈরির মতো সময়ও পাননি তিনি। শুধু তাই নয়, গত মরশুমের জরিমানা পরিশোধ না করায় সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তাদের ফুটবলার রেজিস্ট্রেশনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যে কারণে ইস্রাফিল দেওয়ান, ফারদিন আলি মোল্লারা প্রস্তুতিতে যোগ দিলেও কলকাতা লিগের জন্য তাদের নাম নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। সেদিক থেকেও আরও খানিকটা সময় পেল মহমেডান। যদিও ম্যাচ স্থগিত হয়ে যাওয়ায় অসন্তোষ রয়েছে পিয়ারলেস শিবিরে।

নেটে বোলিং শুরু বুমরাহর

হেডিংলে ব্যর্থতার দায় নিচ্ছেন প্রসিধ

বার্মিংহাম, ২৮ জুন : তাঁকে নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ড শুরুর আগেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, জসপ্রীত বুমরাহ পাঁচ টেস্টে খেলবেন না। অন্তত তিনটি টেস্টে বুমরাহকে পাবে শুভমান গিলের ভারত।

হেডিংলে টেস্টে ভারতীয় দলের 'অবাক' হারের পর বুমরাহকে নিয়ে জল্পনা আরও বেড়েছে। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, বুমরাহ ২ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা এজবাস্টন টেস্টে খেলবেন না। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া হবে। বার্মিংহাম পৌঁছানোর পর টিম ইন্ডিয়ার প্রথম দিনের রুদ্ধদ্বার অনুশীলনে হাজির হওয়ার পরও বল করেননি বুমরাহ। ফলে এজবাস্টনে তাঁর না খেলার সম্ভাবনা নিয়েই জল্পনা চরমে পৌঁছেছিল। তাঁরা আজ বিশ্রামে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

২০০৭ সালের পর বিলেতের মাটিতে আর টেস্ট সিরিজ জিততে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। মাঝের সময়ে ক্রিকেট বদলেছে। রাহুল দ্রাবিড়ের সেই ভারতীয় দলের সঙ্গে শুভমানের বর্তমান ভারতীয় দলের ফারাকও বিস্তর। কিন্তু তারপরও শুভমানের ভারতকে নিয়ে রয়েছে আগ্রহ। হেডিংলের মাঠে সিরিজের প্রথম টেস্টে দুই ইনিংসেই বড় রান, পাঁচটি শতরান, বুমরাহর পাঁচ উইকেটের পরও ভারত ম্যাচ হেরেছে। আর সেই হারের ময়নাতদন্তে সামনে এসেছে দলের জঘন্য ফিল্ডিংয়ের পাশে বুমরাহ বাদে বাকিদের এলোমেলো বোলিংও। সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বুমরাহর সতীর্থ জোরে বোলার প্রসিধ আজ বল হাতে তাঁর ব্যর্থতার দায় নিয়েছেন। এজবাস্টনে প্রসিধ প্রথম একাদশে থাকবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে ভারতীয় পেসার আজ বলেছেন, 'হেডিংলের বাইশ গজে যে লেংথে বল করা উচিত ছিল, আমরা তার একটু আগে করেছি। তুলনায় দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং ভালো হয়েছিল। খেলা গড়ানোর সঙ্গে পিচ মন্থর হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া আমরা সঠিক লাইনে বোলিং করতে পারিনি।'

নেট প্র্যাকটিসে বল হাতে জসপ্রীত বুমরাহ। বার্মিংহামে শনিবার।

এজবাস্টন টেস্টে অভিজ্ঞ বুমরাহকে পাশে পাবেন কিনা, জানেন না প্রসিধ। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বুমরাহকে নিয়ে ভাবতে চান না। প্রসিধের কথায়, 'পাশে কে রয়েছে, সেটা নিয়ে এখন থেকে ভেবে লাভ নেই। বল হাতে দল আমায় যে দায়িত্ব দিয়েছে, সেটা পালন করতে হবে। হেডিংলে টেস্টে আমরা সেটা পারিনি। ভুল লাইনে বোলিং করেছিলাম আমরা। দ্রুত ভুল শুধরে সামনে তাকাতে হবে।' ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে ভারতীয় সাজঘরে পজিটিভ মানসিকতা রয়েছে বলেও দাবি করেছেন প্রসিধ। বলেছেন, 'হতে পারে প্রথম টেস্টে জিততে পারিনি আমরা। কিন্তু দল হিসেবে আমাদের জন্য অনেক পজিটিভ দিক রয়েছে। সাজঘরে আমরা সবাই আগামীর লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত। মাঠে নেমে সেরাটা দিতে বদ্ধপরিকর আমরা।'

আজও এজবাস্টনের মাঠে ভারতীয় দলের রুদ্ধদ্বার অনুশীলন ছিল। আর সেই অনুশীলনে হাজির হওয়ার পর প্রথমে ফিটনেস পরীক্ষা দেন বুমরাহ। সেই পরীক্ষায় তিনি সফল হন। যদিও কেন বুমরাহর ফিটনেস পরীক্ষা নিতে হল, তা নিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। আর ফিটনেস পরীক্ষার পরই ভারতীয় দলের নেটে বোলিং শুরু করেন বুমরাহ। বল হাতে রীতিমতো ছন্দেই দেখিয়েছে তাঁকে। বুমরাহর কোনও চোট রয়েছে, এমনটা মনে হয়নি তাঁর বোলিং দেখে। বুমরাহ একা নন, তাঁর সঙ্গে নেটে সমানতালে বোলিং করেছেন প্রসিধ কৃষ্ণাও। বুমরাহ-প্রসিধের বোলিং শুরুর দিন টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন দেখা যায়নি অধিনায়ক শুভমান গিল, সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়ালকে।

শুভমানদের মিশন ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্টে হারের পর কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার ভারতীয় ক্রিকেটারদের আরও সিরিয়াস অনুশীলনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বাস্তবে আজ শুভমান-লোকেশ-যশস্বী জয়সওয়ালরা অনুশীলনে গরহাজির থেকে প্রমাণ করেছেন, সানির পরামর্শের কোনও গুরুত্ব নেই তাঁদের কাছে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে শতরানের পর স্মৃতি মান্ধানা। ট্রেন্ট ব্রিজে শনিবার।

মান্ধানার শতরানে জয় ভারতের

ট্রেন্ট ব্রিজ, ২৮ জুন : ১৪৯ নম্বর আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচে প্রথম শতরান স্মৃতি মান্ধানার। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ৫১ বলে তাঁর শতরানের সুবাদে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারত ৯৭ রানে জিতেছে। দীর্ঘদিন পর জাতীয় দলে ফেরা শেফালি ভার্মা (২০) ছন্দ হাতড়ালেও মান্ধানার আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ভারতীয় দল ৮.৩ ওভারে ওপেনিং জুটিতে ৭৭ রান তুলে ফেলে। এম আর্লট জুটি ভাঙলেও হার্লিন দেওলকে (২৩ বলে ৪৩) নিয়ে ইংরেজদের সেই স্বস্তি কেড়ে নেন মান্ধানা (৬২ বলে ১১২)। দ্বিতীয় উইকেটে আরও ৯৪ রান যোগ করে তাঁরা ভারতীয় দলের বড় স্কোর নিশ্চিত করে দেন। একেবারে শেষদিকে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাওয়া রিচা ঘোষকে ১২ রানে থামিয়ে দেন লরেন বেল (২৭/৩)। কিন্তু মান্ধানার ১৫টি বাউন্ডারি ও ৩টি ছক্কায় সাজানো ইনিংসের সুবাদে ভারত ২১০/৫ স্কোরে শেষ করে। রানতাড়ায় নেমে ইংল্যান্ড শুরু থেকেই নিয়মিত উইকেট হারিয়েছে। তারা ১৪.৫ ওভারে ১১৩ রানে অল আউট হয়। কিছুটা লড়াই করেছেন নাতালি স্কিভার-ব্রান্ট (৬৬)। অভিষেকেই নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি নিয়েছেন ৪ উইকেট।

যৌন কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত দয়াল

লখনউ, ২৮ জুন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর এবার ভারতীয় ক্রিকেটে।

যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর তারকা পেসার যশ দয়ালের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই নির্যাতিতার তরফে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ইতিমধ্যে জলও অনেক দূর গড়িয়েছে। অভিযোগের ঢেউ পৌঁছে

গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের দপ্তরেও। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশের এক তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে যৌন নির্যাতন করছিলেন যশ। থানায় এফআইআরের পাশাপাশি তারকা ক্রিকেটারের সঙ্গে নিজের ছবি পোস্ট করে সমাজমাধ্যমেও ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন অভিযোগকারিণী। যেখানে জানিয়েছেন, ৫ বছর ধরে যশ দয়ালের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর আবেগ নিয়ে খেলা করেছেন। মানসিক ও শারীরিকভাবে তাঁকে ব্যবহার করে এখন সম্পর্ককে অস্বীকার করছেন।

আরও দাবি করেন, যশ তাঁর পরিবারের সঙ্গে তরুণীর পরিচয় করিয়ে দেন। যশের পরিবার তাঁকে

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্যাতন

পুত্রবধূ হিসেবে দেখতেন। দীর্ঘ সম্পর্কের সময়, তিনি আর্থিক ও মানসিকভাবে যশ দয়ালের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। যা কাজে লাগিয়েছেন তারকা ক্রিকেটার। শুধু তাঁর সঙ্গেই নয়, একাধিক তরুণীর সঙ্গে এরকম করেছেন। ২০২৫ সালের ১৪ জুন মহিলাদের জন্য তৈরি হেল্পলাইন '১৮১'-তে যোগাযোগ করলেও কোনও সুরাহা হয়নি। শেষপর্যন্ত এফআইআর করা এবং সমস্ত প্রমাণ সহ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন।

ইডেনে দিলীপ দোশি স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জুন : পাঁচদিন আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। আচমকা দিলীপ দোশির প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল ক্রিকেট সমাজে। ভারতীয় দলের হয়ে ৩৩টি টেস্ট খেলার পাশে বাংলার হয়ে দীর্ঘসময় ঘরোয়া ক্রিকেটও খেলেছিলেন তিনি। কলকাতা ও সিএবি-র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিয়মিত। গত বছরও কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন দিলীপ। এহেন দিলীপের আকস্মিক প্রয়াণের পর আজ রাতের ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ফাইনালে তাঁকে স্মরণ করল সিএবি। হাওড়া বনাম মুর্শিদাবাদের ফাইনাল ম্যাচ শুরুর আগে ইডেনের জায়েন্ট স্ক্রিনে দুই মিনিটের ক্লিপিংস দেখানো হয় দিলীপের স্মরণে। সিএবি সচিব নরেশ ওঝা বলছিলেন, 'দিলীপের সঙ্গে আমার দীর্ঘসময়ের বন্ধুত্ব। এখনও ভাবতে পারছি না উনি নেই। মানুষের জীবন সত্যিই বড্ড অনিশ্চিত।'

এদিকে, আজ দুপুরে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের মহিলাদের ফাইনালে মালদাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কলকাতা। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে ১৬ রানে মালদাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কলকাতা। পুরুষদের ফাইনালে হাওড়া বনাম মুর্শিদাবাদ পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে।

TENDER NOTICE (NIT NO-31/ SGP/25 TO 54/ SGP/25)

শিরশী জি.পি এর E-tender ছাড়া হয়েছে। লাস্ট ডেট- 30.06.25 বেলা ১২ টায়।

Sd/- Prodhan
Shirshi G.P

ম্যাচের সেরা অরিজিৎ মণ্ডল। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

চ্যাম্পিয়ন কালীচরণ, ইগনাশিয়াস, হাতিয়া

রায়গঞ্জ, ২৮ জুন : সুব্রত কাপ ফুটবলে জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হল কুনোর কালীচরণ উচ্চবিদ্যালয় (অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলে), সেন্ট ইগনাশিয়াস (অনূর্ধ্ব-১৭) ও হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয় (অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়ে)। শনিবার কর্ণজোড়া স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে কালীচরণ টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে সেন্ট ইগনাশিয়াস বিদ্যালয়কে হারিয়েছে। ইগনাশিয়াস ২-০ গোলে বরুনা প্রাণপ্রিয় বিদ্যাপীঠের বিরুদ্ধে জয় পায়। হাতিয়া ৫-০ গোলে কানকি শ্রী জৈন বিদ্যামন্দিরকে হারিয়েছে। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সচিব অসিত গায়েন জানিয়েছেন, জেলা চ্যাম্পিয়ন দলগুলি ২ থেকে ৪ জুলাই ক্লাস্টার পর্যায়ে খেলবে। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের খেলা জলপাইগুড়িতে, অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের খেলা মালদায়, অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের খেলা আলিপুরদুয়ারে হবে। গত বছর ইসলামপুরের নন্দঝাড় উচ্চবিদ্যালয়ের অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের দল সুব্রত কাপে জাতীয় পর্যায়ে অংশ নিয়েছিল। এবার তারা সরাসরি রাজ্যস্তরে খেলবে।

সুব্রত কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয় (উপরে) ও কুনোর কালীচরণ উচ্চবিদ্যালয়। ছবি : রাহুল দেব

জয়ী আরাপুর, কিশোর

মালদা, ২৮ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে শনিবার আরাপুর দেশবন্ধুপাড়া ১-০ গোলে মালদা ঝংকার ক্লাবকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে ২৩ মিনিটে গোল করেন মাইকেল কিস্কু। ম্যাচের সেরা হয়েছেন অরিজিৎ মণ্ডল।

অন্য ম্যাচে গোলাপট্টি কিশোর সংঘ ২-০ গোলে গৌরদর্শন ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। চিন্টু মণ্ডল ও শিবা মণ্ডল গোল করেন। ম্যাচের সেরা পিন্টু মুর্মু।

উত্তরের খেলা

চিলাখানার বড় জয়

তুফানগঞ্জ, ২৮ জুন : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে শনিবার চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ১০-০ গোলে বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে হ্যাটট্রিক করেন অভিজিৎ বাসফোর ও সাজিজুল ইসলাম। জোড়া গোল অজয় খারিয়ার। তাদের বাকি স্কোরার বিশাল খড়িয়া ও মৃন্ময় সরকার। ম্যাচের সেরা অভিজিৎ। রবিবার মুখোমুখি হবে বাশরাজা জুনিয়র একাদশ ও মর্নিং স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব।

গৌড়বঙ্গ দাবা শুরু

বালুরঘাট, ২৮ জুন : সারা বাংলা দাবা সংস্থার পরিচালনায় ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দাবা সংস্থার উদ্যোগে দুইদিনের গৌড়বঙ্গ দাবা শনিবার শুরু হল। জেলা দাবা সংস্থার সভাপতি অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বালুছায়া সভাকক্ষে আয়োজিত আসরে ছেলে ও মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৩, ১৫, ১৭, ১৯ ও ওপেন বিভাগ রাখা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় গৌড়বঙ্গের তিন জেলার ৮০ জন অংশ নিয়েছেন।

বালুছায়া সভাকক্ষে চলছে গৌড়বঙ্গ দাবা। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

জয়ী রানিরহাট প্লেয়ার্স

জামালদহ, ২৮ জুন : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে শনিবার রানিরহাট প্লেয়ার্স ইউনিট ১-০ গোলে জামালদহ লাল স্কুল স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। একমাত্র গোলটি করেন প্রহ্লাদ হাজরা। ম্যাচের সেরা পাপাই বর্মন। রবিবার মুখোমুখি হবে মাথাভাঙ্গা জুনিয়র একাদশ ও ইয়ংস্টার এফসি।

হরিদ্বারে খেলতে যাওয়ার আগে অস্মিতা বর্মন। -প্রসেনজিৎ সাহা

রাজ্য কাবাডি দলে অস্মিতা

সিতাই, ২৮ জুন : ২৮ জুন থেকে ১ জুলাই পর্যন্ত অ্যামেচার কাবাডি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনায় উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে অনূর্ধ্ব-১৮ জুনিয়র ছেলে ও মেয়েদের কাবাডি প্রতিযোগিতা। জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের হয়ে সুযোগ পেয়েছে সিতাইয়ের অস্মিতা বর্মন। ১৩-২৩ জুন কলকাতায় আয়োজিত শিবির থেকেই দলে সুযোগ পায় অস্মিতা। অস্মিতা সিতাই ব্লকের আদাবাড়ি মঞ্জুর আলি হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী। স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক ভবতোষ দে-র তত্ত্বাবধানে সে প্রস্তুতি নিয়েছিল।